BANGLA POST Year: 21 ◆ Issue: 1018 ◆ Friday 05 July - Thursday 11 July 2024 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

ভারত না চীন কোন দিকে ঝুঁকছে বাংলাদেশ

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

নরেন্দ্র মুদি সরকার গঠনের পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তড়িৎ ভারত সফর নিয়ে দেশ বিদেশে শুরু হয়েছে আলোচনা-সমালোচনা। বিশ্ব বাস্তবতায় এশিয়ার দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও চীনের মধ্যে কাকে বেশি কাছে টানছে উভয়ের বন্ধু বাংলাদেশ বা কার প্রতি বেশি আকর্ষণ বোধ করছে? সেই প্রশ্ন এখন সর্বত্র। যদিও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারের ভারত সফরকে ফলপ্রসু বলছেন। তাঁর কথার সাথে বিশ্লেষকরা কোন যুক্তি খোঁজে পাচ্ছেন না। বাংলাদেশ সরকার প্রধানের সাথে ভারত সরকারের সখ্যতা নিয়ে যুগ যুগ থেকে আলোচনা সমালোচনা হলেও ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশ কতটুকু লাভবান হচ্ছে তা কোন ভাবে খোঁজে পাচ্ছে না কেউ। সীমান্তে হত্যা, দেশের অভ্যন্তরে ভারত সরকারের রাম রাজত্ব। সীমান্তে চোরাচালান, মাদক পাচারসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে ভারত তার নিজস্ব নীতিতে সব সময় থাকছে অটল। বিশ্লেষকরা বলছেন, বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ সরকার নানা

দাবী নিয়ে ভারতের দারস্ত হলে আশার বাণী নিয়ে ফিরলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ভারত বিভিন্ন সময় তাদের জিরো লাইনে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করলেও বাংলাদেশ সরকার সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার গজুকাটা সীমান্তে দীর্ঘ ২'শ বছরের একটি মসজিদ সংস্কার করতে পারেনি ভারতীয় বাহিনীর বাঁধার কারণে। বিষয়টি মুদি সরকারের শীর্ষ মহলে উঠলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। ভারতই তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পর্কের কথা বললেও বাস্তবে কানেকটিভিটির সব সুযোগই বন্ধ ও অবরুদ্ধ করে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে। ভারত নিয়ন্ত্রিত বৃত্তে বন্দী হয়ে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি।

তবে বর্তমান সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা পেশাদার কূটনীতিকরা এ নিয়ে কথা বলতে বরাবরই সতর্ক। তারা প্রায়শই বাংলাদেশের 'ব্যালেন্স ফরেন পলিসি'র বয়ান হাজির করার চেষ্টা করেন। যদিও বাস্তবতা ভিন্ন। পেশাদাররা এমনটাও বলেন যে, উদ্ভূত পরিস্থিতি বা ঘটনা বিবেচনায় বাইরে থেকে যে কারও মনে হতে পরে যে, বাংলাদেশ একটি বন্ধু রাষ্ট্রের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু হয়তো পর্দার আড়ালে অন্য বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে নিঃশব্দে ভিন্ন কিছু হচ্ছে! আর এর মধ্য দিয়ে ভারসাম্য --১৬ পৃষ্ঠায়

ক্ষমতায় লেবার পার্টি সংকটে কনজারভেটিভ পার্টি

স্টাফ রিপোর্টার : বৃহস্পতিবারের নির্বাচনের পর লেবার পার্টি এখন সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টি ঐতিহাসিক পরাজয়ের পথে। বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচন ঘিরে নানা পূর্বাভাস বলছে, বামঘেঁষা কিয়ার স্টারমারের বিরোধী লেবার পার্টি পার্লামেন্টে ব্যাপক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাওয়ার পথে রয়েছে। কনজারভেটিভ নেতা ঋষি সুনাক গত মে মাসের শেষের দিকে আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার পরপরই তাঁর দল কনজারভেটিভ বা টোরি দলের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে বৃষ্টির মধ্যে একা দাঁড়িয়ে ভিজছিলেন তিনি। তাঁর কিছু সমালোচক বলছিলেন, সবকিছু শেষ করার জন্য আপাতদৃষ্টিতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তিনি। --১৬ পৃষ্ঠায়

মমতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

পোস্ট ডেস্ক : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মানহানির মামলা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মঙ্গলবার (২ জুলাই) তিনি এই মামলা করেন বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন। রাজভবন সূত্রে এই মামলার বিষয়ে আগেই জানা যায়। তবে এদিন শিলিগুড়িতে এসে রাজ্যপাল নিজে জানান, মামলা দায়ের হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতার উদ্দেশে হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'কেউ যদি আমার সম্মান নষ্ট --১৬ পৃষ্ঠায়

ফ্রান্সে শঙ্কায় মুসলিমরা

পোস্ট ডেস্ক : ফ্রান্সে মারিন লে পেনের কট্টর ডানপন্থি দল ন্যাশনাল র‍্যালির (আরএন)-এর পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রথম ধাপের ভোটে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পর মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্যারিসের ২২ বছর বয়সী মুসলিম তরুণী ফাতিমাতা মনে করছেন, অনেক ফরাসি তার অস্তিত্বের বিরোধিতা করছেন।

রবিবার প্রথম দফার পার্লামেন্টারি নির্বাচনে কট্টর ডানপন্থিরা এগিয়ে রয়েছে। অবশ্য আগামী ৭ জুলাইয়ের দ্বিতীয় দফার ভোটে আরএন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। ফাতিমাতার মতো ফ্রান্সের প্রায় ৬০ লাখ মুসলমানও একই আশঙ্কায় রয়েছেন।

ফাতিমাতা আল জাজিরাকে বলেছেন, আমি ফ্রান্সের দ্বারা প্রতারিত বোধ করছি। ১ কোটির --২০ পৃষ্ঠায়

সিলেটের ৩ জেলায় ফের বন্যা

সিলেট অফিস : সিলেট বিভাগে তৃতীয় দফায় ফের বন্যা দেখা দিয়েছে। সোমবার থেকে বন্যার পানিতে তলিয়েছে ৩টি জেলা। সিলেট মহানগরেরও অনেক জায়গায় নতুন করে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে সুরমা-কুশিয়ারা-সুনাইসহ বিভিন্ন নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে সিলেট বিভাগজুড়ে আবারো দেখা দেয় বন্যা। কুশিয়ারার ফেঞ্চুগঞ্জ পয়েন্টে বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় ৯৭ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। কুশিয়ারার শেওলা পয়েন্টে সন্ধ্যা ৬টায় ২৬ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। এছাড়া সারি, গোয়াইন নদীর পানিও বিভিন্ন এলাকায় অতিক্রম করেছে।

এতে করে সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট, বালাগঞ্জ, ওসমানীনগর, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার উপজেলার অসংখ্য এলাকা ইতিমধ্যে প্লাবিত হয়েছে। অনেক জায়গায় রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে। কানাইঘাট পৌর শহর পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে। শুধু গোয়াইনঘাট উপজেলার প্রায় ২৪৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা এবং ১৫১টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

সিলেট জেলা প্রশাসনের তথ্যমতে, সিলেটে বন্যায় ৭ লাখ ১১ হাজার মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় রয়েছেন। ১৯৫টি আশ্রয়কেন্দ্রে আছেন ৯ হাজার ৫৬৮ জন মানুষ। বন্যায় জেলায় প্লাবিত গ্রামের সংখ্যা ১ হাজার ১৮৪টি। --১৭ পৃষ্ঠায়

বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : হৃৎপিন্ডে পেসমেকার বসানোর পর মঙ্গলবার গুলশানের বাসায় ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তির ১০ দিন পর মঙ্গলবার বাসায় ফিরলেন তিনি।

বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেন, মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকেলে এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে বাসায় ফেরেন খালেদা জিয়া। বাসায় চিকিৎসকদের --১৬ পৃষ্ঠায়

দেশের প্রকৃত রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ডলার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতন অব্যাহত রয়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে নিট রিজার্ভ ছিল তলানিতে। এজন্য সেটি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশ করতো না। তবে সম্প্রতি আইএমএফের তৃতীয় কিস্তি ও অন্যান্য সংস্থা থেকে পাওয়া ঋণে ভর করে নিট রিজার্ভের কিছুটা উন্নতি হয়েছে, যা আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি প্রকাশ করেছে।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক জানান, গত জুন শেষে নিট রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ১৬.০৩ বিলিয়ন ডলার। এছাড়া গ্রস রিজার্ভ অবস্থান করছে ২৬.৮১ বিলিয়ন ডলারে। এদিন বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ ছিলো ২১.৮৩ বিলিয়ন ডলার।

এর আগে গত বছরের জানুয়ারিতে আইএমএফ এর ঋণ পাওয়ার পর ২০২৩ সালের জুলাই থেকে বিপিএম৬ পদ্ধতির গ্রস রিজার্ভের --১৭ পৃষ্ঠায়

আমিই এখন আমি: পূর্ব লন্ডনের বাঙ্গালী সমাজের জীবন সংগ্রাম নিয়ে ফোর কর্নাস গ্যালারীতে চিত্র প্রদর্শনী

আনসার আহমেদ উল্লাহ, লন্ডনঃ এই জুলাইয়ে ফোর কর্নাস গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে, '' আমিই এখন আমি'' বাংলা ফটো আর্কাইভ থেকে নির্বাচন করা লন্ডনের পূর্ব প্রান্তের বাঙালি সমাজের দৈনন্দিন জীবনের একটি অনন্য অন্তর্দৃষ্টি । চলবে ৫ জুলাই থেকে ৩ আগষ্ট পর্যন্ত। ফোর কর্নাস গ্যালারী ১২১ রোমান রোড, বেথনাল গ্রিন,লন্ডন ই২ ও-কিউ-এন নিকটবর্তি টিউব ষ্টেশন : বেথনাল গ্রীন, সেন্ট্রাল লাইন। প্রদর্শনীটি বিগত ৫০ বছরে বাঙালিদের এবং অন্যদের তোলা স্থানীয় ছবিগুলির উপর দৃষ্টি আকর্ষন করে । পারিবারিক বিষয়াদি থেকে শুরু করে সম্প্রদায়ের স্থানগুলির বদলে যাওয়া দৃশ্য এবংপূর্ব লন্ডনের বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা বিষয়াদি আলোকিত করে।

প্রদর্শনীতে ফটোগ্রাফার রাজু বৈদ্যনাথন, মায়ার আকাশ, অ্যান্টনি লাম, পল হ্যালিডে, সারাহ আইন্সলি, ডেভিড হফম্যান, পল ট্রেভর এবং অন্যান্যদের তোলা ছবিও রয়েছে, যা বাঙালি সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা, সক্রিয়তা এবং বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের নথিভুক্ত করা হয়েছে।

প্রদর্শনীর শিরোনাম ফটোগ্রাফার মায়ার আকাশের দ্বারা বাছাইকৃত, যিনি ইস্ট এন্ডের যুবকদের কাজের সেটিংসে রূপান্তরমূলক অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিফলিত করেছেন, "আমি এখন যা আছি" । ফেডারেশন অফ বাংলাদেশি ইয়ুথ অর্গানাইজেশন এবং জয় বাংলা, স্টেট অফ বেঙ্গল এবং ওসমানী নাইটস এর মতো সঙ্গীত শিল্পীদের ছবিতে এই ধরনের কমিউনিটি স্পেসের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এই দলগুলি ১৯৮০-এর দশকে একটি নতুন বাঙালি যুব সংস্কৃতি তৈরি করতে রাজনীতি, সক্রিয়তা, শিল্প ও সঙ্গীতকে একত্রিত করে।

স্বাধীনতা ট্রাস্টের জুলি বেগম বলেন, 'যখন আমরা শিল্পের সাথে জড়িত থাকি যা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে, তখন আমরা নতুন ধারণা, সংস্কৃতি এবং চিন্তাভাবনার উপায় দেখতে পাই। বাংলা ফটো আর্কাইভ আমাদের সম্পর্কে বর্ণবাদী স্টিরিওটাইপকে চ্যালেঞ্জ করে এবং আমাদের নিজেদের সহ লোকেরা, আমরা কে বলে মনে করি।"

একজন আর্কাইভ স্বেচ্ছাসেবক আকিলা আসাদ, বলেন, "আর্কাইভটি ব্রিটেনে নির্মিত বাঙালিদের স্থিতিস্থাপকতা এবং দৈনন্দিন জীবন ধারণ করে। তাদের ঐতিহ্য তুলে ধরে, বাংলা ফটো আর্কাইভ দর্শকদের, বিশেষ করে বাঙালি সম্প্রদায়কে তাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করতে উৎসাহিত করে। যারা যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ করেছিলেন, পূর্ব লন্ডনে তাদের উপস্থিতি দৃঢ় করে এবং প্রমাণ করে যে ব্রিটেন প্রকৃতপক্ষে তাদেরই আবাস।" মির্জা-তানবীর বেগ, আর্কাইভ দাতা এবং স্বেচ্ছাসেবক বলেন, "বাংলা ফটো আর্কাইভ তাদের জন্য একটি দুর্দান্ত অন্তর্দৃষ্টি হবে যারা তাদের ঐতিহ্যের দিকে তাকাতে চান যে তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের দ্বারা যে সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েছিল তার বাইরেও সাধারণ জাগতিকতা ছিল। আমি আশা করি এটি অন্যদেরকে তাদের নিজস্ব সংরক্ষণাগার শুরু করতে অনুপ্রাণিত করবে, এবং হারিয়ে যাওয়ার আগে বিভিন্ন টুকরো সংগ্রহ করবে এবং সেগুলি আবার দেখার বা শোনার সুযোগ নেই।"

আমিই এখন- আমিঃ

প্রদর্শনী উদ্বোধনী: বৃহস্পতিবার ৪ জুলাই ২০২৪, সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত-৮টা। শুধু মাত্র আমন্ত্রীতরা। প্রদর্শনী চলবে ৫ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩ আগষ্ট ২০২৪ পর্যন্ত।

এসম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযেগ করতে হলে প্রেস যোগাযোগ:জেনা হাওয়ার্ড zena@projectzah.co.uk

স্থানীয় প্রেস, তালিকা এবং সামাজিক মিডিয়ার জন্য: ruby@fourcornersfilm.co.uk

বাংলা ফটোগ্রাফি আর্কাইভ

এই সংরক্ষণাগারটি স্বাধীনতা ট্রাস্ট এবং টাওয়ার হ্যামলেটস স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থাগার এবং আর্কাইভের সহযোগিতায় ফোর কর্নার দ্বারা স্থানীয় সম্প্রদায়ের ফটোগ্রাফ এবং বর্ণনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং শ্রেনী বিন্যাস করার জন্য তৈরি করা হয়েছে । ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবকের পরিশ্রমের ফসল এবং স্থানীয় জনগণের উদারতা দ্বারা সমর্থিত, সংগ্রহটি পরিবার, ব্যক্তি, সংস্থা এবং ফটোগ্রাফারদের কাছ থেকে ৫০০০টিরও বেশি ফটোগ্রাফ এবং ১৯টি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়েছে। একটি ডিজিটাল সংরক্ষণাগার অনলাইনে অ্যাক্সেযোগ্য টাওয়ার হ্যামলেটস লোকাল হিস্ট্রি লাইব্রেরি এবং আর্কাইভের মধ্যে রাখা হবে ।

স্বাধীনতা ট্রাস্ট হল লন্ডন-ভিত্তিক একটি ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি কমিউনিটি গ্রুপ যা তরুণদের মধ্যে বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে কাজ করে।

স্বাধীনতা ট্রাস্ট ব্রিটেনের ইতিহাস এবং আমাদের সমসাময়িক বিশ্বের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে এর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে প্রচার করে।

বিশিষ্ট বাউল শিল্পী জনাব আরিফ দেওয়ান সাহেব যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছেন

বাংলাদেশের বাউল শিল্পি পরিবারের অন্যতম উত্তরাধিকারী জনাব আরিফ দেওয়ান সাহেব এখন যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছেন। তিনি গত ১ জুলাই এক সংক্ষিপ্ত সফরে এখানে এসেছেন। এ সময় তাকে হিথ্রো বিমানবন্দরে স্বাগত জানান. মোঃ ছানাওর মিয়া (ছুনু), শাহ মোঃ হারুন রশিদ ও শাহ মোঃ আব্দুর রব উদাসী। তারা সবাই তিনি যতদিন যুক্তরাজ্যে অবস্থান করবেন ততদিন তার বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করে যাবেন।

উল্লেখ্য, শিল্পি আরিফ দেওয়ান অসংখ্য গানের রচয়িতা, সুরকার ও গীতিকার। তিনি একজন সহজিয়া ভাবসাধক। সুফি ও বাউলিয়ানার সংমিশ্রনে তৈরী হয়েছে তার মনোজগৎ। বাংলাদেশে বাউল ঘরানার তিনি একজন পথপ্রদর্শক ও পালাগানের প্রবর্তক। তিনি তার পূর্ব সূরিদের সমৃদ্ধ ভাবধারা ও পুষ্ট সাধক হিসাবে প্রায় চার দশক যাবৎ সঙ্গীত সাধনা করে যাচ্ছেন। সাথে সাথে তাদের পরিবারের রয়েছে শত বছরের সঙ্গীত চর্চার ইতিহাস। বিশিষ্ট সুফি সাধক আলফু দেওয়ান তার প্রপিতামহ, পিতামহ মালেক দেওয়ান তার সঙ্গীত গুরু, খালেক দেওয়ান ও তার পুত্র মাখন দেওয়ানেরও রয়েছে বাউল গানের বিশেষ খ্যাতি। তাদের বাড়ী ঢাকা জেলার কেরানী গঞ্জের বামনশুর গ্রামে। পিতার নাম খবির দেওয়ান।

জাস্টিস ফর ভিকটিমস্ ইউকে'র উদ্যোগে বাংলাদেশের গণতন্ত্র সুরক্ষার জন্য মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন

গত ১০-০৬-২০২৪ ইং রোজ সোমবার বাংলাদেশের মানবাধিকার সুরক্ষা, গণতন্ত্র সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিরোধদলীয় নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে লন্ডনের আলতাব আলী পার্ক ও ইইঈ এর সামনে জাস্টিস ফর ভিকটিমস, ইউকে এর উদ্যোগে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য ইঘচ এর সভাপতি এম এ মালেক, জাস্টিস ফর ভিকটিমস ইউকে এর সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি ইসতিয়াক হোসেন, মোঃ করিম মিয়া সহ আরও বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য ছাত্র দলের সদস্য মাসুদুর রহমান চৌধুরী জাহেদ, জাস্টিস ফর ভিকটিমস ইউকে এর সারওয়ার আহমদ চৌধুরী, জাহাঙ্গির হোসেন, জাহিদ হোসেন, আসাদ সুবান, রানু মিয়া, কাজী এমদাদ আহমদ, আরিফ হোসেন, শাকিল আহমদ, জাহেদ মিয়া, জিলাল উল্লাহ, শামিম আহমদ, এস এম হামিদ, মাহিন আহমদ, তাজ উদ্দিন, নুরুল ইসলাম, মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন বাংলাদেশে কথা বলার কোন স্বাধীনতা নেই, কথা বলতে গেলে জেল, জুলুম, হত্যা এর শিকার হতে হয়। তাই আমরা ইইঈ এর সামনে যুক্তরাজ্য সরকার সহ বিশ্ব কমিটিকে জানান দিতে চাই বাংলাদেশে মানবাধিকার গণতন্ত্র বলতে কিছু নাই। অভিলম্ভে বেগম খালেদা জিয়া সহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মুক্তি দিতে হবে এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্র ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

লন্ডনের রিজেন্ট লেইক ব্যাংকুটিং হলে ৯৫-৯৭ ইং ব্যাচের বন্ধু-বান্ধবীদের মহামিলনমেলা অনুষ্ঠিত

লন্ডন থেকে আজিজুল আম্বিয়াঃ ৯৫-৯৭ ব্যাচের বন্ধু ইমন, সাহেদ, সুমন,তাজুল, মনসুর. সালাম. মিনহাজ. সজল, জাহিদ, নাজমুল, কাসেম, জলিল এবং নিজাম খানের আপ্রান প্রচেস্টায় লন্ডনের সুনামধন্য রিজেন্ট লেইক ব্যাংকুটিং হলে ২৪ জুন দুপুর ১২ টায় অনুস্ঠিত হয় এক স্মরণীয় মিলনমেলা। বন্ধু" শব্দটা ছোট হলেও এর পরিধি এতটা বিস্তৃত যে, এর পরিমাপ করার সাধ্য কারোর নেই। তারপর ও ছোট পরিসরে বলতে গেলে বন্ধু মানেই আত্মার টান, ভালবাসার বন্ধন, হৃদয়ের সংস্পর্শ, একে অন্যের ছায়া, বড় রকমের ভরসা করার মানুষ, প্রাইমারির গন্ডি পেরিয়ে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক,

স্নাতকোত্তর শেষ করতে ও অনেক নাম না জানা মানুষের সাথে বন্ধুত্ব হয় আমাদের। কেউবা জীবনের তাগিদে, কেউবা উচ্চতর ডিগ্রির জন্য দেশ ছেড়ে ভিনদেশে পাড়ি জমান। এভাবে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে ও মনের সেই টান রয়েই যায়। সবার ব্যস্ততার মধ্যেও যেন সবাই একই প্লাটফর্মে থাকার ইচ্ছা পোষণ করে, একে অন্যের পাশে দাড়াতে চায়, সেই প্রত্যাশা নিয়ে এক ঐতিহাসিক মিলন মেলা ঘটে সেখানে। যুক্তরাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব বন্ধু-বান্ধব পরিকল্পনা মোতাবেক সেখানে সমবেত হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গিত গাওয়ার মাধ্যমে অনুষ্টান শুরু হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য, কেক কাটা, কবিতা আবৃত্তি ফটোসেশন, দুপুরের খাবার, গান গাওয়া, পুরস্কার বিতরণ, র‍্যাফেল ড্র এছাড়া ও নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্প শেয়ার। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা। কাউকে স্বপ্ন দেখানো বা নিজে স্বপ্ন দেখা আর অজস্র স্মৃতিচারন, সব মিলিয়ে ২৩শে জুন ছিল একটি আনন্দের দিন।

সবার উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং আগামী বছর আরো বিশাল আকারের গণজমায়েত এর আশা পোষণ করে আব্দুল জলিলের সমাপনি বক্তব্য মাধ্যমে

লন্ডনে ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ অগ্রযাত্রায় আমাদের করনীয় শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

লন্ডনঃ প্রতিযোগীতা মূলক বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ছাড়া কোন দেশ বা জাতির ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব নয়। এমন্তব্য বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ ও আইসিটি মন্ত্রনালয়ের এটুআই এর কৌশলগত যোগাযোগ ডিরেক্টর আশফাক জামানের ।গতকাল ২১জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে -''বঙ্গবন্ধু লেখক ও সাংবাদিক ফোরাম'' ইউকে আয়োজিত ''বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা'' ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ অগ্রযত্রায় আমাদের করনীয় শীর্ষ '' সেমিনারে কীনোট স্পীকারের বক্তব্যে একথা বলেন।

তিনি বলেন জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে তারই সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রুপান্তরে কাজ করছেন। বাংলাদেশ এখন তথ্য প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গেছে। এর সুফল যাতে সকলে ভোগ করতে পারে এজন্য আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে।

সেমিনারের হোষ্ট বঙ্গবন্ধু লেখক সাংবাদিক ফোরামের সেক্রেটারী সাংবাদিক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলালের সঞ্চালনায় ও লন্ডনবাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি জনমত সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্রিজইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের পরিচালক প্রতিক দাতানি, ওয়েষ্টলন্ডন চেম্বার অফ কমার্সের নির্বাহী পরিচালক অ্যালান রাইডস (গ্রাড), ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রিয়জিত দেবসরকার।

এছাড়াও প্রশ্নউত্তর পর্বে অংশ নেন লন্ডনবাংলা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্টাতা সেক্রেটারী প্রবীণ সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, ইউকে বাংলা রিপোর্টারাস ইউনিটির সদ্যসাবেক সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী, প্রবীণ সাংবাদিক হামিদ মোহাম্মদ, স্বদেশ-বিদেশ সম্পাদক বাতিরুল হক সরদার, সাংবাদিক আজিজুল আম্বিয়া, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মিডিয়া অফিসার মাহবুবুর রহমান, সাংবাদিক রহমত আলী।

সেমিনারে আরো যারা অংশ নেন ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রেসিডেন্ট আনসার আহমেদ উল্লাহ, সাংবাদিক মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, সাংবাদিক মোস্তাক বাবুল, সাংবাদিক হেফাজুল করিম রাকিব, সাংবাদিক বদরুদ্দোজা বাবুল, সাংবাদিক আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, সাংবাদিক আসাদুজ্জামান মুকুল, টিভি প্রেজেন্টার হাফসা ইসলাম, কবি এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক মনি, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু, শামীম আহমদ, আরিয়ান খান প্রমুখ। বঙ্গবন্ধু লেখক সাংবাদিক ফোরামের পক্ষ থেকে আশফাক জামান, প্রতিক দাতানি, অ্যালান রাইডস (গ্রাড), প্রিয়জিত দেবসরকার ও প্রবীন সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরীর হাতে স্মাননা ক্রেষ্ট তুলে দেন সেমিনারের সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা ও হোষ্ট শাহ বেলাল।

দারুল ক্বিরাত কার্ডিফ জালালিয়া মসজিদ শাখার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

স্পেশাল ক্বিরাত ও তাজবীদ কোর্স দারুল ক্বিরাত -২০২৪ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এক প্রস্তুতিমূলক সভা ২৫ জুন বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ শহরের প্রাণকেন্দ্রিস্থ জালালিয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

দারুল ক্বিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট ইউকে, কার্ডিফ জালালিয়া মসজিদ শাখার ব্যবস্থাপনা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আকিল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিট গঠন, একাউন্ট খোলা, দারুল ক্বিরাতের সময় সূচি, লাইফ মেম্বার বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৮ জুলাই রবিবার থেকে চার সপ্তাহব্যাপী সামার হলিডে পিরিয়ডে দারুল ক্বিরাতের ক্লাস শুরু হবে।

জালালিয়া মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান লিলু মিয়া কে প্রেসিডেন্ট, ইমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির কে নাজিম, ক্বারী নুরুল ইসলাম কে ট্রেজারার মনোনীত করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ওয়েলস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল হান্নান শহীদুল্লাহ ও শেখ আনোয়ার, সেক্রেটারি আনসার মিয়া, জয়েন্ট সেক্রেটারী কমিউনিটি লিডার সাংবাদিক মকিস মনসুর, ট্রেজারার ক্বারী শাহ তসলিম, সদস্য ক্বারী কামরুল ইসলাম বাবু, জালালিয়া মসজিদ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ইউসুফ খান জিম্মি, জয়েন্ট সেক্রেটারী মুজিবুর রহমান, ট্রেজারার সুমন আলী, সদস্য মুসলিম আলী, দারুল ক্বিরাতের লাইফ মেম্বার মুরব্বি আব্দু লহামিদ, সাজ্জাদ মিয়া, জু ন্নদ চৌধুরী, আহাদ আলী, সৈয়দ শামসুল হক, রফিক মিয়া, মাওলানা ক্বারী মিনহাজ উদ্দিন, ক্বারী মোঃ মোজাম্মেল আলী, হাফিজ ক্বারী মাওলানা জালাল উদ্দিন সহ প্রমুখ।

সভাশেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন ক্বারী শাহ তসলিম আলী।

Can the people who can read this tell
the people who can't to book an eye test

(Thanks)

Specsavers

specsavers.co.uk

দারুল উম্মাহ রেডব্রীজ সেন্টারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

বিশেষ প্রতিনিধি : গত ৩০শে জুন 'দারুল উম্মাহ রেডব্রিজ সেন্টার'র ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করা হয়।

এই কেন্দ্রটি দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে ও আয়ারের একটি প্রজেক্ট হিসেবে ২০২১ সালের জুলাই মাসে ক্রয় করা

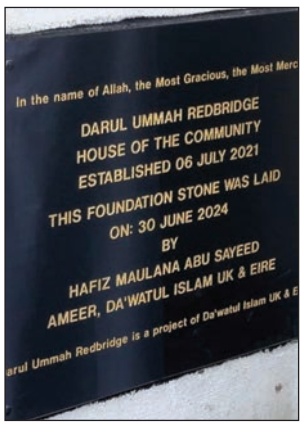

হয়েছিল, যা ছিল সদস্যদের দীর্ঘকালীন স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

হাফিজ মাশকুর আহমেদ এর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জোহর নামাজের পরপরই ভিত্তি প্রস্থর স্থাপনের কার্যক্রম অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দারুল উম্মাহ রেডব্রিজ সেন্টারের প্রেসিডেন্ট হাফিজ কামাল উদ্দিন আহমেদ তাঁর উদ্বোধনী কথায় মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সেন্টারটি ক্রয়ে যারা সহায়তা করেন তাঁদের সকলকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানান এবং সেই সাথে সেন্টারের স্বেচ্ছাসেবীদের অপরিহার্য পরিশ্বরম ও সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ারের কেন্দ্রীয় আমীর হাফিজ মাওলানা আবু সায়ীদ আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তি প্রস্তরের ফলক স্থাপন করেন। তিনি ব্রিটেনজুড়ে বসবাসরত স্থানীয় এবং অন্যান্য দাতাদের প্রতি হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দারুল উম্মাহ রেডব্রিজ যেন দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে, একটি আদর্শ মসজিদ এবং সামাজিক সেবার একটি মশাল হিসেবে কাজ করতে পারে, এজন্য তিনি দোয়া করেন।

প্রায় দেড় শতাধিক পুরুষ ও মহিলাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি বেশ প্রানবন্ত হয়ে উঠে।

অনুষ্ঠান শেষে রেডব্রিজ সেন্টারের কর্তৃপক্ষ উপস্থিত সকলকে হালকা খাবারেরর মাধ্যমে আপ্যায়িত করেন।

সেন্টারের এই ঐতিহাসিক উদযাপন উপলক্ষে দারুল উম্মাহ রেডব্রীজ তাদের বর্ষীয়ান সদস্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি ও সমর্থনের জন্য তাদের নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সেন্টারটি যেন দ্বীনের খেদমতে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে যেতে পারে, এটাই সকলের প্রত্যাশা।

পরিশেষে কেন্দ্রীয় আমীর হাফেজ মাওলানা আবু সায়ীদ সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

গ্রেটার ঢাকাদক্ষিন কো-অপারেটিভ সোসাইটি ইউকে এর ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যের ব্যাতিক্রমী সংগঠন "গ্রেটার ঢাকাদক্ষিন কো-অপারেটিভ সোসাইটি ইউকে এর ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্টান গত ২৩শে জুন রোজ রবিবার পূর্ব লন্ডনের ড্রিম ব্যানকুয়েটিং হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংঘটনের সভাপতি দেওয়ান নজরুল ইসলাম এবং পরিচালনায় ছিলেন সাধারন সম্পাদক মোঃ তাজুল ইসলাম, সহ সাধারন সম্পাদক সিহাব উদ্দিন ও মাহমুদুর রহমান শানুর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্তিত ছিলেন টাওয়ার হামলেট কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার সুলুক আহমদ।প্রথমেই পবিত্র কোরআন মাজিদ থেকে তেলাওয়াত করেন সহ সভাপতি এতোয়ার হোসেন মুজিব।

অনষ্টানে সংঘটনের নেতৃবৃন্ধ দক্ষ ও অভিজ্ঞদের সাথে নিয়ে ব্যাবসায়িকভাবে উন্নতি সাধন ও সকলের সাথে ঐক্যবদ্ধ বন্ধন তৈরি করবে বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। পরে ঢাকাদক্ষিনের কৃতি সন্তান শাহরিয়ার আহমদ সুমন বিবিসিএ এর সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় সংঘটনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি সেলিম উদ্দিন চাকলাদার, গোলাপগন্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের সভাপতি এমদাদ হোসেন টিপু, সাধারন সম্পাদক মাসুক আহমদ, সোস্যাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্টের সভাপতি দেলওয়ার হোসেন, গোলাপগন্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সভাপতি ইসবাহ উদ্দিন সহ আরো অনেকে। পরে নৈশভোজের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্টান পরিবেশন করা হয়।

অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্তিত ছিলেন সহ সভাপতি সেলিম উদ্দিন চাকলাদার, নজরুল ইসলাম ফরিদ, এতোয়ার হোসেন মুজিব, কোষাধক্ষ কাওসার আহমদ জগলু, সহ কোষাধক্ষ হোসেন আলী তাজ, সাংঘটনিক সম্পাদক কয়েস আহমদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ ময়নুল ইসলাম, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি রহিম উদ্দিন মুক্তা, ক্রীড়া সম্পাদক হেলাল আহমদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক আব্দুল কাদির, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য কামাল উদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম আকবর, সুবহান উদ্দিন, রসুম জসিম উদ্দিন, মোকাদ্দেম চৌধুরী সহ আরো অনেকে।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত

৩০ শে জুলাই ঢাকার জাতীয় ওলামা সম্মেলন সফলের আহবান

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার নির্বাহী সভা গত ২৩ জুন রবিবার পূর্ব লন্ডনের আল খায়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শায়খ মাওলানা ছালেহ আহমদ হামিদী, সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মিছবাহুজ্জামান হেলালী। অন্যান্যদের উপস্থিত ছিলেন লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সহ সভাপতি ইমাম মুফতী মাশহুদুর রহমান, সহ সভাপতি আলহাজ্ব মুস্তাফিজুর রহমান, সহ সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ বুলু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মাছুম আহমদ, বায়তুল মাল সম্পাদক হাফিজ শরিফ আহমদ, প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আহবাবুর রহমান, সহ প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুছা আহমদ চৌধুরী, সহ সমাজকল্যাণ আলহাজ্ব মুহাম্মদ বদরুল ইসলাম, প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুহাইমিন সুন্নাহ। সভায় নেতৃবৃন্দ আগামী ৩০ শে জুলাই ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের জাতীয় ওলামা সম্মেলন সফল করতে সারা দেশের সর্বস্তরের নেতাকর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান।

নির্বাহী সভায় দায়িত্বশীল ও কর্মীদের নিয়ে একটি শিক্ষা সফর করা সহ বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশের গনতন্ত্র ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে লন্ডনে ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের উদ্যোগে বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও গনতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের দাবিতে এক সেমিনার গত ১জুলাই পূর্ব লন্ডনের মাইক্র বিজনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের সভাপতি জাকের আহমদ চৌধুরীর পরিচালনায় এবং ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ আল মুনিম এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিষ্টার আবু বকর মোল্লা। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও বেথনালগ্রিন ও স্টেপনি আসনের এম পি পদপ্রার্থী আজমল মাসরুর, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী অলিউল্লাহ নোমান, ফুলবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এমদাদ হোসেন টিপু, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের উপদেষ্টা মু.আব্দুল আলী, অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরাম ইউকের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সাইফুর রহমান পারভেজ, পিচ ফর বাংলাদেশের সহ সভাপতি মো মাহিন খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যারিষ্টার আবু বকর মোল্লা বলেন, প্রথমতঃ একটি দেশের মানচিত্র, স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব; দ্বিতীয়তঃ ভোটাধিকার ও গনতান্ত্রিক স্বাধীনতা। বাংলাদেশে এই উপাদান গুলো আজ হুমকির সম্মুখিন। উক্ত উপাদান গুলোকে রক্ষা করার পরের স্টেপে আসে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার উল্লেখিত সকল বিষয় গুলোকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। আধিপত্যবাদী প্রতিবেশী ও তাদের মনোনীত বর্তমান আওয়ামী লীগের কারনে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব টিকে থাকবে কিনা সে বিষয়ে তিনি আশঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অলিউল্লাহ নোমান বলেন, বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষমতাশীন দল আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বকে গোপনে দিল্লির হাতে সমর্পন করেই ক্ষমতায় টিকে আছেন। তাদের সহযোগিতা ও সমর্থনেই বর্তমান বাংলাদেশ সরকার লাগামহীন দূর্নীতি, খুন, গুম ও গনতন্ত্রকে হত্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন।

সভাপতির বক্তব্যে আব্দুল্লাহ আল মুনিম বলেন, বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের বুকের উপর দিয়ে আজকে প্রতিবেশী দেশের গাড়ির চাকা, ট্রেনের চাকা চলছে এবং চলবে। আজকে যদি কোরআনের বুলবুলি আল্লামা দেলোয়ার হোসাঈন সাঈদী বেঁচে থাকতেন তাহলে আমরা তার কাছ থেকে প্রতিবাদ শুনতাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমতের পক্ষে ফেইজবুকে স্টাটাস দেয়ার কারনে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফারহাদকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমতের পক্ষে কথা বলার কারনে বর্তমান সরকার জামায়াত নেতা নিজামী-মুজাহিদ, বিএনপি নেতা সালাহ উদ্দীন কাদের চৌধুরী সহ অসংখ্য দেশ প্রেমিক নেতাকে প্রহসন মূলক বিচারের মাধ্যমে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে।

সভায় অন্যান্য বক্তার বলেন, বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর ৫৭ জন দেশ প্রেমিক সেনা অফিসারকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানা গনহত্যার মাধ্যমে, স্কাইপ কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে, মধ্যরাতের নির্বাচন করার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মানবাধিকার, আইনের শাসন ও গনতন্ত্রকে হত্যা করা হয়ে ছিল।

এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরামের সহ সভাপতি মো দেলোয়ার হোসাইন, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের সেক্রেটারি শাহান বিন নিজাম, ইস্ট এন্ড ফর বাংলাদেশ এর সেক্রেটারি আমিনুল ইসলাম মুকুল, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর সহ সেক্রেটারি করিম মিয়া, অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরামের সেক্রেটারি জামিল হোসেন, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর ট্রেজারার মাহিদ রহমান, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক কাজল, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর সহট্রেজারার মো মিফতা উদদীন ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেক্রেটারি আহমদ আলী, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর অফিস সম্পাদক তারেক আহমদ, ওইকুয়াল রাইটস ইন্টারন্যাশনাল এর সেক্রেটারি নওশিন মুছতারি মিয়া সাহিব, নিরাপদ বাংলাদেশ চাই ইউকের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পাদক মাহফুজ আহমদ চৌধুরী, ইউনিভার্সেল এর কালচারাল সেক্রেটারি রায়হান চৌধুরী, অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরামের সহ সেক্রেটারি দেলোয়ার হোসেন, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর সহ মিডিয়া সেক্রেটারি জসিম উদ্দিন, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর ইভেন্ট সহ সম্পাদক আব্দুল্লাহ মো তাহের,জাস্টিস ফর ভিক্টিমস এর সহ সেক্রেটারি ফাহিম আহমদ, ইউনিভার্সেল এর সহ কালচারাল সেক্রেটারি মো সামসুদুহা মনজু , অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরাম ইউকের ক্রীড়া সম্পাদক শামিম উদ্দিন, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ফারিয়া আক্তার সুমি, মারিয়া বেগম, সুবর্ণা আক্তার, তাহমিনা খানম, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর মহিলা সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌস তনু, মানবাধিকার কর্মী মো তাজুল ইসলাম, মোঃ নজরুল ইসলাম, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর সদস্য তাহের হোসেন, পাভেল আহমদ, আইয়ান উদ্দিন, হুমায়ুন কবির, এবাদুর রহমান, ফয়সল আহমদ, মোঃ মহসিন, মোঃ আবু তাহের, রাহাদুল ইসলাম, জুয়েল আহমদ মাহিম, মাহফুজ আহমদ চৌধুরী , রেজাউল করিম রাব্বি, মো ওবায়দুল হক তুহিন, আব্দুর রহমান, আহমদ আলী, আলমগীর আজাদ সুমন, জাহির আহমদে, ফাহাদ আহমদ নিশাত, শাকিল আহমদ, আবু তাহের, আব্দুল্লাহ, নাঈম, সাইয়ান আহমদ চৌধুরী, নাহিয়ান আহমদ চৌধুরী , রফি চৌধুরী, মো সামসুদুহা মনজু, মো মাহিন খান, মোঃ শাহজান আহমদ, মোঃ রাকিব, মোঃ সাখাওয়াত হাসান, মো আমিনুল ইসলাম সফর, শাকিল আহমদ, রুমেল মিয়া, মো আল আমিন, মো তাহমিদুল ইসলাম, মকসুদ ইবনে ওয়াহিদ কয়েছ, রেজাউল ইসলাম, মো আবুল হাসনাত খান, হুমায়ুন আহমদ, মাহবুব হোসেন, রাসেল আহমদ, মো ফজলুর রহমান,কাওছার আহমদ চৌধুরী, শিবির আহমদ, খালেদ আহমেদ, মিলন কাজী, মো আব্দুল হামিদ, তারেক আহমদ, নাজির আহমেদ, মো ওবাযদুল হক সিদ্দিকী, মো হেলাল আহমদ, সুমন বানিক, ছোটন, আব্দুল আহাদ, রেজাউল করিম রাব্বি, মো আব্দুল মুমিন, সৈয়দ আল মারুফ, জহির আহমদ, আলমগীর আজাদ সুমন, কামরুল হাসান, আবুল কাশেম আজাদ, নাজমুল আহমদ, মুনসী আসাদুল ইসলাম, মো শহিদুল ইসলাম, মো আব্দুছ ছামাদ, মোহাম্মদ ফারুক, পাভেল আহমদ, তাহের হোসেন, রানু মিয়া, শাহ মাহমুদুল হাবিব, ফরহাদ আহমদ, আব্দুর রহমান, মোহাম্মদ রেদওয়ান কবির চৌধুরী, মো নজরুল ইসলাম, বদরুল ইসলাম, মো শাহিন আলম, ফেরদৌস হাসান, শফিকুল আলম, মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, জামিল আহমেদ, নাঈম, রুমেল মিয়া, মো আব্দুল কাদের জিলানী, দেলোয়ার হোসাইন, মুমিন খান, আব্দুল করিম, মোশাহিদ আলী, মো ইমাম হোসেন, সানজিদা ইসলাম তমা, আব্দুল গফুর, ফাহিম আহমদ, মো তফুর আহমদ, সাবের আহমদ, অহিদুল ইসলাম, আব্দুল মান্নান, আব্দুল্লাহ মুঃ তাহের, সৈয়দ মুহিবুর আলী, মো ফায়েজ আহমদ, শাহ মো ওহিদুর রহমান, শাহ মোহাম্মদ সহিদুর রহমান, মো মুরাদ মিয়া, জুয়েল আহমদ মাহিম, ওবায়দুর রহমান, নাজমুল আহমদ প্রমূখ।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার ঈদ পুনর্মিলনী সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার ঈদ পুনর্মিলনী সভা গতকাল ২৩ জুন রবিবার পূর্ব লন্ডনের আল খায়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য, বৃটেনের শীর্ষ আলেম, দারুল উলুম ফোর্ডস্কোয়ার মাদ্রাসা লন্ডনের শায়খুল হাদীস মুফতী আব্দুর রহমান মনোহরপুরী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শায়খ মাওলানা ছালেহ আহমদ হামিদী, সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মিছবাহুজ্জামান হেলালী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আলহাজ্ব মাষ্টার মুহাম্মদ আমীর উদ্দিন আহমেদ, বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার আশিকুর রহমান। অন্যান্যদের বক্তব্য রাখেন লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সহ সভাপতি ইমাম মুফতী মাশহুদুর রহমান, সহ সভাপতি আলহাজ্ব মুস্তাফিজুর রহমান, সহ সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ বুলু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মাছুম আহমদ, বায়তুল মাল সম্পাদক হাফিজ শরিফ আহমদ, প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আহবাবুর রহমান, সহ প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুছা আহমদ চৌধুরী, সহ সমাজকল্যাণ আলহাজ্ব মুহাম্মদ বদরুল ইসলাম, প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুহাইমিন সুন্নাহ।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, ঈদুল আযহার প্রকৃত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সবাই কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর প্রিয় বন্দা হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।জীবনের সকল কাজ একনিষ্ঠ মনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে।দ্বীন ও ইসলামের প্রয়োজনে নিজেদের জান মাল দিয়ে সর্বোচ্চ ত্যাগের নাজরানা পেশ করার জন্য সব সময়ই প্রস্তুত থাকতে হবে।

সভায় নেতৃবৃন্দ সিলেট সুনামগন্জ, মৌলভীবাজার সহ বৃহত্তর সিলেটের বন্যার্ত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

আওয়ামী লীগের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী প্লাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে ইউকে ওয়েলস আওয়ামী লীগের সভা অনুষ্ঠিত

ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী প্লাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে ইউকে ওয়েলস আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কাডিফ শহরের মেগনা বালটিতে গত ৩০ শে জুন রোববার রাত ১২ ঘটিকায় এক আলোচনা সভা কেক কাটা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য, ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম.এ.মালিক এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায়

ওয়েলস আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম নজরুল, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব লিয়াকত আলী, দফতর সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এম এ রউফ, সাবেক যুবলীগ নেতা আব্দুল ওয়াহিদ বাবুল, ওয়েলস বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ ইকবাল আহমেদ, ওয়েলস যুবলীগের সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ, সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন ও ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

মহাণ রাব্বুল আলামিনের দরবারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সু- স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া চেয়ে ও ওয়েলস আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রবাসের মুক্তিযোদ্ধের অন্যতম সংগঠক জননেতা মোহাম্মদ ফিরুজ আহমদ এর আশু রোগ মুক্তি কামনায় এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সহ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজবধি অবদানকারী যারা মৃত্যুবরন করেছেন সবার আত্মার মাগফেরাত কামনা সহ ওয়েলস শ্রমিক লীগের সভাপতি মরহুম নুরুল আলম চুনুর অকাল মৃত্যুতে আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়ার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

সভায় দোয়া পরিচালনা করেন কারি শাহ মোহাম্মদ তসলিম।

পরে দফতর সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার এর পক্ষ থেকে সবাইকে ডিনারের মাধ্যমে মজাদার খাবার পরিবেশন করা হয়েছে ।

সভাপতির বক্তব্যে ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর আওয়ামী লীগের ইতিহাস সংগ্রাম, সৃষ্টি, অর্জন ও উন্নয়নের ইতিহাস বলে উল্লেখ করে বলেন, ছাত্রলীগ থেকে যুবলীগ করে আজ ঐতিহ্যবাহী আওয়ামী লীগের কর্মী হিসাবে কাজ করতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার অনুসারী হয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে আমরা সবাই আমৃত্যু দেশ ও মানুষের কল্যানে কাজ করে যেতে পারি প্লাটিনাম জয়ন্তীতে সবাইকে দীপ্ত শপথ নেওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক এম.এ.মালিক জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ তথা ডিজিটাল বাংলার আলোর মিছিলকে এগিয়ে নিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান।

আগামী ৭ ই জুলাই বৃটেনের বার্মিংহামে মৌলভীবাজারী মিলনমেলা সফল করার লক্ষ্যে কার্ডিফে রোড শো অনুষ্ঠিত

বদরুল মনসুরঃ "ঐতিহ্যবাহী মৌলভীবাজার জেলা জনকল্যাণ কাউন্সিল মিডল্যান্ডস ইউকে এর গৌরবোজ্জ্বল ৭২ বছর পূর্তি উপলক্ষে বার্মিংহামে ২য় মৌলভীবাজারী মিলনমেলা ২০২৪ সফল করার লক্ষ্যে গত ২৪ শে জুন সোমবার কার্ডিফের পার্শ্ববর্তী পন্টিক্লিন পাল্ম ট্রি রেষ্টুরেন্টে ওয়েলসবাসীর সাথে এক মতবিনিময় রোড শো অনুষ্ঠান ও ডিনারপার্টির আয়োজন করা হয়েছে।

মৌলভীবাজার জেলা জনকল্যাণ কাউন্সিল মিডল্যান্ডস এর সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ মোস্তাকিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সংগঠন এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সজয়নাল ইসলাম এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সাগত বক্তব্য রাখেন বি অন টিভির হেড অব পোগ্রাম বিশিষ্ট সাংবাদিক রিয়াদ আহাদ।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল সাউথ ওয়েলস রিজিওনাল চেয়ারপার্সন কাউন্সিলার সালেহ আহমদ, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর, ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ মালিক, ওয়েলস বিএনপির সাবেক সভাপতি মোস্তফা সালেহ লিটন, বামিংহাম জাতীয় পাটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদির আবুল, ওয়েলস আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম মতুজা, কার্ডিফ বাংলাদেশ এসোসিয়েশন এর সেক্রেটারি হারুন তালুকদার, রিভারসাইড জালালিয়া মসজিদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব লিলু মিয়া, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ওয়েলস রিজিওনাল কনভেনার মুজিবুর রহমান, নিউপোর্ট আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি শাহ শাফি কাদির, ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মফিকুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ফোরাম এর সভাপতি আব্দুর রুউফ তালুকদার, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে নিউপোর্ট এর কনভেনার ফয়সল রহমান, জয়েন্ট কনভেনার নুরুল ইসলাম, সংগঠন এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক টিভি ওয়ান এর সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম বেলাল, সহ সভাপতি মাসুদ আহমেদ, ট্রেজারার তাজ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফখরুল ইসলাম রিপন, ওয়েলস সুনামগঞ্জ এসোসিয়েশন এর সাবেক সেক্রেটারি নুরুল হক আনসারী, সাব্বির আহমেদ, সুমন চৌধুরী, জুসেফ চৌধুরী,ও মহারাজ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভায় আগামী ৭ ই জুলাই বার্মিংহামে মৌলভীবাজারী মিলনমেলায় কার্ডিফ থেকে কোচ বহরে যাওয়ার সীদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বক্তারা মৌলভীবাজারী মিলনমেলা ২০২৪ সফল করার লক্ষ্যে বৃটেনের প্রতিটি শহরে মৌলভীবাজার জেলাবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ কে'র সাউথ ওয়েস্ট রিজিওনের উদ্দোগে ঈদপূর্ণ মিলনী

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ কে'র সাউথ ওয়েস্ট রিজিওনের উদ্দোগে ২৩ শে জুন রোববার বৃস্টল শহরের বালটি হাউসে ঈদপূর্ণ মিলনী ডিনার ডিনারপার্টির আয়োজন করা হয়েছে।

সংগঠনের রিজিওনাল কনভেনার কাইয়ুম খাঁন ফয়সল এর সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব, তাহির আলী আলম, ও যুগ্ম সচিব, ওয়েলস রিজিওনাল কনভেনার মুজিবুর রহমান মুজিব, সদস্য সচিব রকিবুর রহমান, জয়েন্ট কনভেনার জহির আলী, জয়েন্ট ট্রেজারার শেখ সুমন তরফদার, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আব্দুল ওয়াব জাহাঙ্গীর, নিউপোর্টের জয়েন্ট কনভেনার নুরুল ইসলাম, ও স্পোর্টসমাউথ এর জয়েন্ট কনভেনার ফজলু মিয়া বক্তব্য

সেবুল আহমেদ এর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত পোগ্রামে প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ কে'র কেন্দ্রীয় কনভেনার কমিউনিটি লিডার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, বিশেষ অতিথি হিসেবে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কো- কনভেনার বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী মসুদ আহমদ, সংগঠনের রিজিওনাল প্রধান উপদেষ্টা আতিকুর রহমান, উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান, কাউন্সিলার বদরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সদস্য শাহ শাফি কাদির, কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুর রুউফ তালুকদার, সাউথ রাখেন।

সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফাহিম আহমেদ।

এছাড়াও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোঃ কয়েস উদ্দিন, ইলিয়াছ মিয়া, কাইয়ুম খান, নজরুল ইসলাম,শাহাব উদ্দিন আলম, বদরুল হোসেন, সুবন আহমেদ,লুৎফুর রহমান, আবদুর রহিম,তাজুল ইসলাম, আব্দুল হাকিম, মান্নান মিয়া,কামাল উদ্দিন, ওয়াদুদ মিয়া, আজিজুর রহমান, ও আহমেদ আলম রাফি সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গোটা ব্রিটেনজুড়ে লাইফ মেম্বার বাড়ানোর জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে সভার প্রধান অতিথি গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ কে'র কেন্দ্রীয় কনভেনার কমিউনিটি লিডার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, প্রবাসীরা সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নীত করা সহ বিমানের ভাড়া কমানোর জোর দাবি জানিয়েছেন।

সভায় অন্যান্য বক্তারা এনআইডি কার্ড সংশোধনীতে সময়ক্ষেপণ না করা, সিলেট যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো সহ বন্যা সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জোর দাবী জানানো হয়। সভায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের পক্ষ থেকে সিলেট বিভাগের বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রান সামগ্রী বিতরণের সীদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে সংবর্ধিত হলেন দক্ষিণ সুরমা উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি রাজ্জাক হোসেন

কামরুল আই রাসেল, লন্ডনঃ যুক্তরাজ্যে সফররত সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট শালিশ বিচারক, ক্রীড়া সংগঠক , মোহাম্মদ রাজ্জাক হোসেন সাথে এক মত বিনিময় সভা করেছে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত দক্ষিন সুরমা বাসি। রবিবার রাতে পুর্ব লন্ডনের লেইটনস্টন জান্না গ্রীলে অনুষ্ঠিত হয় এ সংবর্ধনা ও মত বিনিময়। আব্দুর রহিমের কোরআন তেলাওয়াত ও শেবুল ইসলামের স্বাগত বক্তব্য দিয়ে শুরু হওয়া মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ব্যবসায়ী হোসাইন আহমদ, আব্দুল আলীম ফয়সলের পরিচালনায় অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেলিম আহমদ, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মকসুদুর রহমান, আখলাকুর রহমান লকু, লুৎফুর রহমান সায়াদ, খছরুজ্জামান খছরু, আশরাফুল ইসলাম, দিপংকর তালুকদার, এম এ আলী, নিজাম হোসেন, ইলিয়াস মিয়া, লিটন আহমদ, শাহ রায়হান আহমদ, মনসুর আহমদ, মনোহর আলী। এসময় অনুষ্টানের হোষ্ট শেবুল ইসলামের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় সংবর্ধিত অথিতিকে। মুফতি শাহিদুর রহমান মাহমুদাবাদীর পরিচালনা দোয়া পরবর্তিতে রাতে ডিনারের মধ্য দিয়ে শেষ হয় অনুষ্টানটি।

বুকে লিখে বিবিসি অফিসের সামনে ঠান্ডার মধ্যে খালি গায়ে দাড়িয়ে সবার নজর কাড়লেন লতিফ

খালেদ মাসুদ রনিঃ বিবিসি অফিসের সামনে মানবাধিকার সংগঠণ জাস্টিস ফর ভিক্টিমস ইউকের মানববন্ধনে শরীলে লিখে ভাইরাল হলেন বিএনপির নেতা ও মানবঅধিকার কর্মী মোহাম্মদ লতিফ আহমেদ।বাংলাদেশের মানবাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে বিশাল মানবন্ধনে লতিফ খালি গায়ে বুকে লিখে ঠান্ডার মধ্যে দাড়িয়ে সবার নজর কাড়েন তিনি।ঠান্ডার মধ্যে এভাবে দাড়িয়ে থাকতে দেখে অনেকে অবাক হন।

এভাবে ঠান্ডার মধ্যে বুকে লিখে দাড়ানো প্রসঙ্গে প্রতিবেদকে লতিফ বলেন, বাংলাদেশে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য শহীদ নুর হোসেন জীবন দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের সেই গণতন্ত্র আজ হুমকির মুখে, গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। কথা বলার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার দাবী আদায়ে আজকে আমি শহীদ নুর হোসেনের পদ ধরেছি। এর আগে আমি কখনও খালি গায়ে না দাড়ালেও টি-সার্টে লিখে দাড়িয়েছি বলেও তিনি জানান।

মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসবে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম, এ মালিক।তিনি বলেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র মুক্তির পক্ষে নুর হোসেন জীবন দিয়ে ছিলেন, একি বিষয়ে মোহাম্মদ লতিফ আহমেদ ঠান্ডার মধ্যে খালিয়ে গায়ে দাড়িয়েছে তার যে কোন সময় জ্বর-নিমোনিয়া হতে পারে। তারপরও বাংলাদেশের মানবঅধিকার প্রতিষ্টার জন্য, আইনের শাসন প্রতিষ্টার জন্য জীবনের ঝুকিনিয়ে দাড়িয়েছে। আমরা এজন্য থাকে ধন্যবাদ দেই, তার এই ত্যাগ এবং বিএনপির নেতাদের আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের মানুষের বাক-স্বাধীনতা ফিরে আসবে ও বেগম খালেদা জিয়া মুক্তি পাবেন।

এক্সেল টিউটর কর্মাশিয়াল রোড ব্রাঞ্চের এ্যাওয়ার্ড শিরোমণি অনুষ্টিত

খালেদ মাসুদ রনিঃ এক্সেল টিউটর লন্ডন কর্মাশিয়াল রোড ব্রাঞ্চের ২০২৪ সালের এ্যাওয়ার্ড শিরোমণি অনুষ্টান অনুষ্টিত হয়েছে।গত রবিবার দুপুর ২টায় লন্ডন এন্টারপ্রাইজ হলরোমে হলে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে ওমানি, হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার ব্যারিস্টার সাইফ উদ্দিন খালেদ, অনুষ্টানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চ্যানেল এস এর হেড অফ নিউজ কামাল মেহেদী, এক্সেল টিউটরের প্রিন্সিপাল জোনাথন ব্রাঞ্চের প্রধান এক্সেল টিউটর কর্মাশিয়াল রোডে দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সাথে শিক্ষদান করে যাচ্ছে, সমউপযোগী এবং এডুকেশনের ব্যাপারে তারা খুবই আন্তরিক।যার ফলে একে একে প্রতিস্টানের শাখার সংখ্যা বেড়েই চলছে।তাদের এ দ্বারাবাহিকতা

এ এ্যাওয়ার্ড শিরোমণি অনুষ্টিত হয়। এক্সেল টিউটরের চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও ইমান আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন টাওয়ার শিক্ষক সোমাইয়া আলী, শিক্ষক স্টিপেন, শিক্ষক সামি। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এক্সেল টিউটরের অভিবাক সামসুল তাদুকদার তারেক। এসময় বক্তারা বলেন, আগামীতে অব্যাহত থাকবে এটা প্রত্যাশা করেন বক্তারা। অনুষ্টান শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এ্যাওয়ার্ড ও সার্টিফিকেট তুলেদেন স্পিকারসহ অতিথি বৃন্দ।

লন্ডনে দক্ষিন সুরমা ক্রীরা সংস্থার সম্পাদক মুহাম্মদ রাজ্জাক হোসেনকে স্পোর্টস এসোসিয়েশন ইউকের সংবর্ধনা

লন্ডন সফরত সিলেটের দক্ষিন সুরমা ক্রীরা সংস্থার সাধারন সম্পাদক এবং দক্ষিণ সুরমা উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ রাজ্জাক হোসেনকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গত রবিবার বিকালে লন্ডন শহরের বার্কিং এম ওয়ান ভ্যানুতে এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। দক্ষিন সুরমা স্পোর্টস এসোসিয়েশন ইউকের আয়োজনে সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন। সংগঠনেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকিত নানুর পরিচালনায় অনুষ্টানে বক্তব্য রাখেন সংর্বধিত অতিথি দক্ষিন সুরমা ক্রীরা সংস্থার সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ রাজ্জাক হোসেন, সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ নিজাম উদ্দিন, সর্ব ইউরোপ বঙ্গবন্ধু পরিষদের মো: মুজিব হোসেন, মোহাম্মদ মুহিবুল হাসান রুম্মান, ফখর উদ্দিন মুক্তা প্রমূখ।

সভায় দক্ষিন সুরমা স্পোর্টস এসোসিয়েশন ইউকের নেতারা বলেন, লন্ডন এবং দক্ষিন সুরমার উপজেলার মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করতে সংগঠনের পক্ষ থেকে বেশ কিছু উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে।এর মধ্যে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের খেলোয়ারদের মাঝে উপকরণ বিতরণ এবং খেলা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।যার ফলে উপজেলায় খোলোয়ার তৈরির পাশাপাশি তরুন প্রজন্ম বিপতগামী হওয়া থেকে বিরত থাকবে। সভায় সংবর্ধিত অতিথি মোহাম্মদ রাজ্জাক হোসেন সংগঠনের মহতী উদ্যোগকে স্বাগতম জানিয়ে দক্ষিন সুরমা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে সকল ধরণের সহযোগীতা আশ্বাস দেন।

শুরুতে অতিথিকে সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে ভরণ করা হয়।

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি ব্রিটিশ বাংলাদেশীদের গর্বের প্রতীক

লন্ডন, ২৯ জুন ২০২৪ঃ বিশ্বব্যাপী আর্ত মানবতার সেবা ও ব্রিটেনের লোকাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের উদ্দেশ্যে ২০২০ সালে ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি যাত্রা শুরু করে। সবার সহযোগিতায় অল্পদিনের ব্যবধানে ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। আগামিতে একটি মাল্টিপারপাস সেন্টার তৈরির লক্ষ্যে এবং বিগত দিনের সকল কার্যক্রম অবগতির জন্য ২৪ জুন শুক্রবার বেলা আড়াই টায় ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন অনুস্টিত হয় পূর্ব লন্ডনের অভিজাত গ্র্যান্ড রসোই রেস্তোরাঁয়। ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সাংবাদিক নবাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সাংবাদিক ও ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির সিইও আ স ম মাসুমের পরিচালনায় এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ট্রাভেলিং ওয়ার্ল্ডওয়াইড এর পরিচালক সামি সানাউল্লাহ, ব্যাংক অফ এশিয়ার সিইও এবিএম কামরুল হুদা আজাদ, সাবেক কাউন্সিলর আতাউর রহমান, টাওয়ার হ্যামলেটস ব্যাডমিন্টন ক্লাবের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির ট্রাস্টি বাবলুল হক, তাকওয়া ব্যাডমিন্টন ক্লাবের চেয়ারম্যান মো: আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জুবায়ের, সাবেক প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নাহাস পাশা, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহবুব রহমান, সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ, ট্রজারার সাংবাদিক সালেহ আহমদ, সাবেক নির্বাহী সদস্য আহাদ চৌধুরী বাবু, মাহি এন্ড কো এর প্রিন্সিপাল একাউন্টেট আবু তাহের, প্রতিভাবান খেলোয়াড় মাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, ভলান্টিয়ার কোর্ডিনেটর রুমানা রাখি, তরুণ ও প্রতিভাবান ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষক সোহান খান, হাবিব রহমান, বাংলাদেশ সেনটারের সাধারন সম্পাদক মোঃ দেলওয়ার হোসেইন, ইএলএম-এর সাবেক পরিচালক দেলওয়ার খান প্রমুখ।

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সাংবাদিক নবাব উদ্দিন বলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশীদের গর্বের প্রতীক ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি ট্রাস্ট। প্রতি বছরের মতো এবছরও আপনাদের সাথে মিলিত হয়ে ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির গত ১ বছরের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কিছু পরিকল্পনা তুলে ধরতে পেরে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত। আমাদের বিগত দিনের কার্যক্রম, অগ্রগতিতে আপনাদের সহযোগিতা, পরামর্শ, অংশগ্রহণ আমাদের সংস্থাকে সমৃদ্ধ করেছে। এজন্য আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

গত ১ বছরে আমরা বাংলাদেশ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার পাশাপাশি ব্রিটেনের লোকাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে কাজ করেছি। বাংলাদেশে গরীব ও অসহায় মানুষদের মধ্যে খাদ্য সহায়তা ছাড়াও নারীদের স্বাবলম্বী করার জন্য সেলাই মেশিন এবং বৃদ্ধ ও চলতে অক্ষম এমন মানুষদের জন্য হুইলচেয়ার উপহার দেয়া হয়েছে। এই প্রজেক্ট নেতৃত্ব দিয়েছেন আমাদের এ্যাম্বসেডার পলি রহমান। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে। একই সাথে নির্মিতব্য শমসেরনগর হাসপাতালে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। সিলেট ও বরিশালে অন্ধ, বোবা, বধির এমন শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা করা হয়েছে। পবিত্র রমজান ও ঈদ উপলক্ষে খেটে খাওয়া মানুষদের কাছে খাদ্য সহায়তা ও উপহার পৌঁছানো হয়েছে।

বরাবরের মতো আফ্রিকার খরাপীড়িত দেশ সোমালীল্যান্ডে আমাদের নিরাপদ পানি বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে।

এছাড়া ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি তুর্কী ও সিরিয়া সীমান্তে ভয়াবহ ভূমিকম্পে হিউম্যান আপিলের সাথে পার্টনারশিপে প্রজেক্ট ডেলিভারি করেছে। চলমান ফিলিস্তিন সংকটে ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা আল খায়ের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের পাশাপাশি গত ১ বছরে ব্রিটেনের লোকাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে কাজ করেছি। বিশেষ করে এনএইচএস নর্থ ইংল্যান্ডের ফান্ডে কস্ট অব লিভিংয়ে আক্রান্ত মানুষদের জন্য নিয়মিত সার্জারী চালু করে প্রায় ১শ পরিবারকে নানা পরামর্শ দেয়া হয়েছে, নিউহ্যাম ও টাওয়ার হ্যামলেটসের ৩০ পরিবারের মধ্যে সবজি বাগান করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে । এছাড়া ন্যাশনাল লটারীর কমিউনিটি ফান্ডে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সহায়তায় কার্বণ নিঃসরণ প্রজেক্টে অন্তত ৩০০ মানুষের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে কার্বণ কমানোর উপায় নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই প্রজেক্টে অংশ নেয়ার জন্য লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব ও আপাসেনের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। কর্মশালাটি নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ ড. জাকি রেজওয়ানা আনোয়ারের প্রতি। এই কর্মশালায় আরো সহযোগিতা করেছেন সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী। এছাড়া বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলের সহায়তায় পরিবেশ বিষয়ক কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন ৫০ জন মানুষ।

আলবার্ট হান্টের সহায়তায় বাগানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যরক্ষা ও ক্রেন ভ্যালীর সহায়তায় কার্বণ নিঃসরণ প্রজেক্ট পশ্চিম লন্ডনে করা হয়েছে।

গত বছরের চ্যারিটিবল ব্যাডমিন্টন টূর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিলেন মোট ২২০ জন খেলোয়াড়। তাদের সহায়তায় আমরা মোট ৫ হাজার পাউন্ড রেইজ করতে পেরেছি। এই প্রজেক্ট সফল করার জন্য আমাদের ট্রাস্টি বাবলুল হক, আতাউর রহমান, হাবিব রহমান, ফকরুল, মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, মাহিদ চৌধুরীর ভূমিকায় আমরা কৃতজ্ঞ।

এবছরও ২১ জুলাই, রবিবার চ্যারিটি ব্যাডমিন্টন আয়োজন করা হয়েছে রেডব্রীজ স্পোর্টস সেন্টারে। দিনব্যাপী আয়োজিত এ টুর্নামেন্টে ২ শতাধিক খেলোয়াড় অংশ নেবেন। এই টুর্ণামেন্টে অর্জিত ফান্ড আমরা ব্যয় করবো অন্ধ, বোবা, কালা ও ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য।

এই মূহূর্তে গ্রেটার লন্ডন অথরিটির ফান্ডে ২ বছর মেয়াদী ৯ থেকে ১৯ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের জন্য প্রতি সপ্তাহে ব্যাডমিন্টন, ফুটবল প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষন নেতৃত্ব দিচ্ছেন তরুণ ও প্রতিভাবান প্রশিক্ষক সোহান খান। ফুটবল প্রশিক্ষন তত্বাবধানে রয়েছেন আহাদ চৌধুরী বাবু। এছাড়াও একই বয়সী শিশু-কিশোরদের জন্য সাইট সিয়িং প্রজেক্টও করা হবে।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা রয়েছে। চলতি বছর ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি সেক্টরে অবদান রাখার জন্য কিংস এওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন পায়। যা আমাদের উৎসাহিত করেছে। এছাড়া আমাদের ভলান্টিয়ার কোর্ডিনেটর রুমানা রাখি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সেরা নারী স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে এওয়ার্ড লাভ করেছেন।

আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য কাজ করার অংগীকার নিয়ে। আমাদের স্বপ্ন বাংলাদেশে ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ডে একটি সেন্টার তৈরি করা যেখানে ভিন্নভাবে সক্ষম শিশু, কিশোররা জীবনের নতুন স্বাদ পাবে। এমন একটি মাল্টিপারপাস সেন্টার তৈরির লক্ষ্যে আমাদের সকল প্রজেক্ট অব্যাহত আছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, গত ৪ বছরে এই স্বপ্নের প্রজেক্টের জন্য আমরা সংগ্রহ করেছি ৫০ লক্ষ টাকা। একই সাথে জেনে আনন্দিত হবেন যে, ব্রিটিশ বাংলাদেশী এক দানশীল পরিবার সিলেট শহরের সন্নিকটে, মেইন রাস্তার পাশে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন ২৫ শতাংশ জায়গা ডোনেশন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই জায়গার আর্থিক মূল্য প্রায় ১ কোটি টাকার উপরে। আমরা এই প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। এই প্রজেক্টে যদি কেউ দাতা হিসাবে যুক্ত হতে চান তাহলে আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি ব্রিটিশ বাংলাদেশীদের গর্বের প্রতীক হয়ে টিকে থাকবে আপনাদের সহায়তায়, এই প্রত্যাশা।

আপনারা ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।

লন্ডনে বাংলা কবিতা উৎসব ৭ জুলাই
আয়োজক সংহতি সাহিত্য পরিষদ

সংহতি সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে লন্ডনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলা কবিতা উৎসব ২০২৪। আগামী ৭ জুলাই পূর্ব লন্ডনের ব্রার্ডি আর্ট সেন্টারে বিকাল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত উৎসবে থাকছে নানা মৌলিক ও সৃজনশীল অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে অতিথি হিসাবে বাংলাদেশ থেকে আসছেন কবি, গবেষক ও জাতীয় সংসদ সদস্য ড. মোহাম্মদ সাদিক, কবি, বহুমাত্রিক লেখক ও সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি ও বিশিষ্ট বাউল শিল্পী শফি মন্ডল।

এ উপলক্ষ্যে সংহতি সাহিত্য পরিষদ সোমবার ২মে লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন সংগঠনের সভাপতি আবু তাহের, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দা তুহিন চৌধুরী ও নির্বাহি সদস্য জাহেদি ক্যারল। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মোহাম্মদ ইকবাল, আনোয়ারুল ইসলাম অভি, সৈয়দা নাজমিন হক ও সামসুল হক এহিয়া। তারা বলেছেন- সংহতির বাংলা কবিতা উৎসব ২০২৪ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের মাঝে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য চর্চার একটি ইতিবাচক বার্তা পৌছবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন লণ্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ জুবায়ের, সাধারণ সম্পাদক তাইছির মাহমুদ, জেষ্ঠ সাংবাদিক রহমত আলী ও নজরুল ইসলাম বাসন সহ যুক্তরাজ্যে বাংলাভাষী গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ। সংবাদ সম্মেলননে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়- বিলেতের প্রাচীন সাহিত্য, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সংহতি

সাহিত্য পরিষদ অন্যতম।সংহতির যাত্রা শুরু ১৯৮৮ সালে। যা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলেতের প্রথম মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে।

সাহিত্য সম্মেলন, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবিতা উৎসব, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবসগুলো পালন সহ নানা কর্মতৎপরতার পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বে তুলে ধরছে।

দীর্ঘ ৩৫ বছর যুক্তরাজ্যে ধারাবাহিকভাবে লেখক, সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের জন্য এক মিলন মেলার কেন্দ্রস্থল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সংহতি সাহিত্য পরিষদের রয়েছে প্রসংশনীয় অবদান।

বিলেতে বাঙালী কমিউনিটিতে সংহতি প্রথম বাংলা কবিতা উৎসব এর আয়োজন করে ২০০৮ সালে। "বাংলা কবিতা উৎসব " শিরোনাম হলেও সংহতির এই আয়োজনে বাংলা ভাষাসহ অন্যান্য ভাষা, সংস্কৃতির কবি, সাহিত্যিক, লেখক, সংগঠকদের আন্তর্জাতিক সম্মিলন ঘটে।

বাংলাদেশ থেকে বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি সাহিত্যকরা উৎসবে অতিথি হিসাবে যোগ দেন। এরই ধারাবাহিকতায় সংহতি সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে আগামী ৭ জুলাই রবিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলা কবিতা উৎসব ২০২৪।

এবারের উৎসবে অতিথি হিসাবে বাংলাদেশ থেকে আসছেন কবি, গবেষক ও জাতীয় সংসদ সদস্য ড. মোহাম্মদ সাদিক, কবি, বহুমাত্রিক লেখক ও সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি ও বিশিষ্ট বাউল শিল্পী শফি মন্ডল।

সংহতি বাংলা কবিতা উৎসবে আমাদের অন্যতম লক্ষ্য থাকে বিলেতবাসী ও প্রবাসী কবি সাহিত্যিকদের মৌলিক ও সৃজনশীল সম্মিলনের। তাঁদের সৃজনকর্মগুলো বিশেষ করে বৃটেনের বহুভাষা ও সংস্কৃতির কমিউনিটিতে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি আলোকিত স্ফোরণ ঘটে।

এলক্ষ্যে অনুষ্ঠান জুড়ে থাকছে কবি কণ্ঠে কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, বৃটিশ-বাংলাদেশী নৃত্য শিল্পীদের অংশ গ্রহণে কবিতা নিয়ে নৃত্যালেখ্য। থাকছে কবিতা ও গীতি কবিতা বিষয়ক একটি সম্মিলিত বিশেষ পরিবেশনা। এবং অনুষ্ঠানে বৃটিশ-বাংলাদেশী শিশুদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হবে আবৃত্তির একটি বিশেষ পরিবেশনা।

অনুষ্ঠানে অন্যতম আকর্ষণ বিশিষ্ট মরমী শিল্পী শফি মন্ডল এর ঘন্টা ব্যাপী একক পরিবেশনা। যেখানে মূলত গুণী এই শিল্পীর কণ্ঠে বাউল ও লালন সঙ্গীত দর্শকদের মুগ্ধতা ছড়াবে।

বাংলা কবিতা উৎসব ২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে পূর্ব লন্ডনের হ্যানবারি স্ট্রিটের ব্রার্ডি আর্ট সেন্টারে। অনুষ্ঠান চলবে বিকাল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত।এর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনী পর্ব শুরু হবে বেলা ২টায় আলতাব আলী পার্ক এর শহীদ মিনারের সম্মুখে। বেলুন, ফেস্টুন উড়িয়ে সেখান থেকে অতিথিবৃন্দ, কবি, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ সহ সাহিত্যপ্রেমীদের র‍্যালির মাধ্যমে বাঙালির প্রাণকেন্দ্র ব্রিকলেইন-বাংলা টাউন প্রদক্ষিণ করে ব্রার্ডি আট সেন্টারে যাওয়া হবে।

উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনটি পদক প্রদান করা হবে- সংহতি সাহিত্য পদক, আজীবন সম্মাননা পদক ও সংহতি গুণীজন সম্মাননা পদক।

আমরা গর্ব করে বলতে চাই- বিলেতের বাংলা গণমাধ্যমগুলো শুরু থেকে আজ অব্দি সংবাদ, প্রতিবেদন, আলোচনা, সমালোচনা ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে আমাদের যাত্রাপথকে সমৃদ্ধ করেছে। সংহতি সাহিত্য পরিষদ সবার কাছে কাছে ঋণী। আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলা কবিতা উৎসব ২০২৪ কে সফল করতে যেসব প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করছেন তাদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আপনাদের সবাইকে সংহতি সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলা কবিতা উৎসবের আন্তরিক আমণ্ত্রণ।

উড়ন্ত বিমান থেকে ঝাঁপ: বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন বাংলাদেশের আশিক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে উড়ন্ত বিমান থেকে ঝাঁপ দিয়ে এবার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখালেন আশিক চৌধুরী। গিনেসের 'গ্রেটেস্ট ডিসট্যান্স ফিফল উইথ আ ব্যানার/ফ্ল্যাগ' শাখায় তিনি বিশ্ব রেকর্ড করলেন। এই রেকর্ড এতোদিন ভারতের স্কাইডাইভার জিতিন বিজয়ানার ছিল। গত সোমবার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস গড়ার খবর পাওয়া গেছে। যা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে।

এ বিষয়ে আশিক চৌধুরী বলেন, 'আমি আশা করেছিলাম দুইটা রেকর্ড ভাঙার। সেখানে একটির স্বীকৃতি পেলাম। এটা হচ্ছে, পতাকা নিয়ে কত ফুট থেকে কত ফুট পর্যন্ত আমি ফ্রি ফল করেছি, সেটা।

প্রায় ৩৮ হাজার ফুট ফ্রি ফল করেছি। আমার আগে যিনি এই রেকর্ড করেছিলেন, সেটা প্রায় দেড় হাজার ফিট কম ছিল। তিনি বলেন, ওয়ার্ল্ড এয়ার স্পোর্টস ফেডারেশনের তথ্য পাওয়ার পর মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে, রেকর্ড হবে। এখন অফিসিয়ালি ঘোষণা করার পর, সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে। এখন অবশ্যই ভালো লাগছে, যে শেষ পর্যন্ত রেকর্ডে আসতে পেরেছি।

জানা গেছে, পতাকা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে ভারতের স্কাইডাইভার জিতিন বিজয়ানার রেকর্ড ছিল ৩৬ হাজার ৯২৯ ফুট ১৩ ইঞ্চি। আশিক চৌধুরী সেটা ৩৭ হাজার ২৯৬ ফুট ৫৮ ইঞ্চি দূরত্ব পর্যন্ত পতাকা হাতে রেখে। 'লংগেস্ট আউটডোর ফ্ল্যাট ফ্রি ফল' নামে গিনেসের আরেকটি রেকর্ডের জন্য আশিক চৌধুরী আবেদন করেছেন। সেটাও বর্তমানে ভারতের জিতিনের দখলে।

আশিক চৌধুরী গত ২৫ মে, যুক্তরাষ্ট্রের মেমফিসে বিমান থেকে লাফ দিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার প্রচেষ্টা চালান। তাঁর এই রেকর্ড গড়ার উদ্যোগের নাম 'দ্য লার্জেস্ট ফ্ল্যাগ ফ্লোন ইন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার'।

আশিক রেকর্ড গড়তে প্রায় ৭ বর্গফুট আকারের পতাকা নিয়ে ঝাঁপ দেন। তার বিশ্ব রেকর্ড গড়ার প্রচেষ্টায় আর্থিক সহযোগিতা করে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি)।

দুদকের বিচারাধীন ৩৩৪৮ মামলা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা মামলা বছরের পর বছর ঝুলছে। নানা কারণে সময়মতো নিষ্পত্তি হচ্ছে না এসব মামলা। এ কারণে দুর্নীতিতে জড়িতদের সাজা হচ্ছে না খুব একটা। সময়মতো সাক্ষী, প্রমাণ ও সক্ষমতার অভাবে অনেক মামলার কাজ শেষ করতে পারে না সংস্থাটি। সংশ্লিষ্টদের মতে, পুরনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে নতুন আসা অভিযোগ অনুসন্ধানেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তবে দুদক মনে করছে, আগের চেয়ে বর্তমানে কাজের গতি বেড়েছে। সে সঙ্গে মামলা দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার ব্যাপারেও সংস্থাটি বেশ তৎপর। সংস্থাটির একাধিক কর্মকর্তা জানান, গত দুই মাসে সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদসহ কয়েকজন এনবিআর কর্মকর্তার অনুসন্ধান দ্রুততার সঙ্গে চলছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হলে তদন্ত শেষে চার্জশিটও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেয়া হবে। অবশ্য দুদক কমিশনার মো. জহুরুল হক বলেছেন, কারও বিষয়ে তাড়াহুড়ো করবে না কমিশন।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, দুদকের দায়ের করা চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নিম্ন আদালতে ৩ হাজার ৩৪৮টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এর মধ্যে ২ হাজার ৯১৯টির বিচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এবং হাইকোর্টের আদেশে ৪২৯টি মামলা বিচার কাজ স্থগিত আছে। এ ছাড়া উচ্চ আদালতে ৭৩২টি রিট, ৯২৭টি ফৌজদারি বিবিধ মামলা, ১ হাজার ২২৩টি ক্রিমিনাল আপিল ও ৬৮১টি ফৌজদারি রিভিশন মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

২০২১ সালে বর্তমান কমিশন দায়িত্ব নেয়ার পর দুর্নীতি দমনে নানামুখী উদ্যোগ নেয়া হয়। আইন ও বিধি মোতাবেক দুর্নীতিবাজদের ধরার বিষয়ে জোর দেয়ার কথা থাকলেও তার দৃশ্যমান প্রতিফলন ঘটেনি। এমনকি অনুসন্ধান ও তদন্তে ধীর গতির ফলে অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে

দুর্নীতি বিরোধী সংস্থাটি। বিশেষ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করতে একঝাঁক নতুন কর্মী নিয়োগও দেয়া হয়। সে সঙ্গে নতুন করে ১৪টি নতুন সমন্বিত কার্যালয় চালু করে সংস্থাটি।

সূত্র জানায়, ২০২২ সালে ৪০৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়। তাদের মধ্যে ১১৪ জন সহকারী পরিচালক এবং ১৩৭ জন উপ-সহকারী পরিচালক। এ ছাড়া ১০৯ জন কনস্টেবল, আটজন আদালত পরিদর্শক ও ১৪ জন গাড়িচালক নিয়োগ দেয়া হয়। ওই বছর আরও ১৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদোন্নতি হয়।

২০২৩ সাল শেষে দেখা গেল দুদকের দুর্নীতিবিরোধী কর্মকাণ্ড কমেছে। ২০২৩ সালের শুরুতে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির পরও সফলতা না পাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে দুদক থেকে তখন বলা হয়েছিল, এত তাড়াতাড়ি সক্ষমতার হিসাব নেয়া যায় না। দুদকের গত ছয় বছরের দুর্নীতি দমন কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গত বছর ৮৪৫টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করেছে দুদক। একই বছর ৪০৪টি মামলা এবং ৩৬৩টি অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করা হয়। যদিও চলতি বছরের মার্চ মাসের হিসাব অনুযায়ী মামলা ও অভিযোগপত্রের সংখ্যা হালনাগাদ হয়েছে। জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত মামলা দায়ের হয়েছে ৯০টি আর অভিযোগপত্র দাখিল হয়েছে ৭৭টি। মামলায় আসামির সংখ্যা ২১২ আর অভিযোগাপত্রে আসামির সংখ্যা ১১৮ জন।

এর আগের বছর ২০২২ সালে ৯০১টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করেছিল দুদক। ওই বছর ৪০৬টি মামলা ও ২২৪টি অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করা হয়। তার আগের বছর ২০২১ সালে ৮৯১টি অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত হয়। ওই বছর ৩৪৭টি মামলা এবং ২৬০টি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। ২০২০ সালে ৯৪৮টি অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত হয়। মামলা করা হয় ৩৪৮টি এবং ২২৮টি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।

২০১৯ সালে ১ হাজার ৭১০টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য আমলে নিয়েছিল দুদক। একই বছর ৩৬৩টি মামলা এবং ২৬৭টি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এর আগের বছর ২০১৮ সালে ১ হাজার ২৬৫টি অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত হয়। ওই বছর ২১৬টি মামলা এবং ২৩৬টি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।

দুদকের দায়ের করা মামলাগুলোর রায়ে সাফল্যের ক্ষেত্রেও জনবল বৃদ্ধির প্রতিফলন দেখা যায়নি। দেখা গেছে, ২০২৩ সালের রায় হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে দুদকের মামলায় ৬৭ শতাংশ এবং আগের দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মামলায় ১৬ শতাংশ সাজা হয়েছে। এর আগের বছর ২০২২ সালে দুদকের মামলায় ৬৪ শতাংশ এবং ব্যুরোর মামলায় ৩৬ শতাংশ, ২০২১ সালে দুদকের মামলায় ৬০ শতাংশ এবং ব্যুরোর মামলায় ৩০ শতাংশ সাজা হয়। ২০২০ সালে কমিশনের মামলায় ৭২ শতাংশ এবং ব্যুরোর মামলায় ৪৮ শতাংশ, ২০১৯ সালে দুদকের মামলায় ৬৩ শতাংশ এবং ব্যুরোর মামলয় ৪০ শতাংশ, ২০১৮ সালে দুদকের মামলায় ৬৩ শতাংশ এবং ব্যুরোর মামলায় ৫০ শতাংশ সাজা হয়।

রাজধানীর সেগুনবাগিচাসহ আটটি বিভাগীয় ও ৩৬টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ জমা দেয়া যায়। ২০২৩ সালে দুদকে দুর্নীতি সংক্রান্ত মোট ১৫ হাজার ৪৩৭টি অভিযোগ জমা পড়েছে। যদিও আগের বছর ২০২২ সালে আরও বেশি অভিযোগ জমা পড়েছিল। ওই বছর ১৯ হাজার ৩৩৮টি অভিযোগ জমা পড়ে। এ ছাড়া করোনাভাইরাসের মহামারির সময় ২০২১ সালে ১৪ হাজার ৭৬৯টি অভিযোগ, ২০২০ সালে ১৮ হাজার ৪৮৯টি অভিযোগ, ২০১৯ সালে ২১ হাজার ৩৭১টি অভিযোগ এবং ২০১৮ সালে ১৬ হাজার ৬০৬টি জমা পড়ে। জমা পড়া অভিযোগগুলো যাচাই-বাছাই শেষে অনুসন্ধানাধীন অভিযোগ ছাড়াও প্রতিবছর বেশকিছু অভিযোগ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে পাঠায় দুদক। যদিও এসব সুপারিশের বেশির ভাগই বাস্তবায়ন হয় না বলে জানিয়েছেন দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। একাধিক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, সরকারি দপ্তরগুলো আমাদের দেয়া সুপারিশগুলো আমলে নেয় না।

নিজস্ব প্রসিকিউটর নেই দুদকের: গত নভেম্বরে ১৯ বছর শেষে বিশে পা রেখেছে দুদক। কিন্তু এখনো আদালতে মামলা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নেই নিজস্ব প্রসিকিউটর। তবে লিগ্যাল অ্যান্ড প্রসিকিউশন উইং রয়েছে। অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া প্রসিকিউটর দিয়েই বিচার কাজ পরিচালনা করা হয়। দুদক আইনে প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রসিকিউটরের সমন্বয়ে কমিশনের নিজস্ব একটি স্থায়ী প্রসিকিউশন ইউনিট থাকার কথা বলা হলেও এখনো বিধিই তৈরি করতে পারেনি দুদক।

আইনের ৩৩ ধারায় বলা আছে, কমিশনের তদন্ত কাজের জন্য বিশেষ জজ আদালতে বিচারযোগ্য মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রসিকিউটরের সমন্বয়ে কমিশনের নিজস্ব একটি স্থায়ী প্রসিকিউশন ইউনিট থাকবে। ওই প্রসিকিউশনের নিয়োগ ও চাকরি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। এই ধারায় নিয়োগ পাওয়া প্রসিকিউটররা পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে গণ্য হবেন। অথচ কমিশন গঠনের ১৯ বছর পার হলেও দুদকের নিজস্ব আইনজীবী প্যানেল গঠন করা হয়নি। সরকারি দলের আইনজীবীদের দিয়ে মামলা পরিচালনা করা হচ্ছে। সরকার দুদককে সব ধরনের ক্ষমতা দিয়েছে, কিন্তু কমিশন এ-সংক্রান্ত একটি বিধিই প্রস্তুত করতে পারেনি।

এদিকে দুদকের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে সংস্থাটির কমিশনার (তদন্ত) মো. জহুরুল হক বলেন, সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে কিছু কাজ বেড়েছে। আমরা কিছু কাজ আগাচ্ছি। আগে অনেকদিন তদন্ত হতো। এখন আইনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করার চেষ্টা করছি। তবে আমাদের অনুসন্ধান খুব বেশি। এখন প্রায় আড়াই হাজার অনুসন্ধান চলমান। এত ম্যানপাওয়ার নেই যে, আমরা ৪৫ দিনের মধ্যে শেষ করতে পারবো। আমরা চেষ্টা করছি।

কুমিল্লা নগরীর আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কুমিল্লা নগরীর ময়লা-আবর্জনার ভাগাড় (ডাম্পিং স্টেশন) থেকে আবর্জনা পরিশোধনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কুমিল্লা সিটি করপোরেশন (কুসিক)। এতে শহরতলি ও জগন্নাথপুর এলাকার অর্ধ লাখ মানুষ তিন দশকের বিষাক্ত দুর্গন্ধের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সেই লক্ষ্যে কুমিল্লার শহরতলির জগন্নাথপুর ইউনিয়নের ঝাঁকুনিপাড়া এলাকায় ল্যান্ডফিল পরিদর্শন করেছেন কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার এমপি ও কুসিক মেয়র ডা. তাহসিন বাহার সূচনা। তাদের সঙ্গে ছিলেন কুসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আশরাফুন নাহার, নির্বাহী প্রকৌশলী আবু সায়েম ভূঁইয়া, মো. মাঈন উদ্দিন চিশতী, কাউন্সিলর ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং জগন্নাথপুর ইউপি চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ মামুন প্রমুখ।

এ প্রসঙ্গে কুমিল্লা সদর আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার বাসসকে বলেন, আমরা ময়লা থেকে শক্তি উৎপাদন করব। এটা পরিবেশবান্ধব হবে। ময়লার দুর্গন্ধে অনেকে এ এলাকায়

বসবাস করতে বিব্রতবোধ করে। আমরা এখানে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় দুটি পরিকল্পনা নিয়েছি। একটি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, অন্যটি ওয়েস্ট এনার্জি। ময়লাটা বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর হবে। এ বিদ্যুৎ রাষ্ট্রের কাজে ব্যবহার করা হবে। মানুষ দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পাবে। আমরা কাগজে-কলমে দেখতে পারতাম, কিন্তু তা না করে আমরা প্রাকটিক্যাল অবস্থাটা দেখে কিছু সিদ্ধান্ত দিয়েছি। সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তারা সেই অনুসারে কাজ করবে। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. তাহসিন বাহার সূচনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। একসময় যে জায়গাটা ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে, সেই ময়লা থেকে একসময় বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। আমরা কীভাবে কাজ করব, সে সুপরিকল্পনা করতেই এখানে এসেছি।

কুমিল্লা নগরী থেকে বিবিরবাজার স্থলবন্দর সড়ক। এ সড়কের সীমান্তবর্তী দৌলতপুর-ঝাঁকুনিপাড়ায় তিন দশক থেকে ময়লা ফেলছে সিটি করপোরেশন।

স্থানীয় জগন্নাথপুর ইউপি চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ বাসসকে বলেন, বর্জ্যরে দুর্গন্ধ ও আগুনে পোড়ানো ধোঁয়ায় ভাগাড়স্থলের আশপাশের তিন-চার কিলোমিটার এলাকার প্রায় ২২টি গ্রামের পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। এখানে আধুনিক পদ্ধতিতে বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করার যে উদ্যোগ এমপি ও মেয়র নিয়েছেন, এতে এলাকার মানুষ খুশি। এটা এলাকাবাসীরও দীর্ঘদিনের দাবি।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করুন

সংখ্যালঘু নির্যাতন বাংলাদেশে নতুন কোন ঘটনা নয়। বিশেষ করে নির্বাচন পরবর্তীতে এই ধরণের নির্যাতন বেড়ে যায়। । এসব ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী মহল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ব্যবহার করে থাকে, আবার কখনো অন্য কৌশলের আশ্রয় নেয়। উদ্দেশ্য মূলত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জমি ও ঘরবাড়ি দখল করা।

গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর অল্টারনেটিভসের (সিএ) বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও) গত বুধবার এক প্রতিবেদনে বলেছে, দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার ৭০ ভাগই ভূমিকেন্দ্রিক। আর এ সহিংসতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সংখ্যালঘুদের বিষয়সম্পদ বা ধর্মীয় উপাসনালয়ে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। ২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের ওপর বিভিন্ন সহিংসতার ধরন বিশ্লেষণ করে এ তথ্য দিয়েছে সংস্থা দুটি।

গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লিখিত সহিংসতার ৫৯ ভাগই ঘটে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি ও ধর্মীয় স্থান ধ্বংসের মাধ্যমে। আর ১১ শতাংশ সরাসরি ভূমিকেন্দ্রিক বিরোধকে ঘিরে। সহিংসতার মাধ্যমে ২৭ শতাংশ ক্ষেত্রে শারীরিক নিগ্রহ বা হত্যার ঘটনা ঘটে। মোট ২ শতাংশ লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, আর ১ শতাংশ নির্বাচনকেন্দ্রিক। প্রতিবেদনটি বলছে, এই সহিংসতা ঘটানোর ক্ষেত্রে এখন বড় ভূমিকা রাখছে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে (মূলত ফেসবুক) ছড়ানো অপতথ্য। নারীরা এর ভুক্তভোগী হচ্ছেন বেশি মাত্রায়।

বিএনপি আমলে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতাই প্রধান হয়ে উঠেছিল সংখ্যালঘুদের ওপরে। আওয়ামী লীগ আমলে সেটি কমলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অন্যান্য সহিংসতা বাড়ছে। ২০১৬ সালে রসরাজ দাস নামের এক যুবকের ফেসবুক পোস্টকে ঘিরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি ও মন্দিরে হামলা হয়। কিন্তু পিবিআই ও সিআইডির ফরেনসিক বিভাগ পরীক্ষা করে মুঠোফোন ও মেমোরি কার্ডে এ ধরনের ছবির অস্তিত্বই পায়নি। অর্থাৎ সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়েছে। রামুতে বৌদ্ধদের মন্দির পোড়ানোর আগেও একই অপতথ্য ছড়ানো হয়েছিল। ২০২২ সালে কুমিল্লায় দুর্গোৎসবের সময় দেশের বেশ কয়েকটি জেলায়ও অপতথ্য ছড়িয়ে হামলা চালানো হয়।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব সহিংসতার বিচার হয় না। সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যায় না। বছরের পর বছর চলে যায়, তদন্তকাজ শেষ হয় না। ফলে সার্বিকভাবে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। সম্প্রতি সাবেক পুলিশপ্রধান বেনজীর আহমেদের যে অবৈধ সম্পদের হিসাব পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বড় একটি অংশ গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরের সংখ্যালঘুদের পৈতৃক জমি, তিনি ভয়ভীতি দেখিয়ে কিনেছেন। নারায়ণগঞ্জে তাঁর যে ডুপ্লেক্স বাড়ি, সেটাও সংখ্যালঘুদের জমিতে।

সেন্টার ফর অল্টারনেটিভসের নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, এখন সহিংসতার উৎস হয়ে উঠছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো অপতথ্য। একে পুঁজি করছে স্থানীয় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত মনে করেন, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার পেছনে রাজনৈতিক প্রভাবশালী চক্রের ইন্ধন থাকে।

অতীতে এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পাশাপাশি নাগরিক সমাজকেও এগিয়ে আসতে দেখা যেত। কিন্তু এখন তাদের মধ্যেও একধরনের নিষ্ক্রিয়তা কাজ করছে। বিএনপির আমলে সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার জন্য তাদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে দায়ী করা হতো। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক দাবিদার আওয়ামী লীগ আমলে যখন সংখ্যালঘুদের জমি ও সম্পদ দখল হয়ে যাচ্ছে, তখন তারা কাকে দায়ী করবে? সরকারের কাছেই-বা এই প্রশ্নের কী উত্তর আছে? আমরা সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করছি। সংখ্যালঘুদের দখল হওয়া জমি উদ্ধারে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে।বাংলাদেশে সংখ্যা লঘু নির্যাতন বন্ধে আইন থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তা কার্যকর নয়। তাই সরকার রাজনৈতিক দল এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে এইসব ক্ষেত্রে সজাগ থাকতে হবে এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ড. হাসনান আহমেদ

দুর্নীতির দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গেছে চতুর্দিক

দেশে সমস্যার অভাব নেই। আমি কতগুলো মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে মাঝে-মধ্যে লিখি। মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারলেই উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যেত। কখনো একই সমস্যা নিয়ে বারবারও লিখি। এসব কথা কেউ কানে তোলে কিনা, এ নিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এ দেশে আমরা অনেকেই কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলে অভ্যস্ত। বলা যায়, রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। এরা সমাজে ভালো আছে। এতে অভ্যস্ত না হলেও বিপদ; পথচলা দায় হয়ে যায়। কানা ছেলেকে কানা বললেও অসুবিধা। কানা ছেলে হাত উঁচু করে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে। 'কানাকে কানা বলা যাবে না'; নসিহত করে অপ্রিয় সত্য কথাও বলতে নেই। এগুলোও তো সমস্যা। কানা ছেলের চোখের অসুখটাকে চিকিৎসা করিয়ে নিলেও তো পারে। তা-ও করাবে না। 'আমি আজীবন কানা থাকব, তাতে তোমার কী? কানা থাকা আমার অধিকার।' 'বুঝলাম, কানা থাকা তোমার অধিকার, কিন্তু পথ চলতে-কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে না দেখে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও কেন?' এ কথার কোনো উত্তর নেই। উত্তর একটাই, 'সব কথার উত্তর খুঁজতে হয় না'। চোখের জ্যোতি কম হলেও গলার স্বর উদগ্র। 'কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো'। এরকম উদ্ভট গৌরচন্দ্রিকা দিচ্ছি এ কারণে যে, আমি এ দেশের অতি মূল্যবান একটা বিষয় 'রাজনীতি' নিয়ে লিখছি। শুধু তা-ই নয়, একে 'পচা দুর্গন্ধযুক্ত' বলছি। রাজনীতি এ দেশের জীবন কিংবা মরণ; আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গেই জড়িত। এর দশা দেখলে করুণা হয়।

সবে ঈদুল আজহার ছুটি শেষ হলো। গরু ব্যবসায়ী এবং গ্রামবাংলার সাধারণ কৃষক বিভিন্ন এলাকা থেকে ট্রাক ভাড়া করে রাজধানীতে কুরবানির গরু বিক্রি করতে আসে। এ আসা যে কী ঝকমারি, ভুক্তভোগীরা আবারও ভুগে এবারের মতো মুক্তি পেল। এত পরিশ্রম করেও লাভ যা হওয়ার কথা, তা হলো না। লাভের মাল পিঁপড়েয় খেয়ে গেল। এ রেওয়াজ অনেক দিনের। বিভিন্ন এলাকায় ঘাটে ঘাটে রাজনৈতিক মস্তানরা তাদের নিদানের সাথী পোশাকধারী বন্ধুদের নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। গরু ট্রাকে বা নৌকায় পার হতে গেলেই ইচ্ছামতো 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল'। এ ছাড়াও সিন্ডিকেট ঘাটে গরুর ট্রাক অপেক্ষা করিয়ে রাখবে, নাকি ছেড়ে দেবে? রাজধানীর গরুর বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করতে গেলে এটা করা লাগে। নইলে রাজধানীর হাটে গরুর দাম বাড়বে কেমনে?

ঘাটে-মাঠে-হাটে সবকিছুর সঙ্গে রাজনীতির মদদপুষ্ট এলাকাভিত্তিক কুটিল মৌসুমি ব্যবসায়ীরা জড়িত। যারা সবাই যার যার ধান্দায় মহা-'জনকল্যাণে' ব্যস্ত। এরা 'রাজনীতির মহাবুদ্ধিজীবী'। উড়ো টাকা ধরে নেওয়ার ফন্দি এরা জানে। রাজনীতির আদর্শ থাক বা না থাক, দলে ভিড়ে স্বার্থ আদায় করে খাচ্ছে। রাজনীতির কথা-'আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে'। এদের নয়া উদ্ভাবনী বুদ্ধির কাছে, নিউটনের উদ্ভাবনী বুদ্ধিও ফেল। নদীর ঢেউ গুনেও এরা টাকা আদায় করবে, সম্পর্ক আছে পোশাকধারী সহ-অংশীদারি বন্ধুদের সঙ্গে। বন্ধুদের সঙ্গে এসব কাজে বড্ড মিল।

সবকিছুতেই দেশব্যাপী বাতাসে পচা দুর্গন্ধ। মহান রাজনীতির দোসরদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের দুর্গন্ধ। একচোখ দিয়ে তো দেখতে পারি না; যা পত্রিকায় পড়ি, শুনি ও দেখি, তা লিখি। গুরুভক্তি করতে পারি, কিন্তু গুরুর সব সাগরেদের কর্মকাণ্ডকে তো আর মেনে নেওয়া যায় না! এ লেখা কোনো নেতা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এ দেশের আইনের দুর্দশা ও দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ কার না অজানা!

প্রতিদিন যতবার পত্রিকা পড়ি, বিশ্রী উৎকট গন্ধটা বাড়ে। সেদিন ক্লাসে কোনো একটা বিষয়ে ব্যবহারিক উদাহরণ দিতে গিয়ে এমপি আনারের কিমা করা মাংস ময়লার ট্যাংক থেকে উঠানোর গল্পটা যেই না বলেছি, ক্লাসের সবাই নাক ধরে বসে থাকল। কোনো কোনো মেয়ে অক্-অক্ শব্দ করে বমি তোলার মতো করতে লাগল। বিশ্রী গন্ধটা তখনো যেন তাদের নাকে ভেসে আসছে। এমপি আনারের ভাগ্য বড্ড ভালো যে, তিনি যা-ই করুন, রাজনীতির একটা বড় পদ দখল করতে পেরেছিলেন। নইলে পত্রিকায় এত কভারেজ তিনি নিশ্চয়ই পেতেন না। এত গন্ধও ছড়াত না; পচা রাজনীতির গন্ধ। প্রথমে শুনেছিলাম তিনি একজন সোনা চোরাকারবারি, হুন্ডি ব্যবসায়ী, মাদক ব্যবসায়ী, রাতচরা বাহিনীর গডফাদার, মাদক ও নারীপ্রিয়; টাকা ভাগাভাগির কোন্দলে খুন হয়েছেন। এর সঙ্গে এখন খবরে ভেসে আসছে রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘরের ভেতরে আরও ঘর, ক্ষমতা ভাগাভাগির কথকতা, ঘরের শত্রু বিভীষণ। এতে রাজনীতির পচা দুর্গন্ধটা আরও বেড়ে যাচ্ছে। কোনো কিছু পচতে গেলে ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হতে হয়। রাজনীতি ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত না হলে পচবে কীভাবে? না পচলে দুর্গন্ধইবা বেরোবে কীভাবে? এ দেশের রাজনীতি ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হতে হতে এখন নিজেই একটা ব্যাকটেরিয়ায় পরিণত হয়েছে, যাকে স্পর্শ করে তাকেই পচিয়ে ছাড়ে, শেষে পচা দুর্গন্ধ বেরোবেই। কিংবা বলা যায়, যে দ্রব্য বা মালামালই ব্যাকটেরিয়ার রাজনীতির সংস্পর্শে আসে, তা পচে দুর্গন্ধ ছড়াতে বাধ্য হয়।

একই রাজনীতির সংস্পর্শে গিয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ প্রধান বে-নজির সাহেব, বে-নজির যে নজির এ দেশে রেখে গেলেন, অতীতের এ পদে কেউ এমন নজির দেখাতে পেরেছেন কিনা আমার জানা নেই। পত্রিকায় প্রকাশ, তিনি নাকি একটা জেলার অর্ধেক ভূস্বামী, হাজার হাজার কোটি টাকা ও সম্পদের মালিক তিনি নিজে অথবা তার নিকটজন। তিনি দেশ ছাড়ার আগেই নাকি তার ব্যাংক ব্যালান্সের সদগতি হয়ে গেছে। এখন ব্যাংক হিসাব বন্ধ করে দেওয়ার সময় এসেছে। বোঝা যায়, এমন সুযোগ্য-অনুগত অফিসারের সাহায্য-সহযোগিতা করার লোকের অভাব এ দেশে নেই। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়ার জন্যও তার যথেষ্ট যোগ্যতা রাজনীতিকরা খুঁজে পেয়েছিলেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় লেগেছে, এ দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অনুগত (নাকি বাধ্যগত) শিক্ষাব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত 'আমি তোমারি, ভুলনা আমায়' মার্কা দলীয় অনুচরদের কর্ম দেখে। একজন শিক্ষক হিসাবে এ কষ্ট ও অপমান আমারও। এজন্যই বলছি, তার নজির খুঁজে পাওয়া ভার। রাজনীতিকরা বলেন, 'দোষী কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না'। আবার বলেন, 'আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে'। কবি বলেছেন, 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, তোমার মাঝে আমার প্রকাশ তাই এত মধুর'। আমিও বেনজীরের মাঝে অসীমকে খুঁজে পাই। তার ভাষার মধ্যেও রাজনীতির ভাষা খুঁজে পাওয়া যেত। মূলত তার ক্ষমতা ছিল অসীম। এর মাঝেও তিনি নিজের সম্পদ গড়ার সুর বাজিয়েছেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা বেনজীর সাহেবের মাঝে রাজনীতির মুখস্থ 'মধুর' বাণী প্রকাশ পেত, পরিবর্তে এখন বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। এ দুর্গন্ধ ধামাচাপা দিতে কেউ হয়তো পুলিশ বাহিনীর দুর্গন্ধ খুঁজবে, এ দুর্গন্ধ আসলে পচা রাজনীতির দুর্গন্ধ। শুনছি তার মতো অস্বাভাবিক অবৈধ সম্পদ মজুতের পথ আরও অনুসরণ করেছে তার বাহিনীর অসংখ্য উর্ধ্বতন অফিসার। শুনছি তাদের বিষয়টিও দুদক তদন্ত করছে। ফল কী হবে অনুমান করতে পারি। এ দুর্গন্ধ তো একটা বিভাগে নয়; রাজনীতির ব্যাকটেরিয়া এ দেশের যে বিভাগ ও বাহিনীর সংস্পর্শেই এসেছে, সেটাকেই পচিয়ে দুর্গন্ধে পরিণত করেছে।

সিলেটে একদিনে সড়কে ঝরলো ৫ প্রাণ

সিলেট অফিস : সিলেটে সম্প্রতি ভয়াবহ আকারে বেড়েছে সড়ক দুর্ঘটনা। গত ৩ দিন ধরেই সিলেট বিভাগে একের পর এক সড়ক দুর্ঘটনায় ঝরছে প্রাণ। সোমবার (১ জুলাই) একদিনেই সিলেট বিভাগে সড়কে ঝরেছে ৫টি তাজা প্রাণ।

স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু :

সোমবার সন্ধ্যায় সিলেট-ভোলাগঞ্জ বঙ্গবন্ধু মহাসড়কে ওসমানী বিমানবন্দর সংলগ্ন ধোপাগুল এলাকায় ট্রাক ও প্রাইভেটকার সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন স্বামী-স্ত্রী। নিহতরা হলেন- মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি উপজেলার বড়ধামাই গ্রামের আবদুল মালেকের ছেলে আবদুস সবুর মিয়া (২৭) ও তার স্ত্রী রাহেনা আক্তার (২২)। দুর্ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। তাদেরকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হতাহতদের সবাই প্রাইভেটকার যাত্রী ছিলেন।

শিশুসহ দুজন নিহত :

সোমবার রাত আটটার দিকে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের রাস্তা ভুনবীর ইউনিয়নের পাত্রীকুল এলাকায় ভুনবীর-শমসেরগঞ্জ সড়কে পার হওয়ার সময় ট্রাকের চাপায় শিশুসহ দুজন নিহত হয়েছেন। নিহত দুজন হলেন- ভুনবীর ইউনিয়নের আলী শারকুল গ্রামের দুদু মিয়ার মেয়ে মুন্নী (৭) ও তার খালা পেয়ারা বেগম (৪৫)। পেয়ারার বাড়ি একই ইউনিয়নের পাত্রীকুল গ্রামে।

জানা যায়, সোমবার রাত আটটার দিকে মুন্নী তাঁর খালার বাড়ি থেকে খালার সঙ্গে নিজ বাড়িতে আসছিল। খালার বাড়ির পাশের রাস্তা পার হওয়ার সময় বালু বহনের কাজে ব্যবহৃত একটি খালি ট্রাক তাঁদের চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই পেয়ারা বেগম মারা যান। মুন্নীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেটে পাঠানো হয়। তবে নিয়ে যাওয়ার পথে সেও মারা যায়।

দক্ষিণ সুরমায় ১জন নিহত :

সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে ১জন নিহত হয়েছেন। সোমবার রাত ১১টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের দক্ষিণ সুরমার সাতমাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম-ঠিকানা জানা যায় নি। জানা যায়, গ্রিন লাইন সার্ভিসের একটি বাস সিলেট থেকে ঢাকা যাচ্ছিল। রাত সাড়ে ১১টার দিকে দক্ষিণ সুরমার সাতমাইল এলাকায় আসামাত্র সিলেটগামী অটোরিকশার সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং এর এক যাত্রী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। সংশ্লিষ্ট থানাগুলোর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

কানাইঘাটে বন্যায় শত কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি

সিলেট অফিস : সম্প্রতি দু'দফায় বয়ে যাওয়া বন্যায় সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, গ্রামীণ রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট সহ বাড়ি-ঘর বিধ্বস্ত সহ নদীভাঙনে অন্তত ১০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ২০২২ সালে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় কানাইঘাট উপজেলার রাস্তা-ঘাটের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। সেই বন্যায় কানাইঘাট গাজী বোরহান উদ্দিন সড়ক, কানাইঘাট-চতুল-দরবস্ত সড়ক, কানাইঘাট-শাহবাগ সড়ক, কানাইঘাট-সুরইঘাট সড়ক, গাছবাড়ী-হরিপুর সড়কের বিভিন্ন অংশ ভেঙে গিয়ে পিচ উঠে কোটি কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ২০২২ সালের বন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর সংস্কার কাজ ৫০ কোটি টাকার হলেও গ্রামীণ অঞ্চলের পাকা ও ইটসলিং রাস্তাগুলোর তেমন সংস্কার করা হয়নি। আগের বন্যার ক্ষয়ক্ষতির রেশ কাটতে না কাটতেই সম্প্রতি দু'দফা বন্যায় ভারতের উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল, বৈরী আবহাওয়া বিরাজ করায় উপজেলার সুরমা নদীর ডাইকের অন্তত ১৮টি স্থানে বড় বড় ভাঙনের কারণে তীব্র পানির স্রোতে বন্যায় গোটা উপজেলা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। বিশেষ করে সিলেট শহরের সঙ্গে সংযোগ সড়ক কানাইঘাট বোরহান সড়কের অন্তত ৩৫ কিলোমিটার সড়ক ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অনেক স্থানে সুরমা ডাইক ভাঙনে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ২০২২ সালের বন্যায় সড়কটি সংস্কার না হওয়ার কারণে এবারের দু'দফা বন্যায় পানির তীব্র স্রোতে সড়কের বিভিন্ন অংশ ভেঙে গিয়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হলে বর্তমানে ঝুঁকি নিয়ে এ সড়কে যানবাহন চলাচল করছে।

এছাড়া জনগুরুত্বপূর্ণ কানাইঘাট-চতুল-দরবস্ত, কানাইঘাট-শাহবাগ, সীমান্ত এলাকার সুরইঘাট সড়কেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ভারতের সীমান্তবর্তী জনপদ কানাইঘাট উপজেলায় বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই বন্যা দেখা দেয়। দীর্ঘদিন থেকে কানাইঘাট সুরমা ও লোভা নদীর ডান ও বাম তীরে টেকসই বাঁধ না হওয়ার কারণে পাহাড়ি ঢলে সুরমা নদীর ডাইক ভেঙে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। এতে করে মানুষের জান-মাল, ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন সহ অবকাঠামোগত কোটি কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। গত মে মাসের শেষের দিকে ও জুনের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের উজান থেকে নেমে আসা আকস্মিক পাহাড়ি ঢল ও টানা ভারী বর্ষণে সুরমা নদীর ডাইকের ১৮টি স্থানে ভয়াবহ ভাঙন সহ ডাইকের ওপর দিয়ে সুরমা ও লোভা নদীর পানি লোকালয়ে তীব্র স্রোতে প্রবেশ করে উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার সমস্ত জনপদ বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। পর পর দু'দফা বন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সহ গ্রামীণ অঞ্চলের এলজিইডি'র পাকা, ইটসলিং অধিকাংশ রাস্তার পিচ উঠে ভেঙে গিয়ে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

পাশাপাশি কাঁচা সড়কগুলো ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, হাজার হাজার বাড়ি-ঘর বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় অনেকে বাড়ি-ঘর ভেঙে গিয়ে গৃহহীন অবস্থায় রয়েছেন। বন্যায় মৎস্য সেক্টর ও কৃষি সেক্টরে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে। ভাঙনকৃত সুরমা ডাইকগুলো জরুরি ভিত্তিতে মেরামতের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও অদ্যাবধি পর্যন্ত কাজ শুরু হয়নি। যার কারণে আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী আবারো সিলেট অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। ভাঙন কবলিত সুরমা ডাইকগুলো মেরামত করা না হলে আবারো ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হতে পারেন কানাইঘাট উপজেলার মানুষ। সিলেট-৫ (কানাইঘাট-জকিগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ইতিমধ্যে মহান জাতীয় সংসদে দু'দফা বন্যায় কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ উপজেলার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি কয়েক দফা উত্থাপন করেছেন। এতে তিনি জরুরি ভিত্তিতে গাজী বোরহান উদ্দিন সড়কের সংস্কার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত, রাস্তাগুলোর মেরামত এবং সুরমা নদীর ভাঙন কবলিত ডাইকগুলো জরুরি ভিত্তিতে টেকসই বাঁধ দেয়া সহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি-ঘরগুলো নির্মাণে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। পর পর দু'দফা বন্যায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা নাসরিন বিভিন্ন বিভাগের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে জানিয়েছেন।

সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করে ভবিষ্যতে যাতে করে কানাইঘাট উপজেলাকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা যায় এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আশ্বস্ত করেছেন জনপ্রতিনিধিদের। সরকারি ভাবে দু'দফা বন্যায় আনুমানিক ৮০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানানো হলেও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। ৯টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌর মেয়র জানিয়েছেন তাদের এলাকাগুলো বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এতে করে ১০০ কোটি টাকার উপরে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন। কানাইঘাটের সচেতন মহল ভয়াবহ বন্যা থেকে মানুষের জানমাল রক্ষা করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ভাঙনকবলিত সুরমা ডাইকগুলো টেকসই বাঁধের দাবি জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে বন্যায় শত শত বাড়ি-ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ঘর-বাড়ি নির্মাণে সরকারের সহায়তা কামনা করেছেন।

ভূমধ্যসাগরে প্রাণ গেল সুনামগঞ্জের দুই যুবকের

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : লিবিয়া থেকে জলপথে অবৈধভাবে ইতালি যাওয়ার সময় ভূমধ্যসাগরে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন সুনামগঞ্জের দুই যুবক। ওই দুই যুবক হলেন, শান্তিগঞ্জ উপজেলার শিমুলবাক ইউনিয়নের থলেরবন্দ গ্রামের আব্দুল ওয়াহাবের ছেলে সাহিবুর রহমান মান্না (২৩) ও ছাতক উপজেলার জাউয়াবাজার ইউনিয়নের দৌলতপুর গ্রামের সুন্দর আলীর ছেলে রেজাউল ইসলাম (২৪)।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ২১ জুন লিবিয়া থেকে ইতালি যেতে সুনামগঞ্জের আরও লোকজনের সঙ্গে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় ওঠেন মান্না ও রেজাউল। এর আগে দু'জনই দেশে ফোন করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু বুধবার উভয়ের পরিবারের সদস্যরা খবর পান, ইঞ্জিনচালিত নৌকাটি ইতালি পৌঁছালেও পথে মান্না ও রেজাউল অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন।

মান্নার বড় ভাই শাহিবুল ইসলাম জানান, এক ব্যক্তি ফোন করে আমাদের জানিয়েছে ভাইয়ের মৃত্যুর খবর। কীভাবে তারা মারা গেছে সেটা জানানো হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, আমার ভাই আর নেই। আমরা দরিদ্র মানুষ। অনেক কষ্ট করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উজ্জ্বল আহমদ নামে এক দালালের

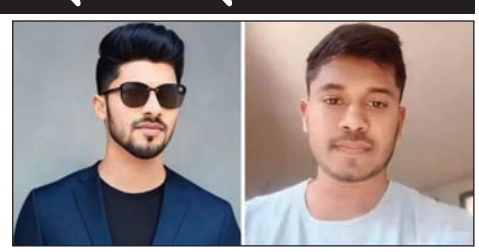

মাধ্যমে ১০ মাস আগে মান্না লিবিয়া যায়। এর জন্য দালালকে সাড়ে ৯ লাখ টাকা দিতে হয়েছে।

অন্যদিকে রেজাউলের পরিবার জানায়, এক বছর আগে দুবাই গিয়েছিলেন তিনি। এর পর সেখান থেকে মিসর হয়ে লিবিয়া যান। লিবিয়া থেকে গত শুক্রবার ফোন করে রেজাউল পরিবারের সদস্যদের জানান, তিনি অবৈধপথে ইতালি যাচ্ছেন। তাঁর আরও দুই ভাই ওমান প্রবাসী। বুধবার সকালে ওমানপ্রবাসী বড় ভাই নজরুল ইসলামকে নৌকায় থাকা অন্যরা ফোনে রেজাউলের মারা যাওয়ার খবর দেয়। রেজাউলের পরিবারের পক্ষ থেকে গতকাল বিষয়টি ছাতক উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

সিলেটে কাউন্সিলর আজাদের বাসায় ভাঙচুর, গ্রেফতার ৪

সিলেট অফিস : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আজাদুর রহমান আজাদের বাসভবনে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে চারজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে নগরীর ভাটাটিকর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ এ ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। আজাদুর রহমান আজাদের অনুসারীদের দাবি, চাঁদাবাজি-দখলবাজির প্রতিবাদ করায় এ হামলা হয়েছে। অন্যদিকে, এর জেরে আরো এক ছাত্রলীগ নেতার বাসায় হামলার ঘটনার খবর পাওয়া গেছে।

বৃহস্পতিবার রাতে কাউন্সিলরের বাসায় হামলার জন্য স্থানীয় মজিদ ডাকাতের উত্তরসূরি চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। এর সাথে টিলাগড়ের রাজনীতির সাথে জড়িত ছাত্রলীগের কতিপয় কর্মীও রয়েছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে।

কাউন্সিলর আজাদের অনুসারীদের অভিযোগ, শেখ নজরুল ইসলাম ওরফে বিজয়, রাব্বী, রিয়াজুল, সুহেল, নাসির, সামাদসহ বেশ কয়েকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অতর্কিতভাবে কাউন্সিলর আজাদের পৈতৃক ভিটায় হামলা চালায়। পরে নগরীর পূর্ব শাপলাবাগ এলাকায় কাউন্সিলরের নিজ বাসভবনেও হামলা চালিয়ে বাসার জানালার কাঁচ ভাঙচুর করা হয়।

একই সঙ্গে বৃহস্পতিবার রাতে আজাদের ঘনিষ্ঠ অনুসারী ও মহানগর যুবলীগের সদস্য শমশের আলীর বাসায়ও হামলা হয়েছে বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। খবর পেয়ে আজাদের অনুসারীরা জড়ো হলে তাদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে হামলাকারীরা। এতে আজাদের ভাইয়ের ছেলে তাহমিদুর রহমান এবং তার অনুসারী হীরক রঞ্জন দে পাপলু, ফয়ছল ও মুতাছির আহত হন।

সিলেটে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮শ' কোটি টাকা

সিলেট অফিস : বন্যার ক্ষয়ক্ষতির চিত্রও ভেসেও উঠছে বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে। পানি কমে যাওয়াতে প্রতিদিনই আশ্রকেন্দ্র ছাড়ছে মানুষ। সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার পর পানি কমে আসায় বের হতে শুরু করেছে ক্ষতচিহ্ন। এর মধ্যেই রাস্তাঘাট, মৎস্য ও কৃষিতে ৭৭৯ কোটি ৬ লাখ ৬৬ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার সিলেট জেলা প্রশাসনের তথ্যমতে, জেলায় পানিবন্দি রয়েছেন সাত লাখ ৮৯ হাজার ১৩১ জন। জেলার ৭৩৪ আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ২৫৮ কেন্দ্রে আছেন ১২ হাজার ৯০৫ জন।

এর আগে সোমবার সিলেট জেলায় পানিবন্দি ছিলেন আট লাখ ৩৩ হাজার ৬৫ জন; রোববার পর্যন্ত ছিলেন আট লাখ ৫২ হাজার ৩৫৭ মানুষ।

এ ছাড়া সোমবার জেলার ২৭৯টি আশ্রয়কেন্দ্রে ছিলেন ১৩ হাজার ১৫৪ জন। রোববার ৩১০ আশ্রয়কেন্দ্রে ছিলেন ১৯ হাজার ৭৩৮ জন। এর আগে শনিবার ছিলেন ২২ হাজার ৬২৩ জন; শুক্রবার ২৫ হাজার ২৭৫ জন ছিলেন।

গণমাধমে প্রকাশিত সিলেট সিটি করপোরেশনের তথ্যানুযায়ী, নগরের

২৫০ কিলোমিটার রাস্তায় পানি উঠাতে আনুমানিক ৩০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

সিলেট কৃষি সম্প্রসারণ তথ্যানুযায়ী, জেলার ১৩ উপজেলায় আউশ বীজতলা, সবজি ও বোনা আমন ধানের ১৫ হাজার ৫০৬ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন জেলার ৯৮ হাজার ৬৫৩ কৃষক। এতে ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭৫ কোটি ২১ লাখ টাকায়।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সিলেট জেলার তথ্যানুযায়ী, বন্যায় সিলেটের ১৩টি উপজেলার ১৬০ কিলোমিটার সড়কের ক্ষতি হয়েছে। যার আর্থিক পরিমাণ প্রায় ১১৯ কোটি টাকা। সড়ক ও সেতু বিভাগের জানায়, বন্যায় সিলেট জেলার ৪০ কিলোমিটার সড়কের ক্ষতি হয়েছে। আর্থিক হিসেবে প্রায় ৮৫ কোটি টাকার ক্ষতি।

সিলেট জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, বন্যায় সিলেট জেলায় ৪৪ কোটি ৮৫ লাখ ৬৬ হাজার টাকার মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। জেলার ২১ হাজার ১১১টি পুকুর-দিঘী-খামারের মাছ বন্যার পানিতে ভেসে গেছে।

সবমিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৭৯ কোটি ৬ লাখ ৬৬ হাজার টাকা। তবে এর পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে বিভিন্ন দপ্তরেরর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

দায়িত্ব ফিরে পেলেন বিশ্বনাথ পৌরমেয়র মুহিব

সিলেট অফিস : হাইকোর্টের নির্দেশে স্বপদে বহাল হলেন সিলেটের বিশ্বনাথ পৌরসভার মেয়র মুহিবুর রহমান। গত ২৭ জুন এক আদেশে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

সোমবার (১ জুলাই) হাইকোর্টে মেয়র মুহিবুর রহমান তার বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করলে শুনানি শেষে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে স্বপদে বহাল রাখেন উচ্চ আদালত।

মুহিবুর রহমানের আইনজীবী সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক সাংবাদিকদের মেয়র মুহিবুর রহমানের সাময়িক বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কুলাউড়ায় বন্যায় ৫০ কিলোমিটার রাস্তাসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

কুলাউড়া সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনের সংসদ সদস্য শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল। গত শুক্রবার দুপুরে শহরস্থ ডাকবাংলোতে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে এমপি শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল বলেন, কুলাউড়ায় বন্যায় লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দি হয়েছেন। বন্যার শুরু থেকে জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বন্যার্তদের পাশে রয়েছেন। একসাথে হয়ে বন্যার্তদের জন্য সবাই কাজ করছেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন এলাকার ২৮টি আশ্রয়কেন্দ্রে বর্তমানে ২ হাজারেরও বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছে।

প্রতিদিনই আশ্রয়কেন্দ্রসহ বন্যাকবলিত এলাকায় শুকনো খাবারের পাশাপাশি রান্না করা খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধ বিতরণ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বন্যায় প্রায় ৫০ কিলোমিটার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৮ শ' ২০ হেক্টর ফসলি জমি পানিতে তলিয়ে গেছে। মৎস্য সম্পদেরও ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১ কোটি টাকা।

এছাড়া, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৩০০ কৃষকের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। বন্যার পরে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির জন্য টিন বিতরণ করা হবে বলেও তিনি জানান।

এ সময় উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা ফজলুল হক খান সাহেদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) লুসিকান্ত হাজং, মৌলভীবাজার জেলা

প্রশাসক কার্যালয়ের রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর সুজিত কুমার চন্দ, কুলাউড়া থানার ওসি মো. আলী মাহমুদ, কৃষি অফিসার জসিম উদ্দিন, মৎস্য অফিসার আবু মাসুদ, সমাজসেবা অফিসার প্রাণেশ, জেলা পরিষদ সদস্য বদরুল সিদ্দিকী নানু, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা শিমুল আলী, কুলাউড়া প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুশীল সেন গুপ্ত, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. খালেদ পারভেজ বখশ, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান আতিকসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ জেলা সদরের সঙ্গে কয়েকটি উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। বন্যার পানিতে প্লাবিত হওয়ায় সুনামগঞ্জ জেলা সদরের সঙ্গে বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর ও জামালগঞ্জ উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

সুরমা নদীর পানি বিপৎসীমার ৩৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ভারী বৃষ্টির সঙ্গে উজানের পাহাড়ি ঢল অব্যাহত আছে। এ কারণে নদী ও হাওরে পানির প্রবাহ আরও বেড়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাহিরপুর উপজেলা।

তাহিরপুর উপজেলায় রাস্তাঘাট ও বাড়িঘরে বেশি পানি উঠেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৩৪টি আশ্রয়কেন্দ্র খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নের বাসিন্দাদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিতে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেছে প্রশাসন।

জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) সূত্রে জানা গেছে, শহরের ষোলঘর পয়েন্টে মঙ্গলবার সকাল ৬টায় পানির উচ্চতা ছিল ৮ দশমিক ১৩ মিটার, যা বিপৎসীমার ৩৩ সেন্টিমিটার ওপরে। সোমবার একই সময়ে সেখানে পানি ছিল বিপৎসীমার ১১ সেন্টিমিটার নিচে। এই ২৪ ঘণ্টায় সেখানে পানি বেড়েছে ৪৪ সেন্টিমিটার। এ ছাড়া সুরমা নদীর পানি জেলার ছাতকে বিপৎসীমার ওপরে আছে।

তাহিরপুর-সুনামগঞ্জ সড়ক তিন দিন ধরে বিচ্ছিন্ন আছে। উজানের ঢলে আবারও জেলা সদর, তাহিরপুর, দোয়ারাবাজার ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা প্লাবিত হয়েছে।

তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আফতাব উদ্দিন জানান, উপজেলায় টাঙ্গুয়ার হাওর, মাটিয়ান হাওর ও শনির হাওরপারের গ্রামগুলো বেশি আক্রান্ত হয়েছে। এ ছাড়া সীমান্ত এলাকায় পাহাড়ি ঢলের প্রবল তোড়ে অনেক রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় দু-একটি আশ্রয়কেন্দ্রে

লোকজন উঠতে শুরু করেছেন।

সুনামগঞ্জ পৌর শহরের সুরমা নদীর তীরবর্তী রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে পানি ঢোকায় দুর্ভোগে পড়েছেন তাঁরা। পৌর শহরের লঞ্চঘাট, জলিলপুর, মল্লিকপুর, উত্তর আরপিননগর, তেঘরিয়া, নবীনগর, ওয়েজখালী, মল্লিকপুর ও বড়পাড়া এলাকায় সুরমা নদীর পারি তীর উপচে রাস্তাঘাট ও বাড়িঘরে প্রবেশ করেছে। মঙ্গলবার রাতের ভারী বৃষ্টিতে পানি বেড়েছে বেশি।

সুনামগঞ্জ পৌরসভার মেয়র নাদের বখত জানান, শহরে নদী ও হাওরতীরবর্তী এলাকায় পানি ঢুকছে। এসব এলাকায় রাস্তাঘাট, দোকানপাট ও বাড়িঘরে পানি আছে। বন্যার আশঙ্কায় আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সুনামগঞ্জ ও এর উজানে ব্যাপক বৃষ্টি হওয়ার কারণেই পরিস্থিতি অবনতি হচ্ছে। মূলত উজানে ভারতের চেরাপুঞ্জিতে বেশি বৃষ্টি হলে পাহাড়ি ঢল নামে। এতে সুনামগঞ্জে নদী ও হাওরে পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

মঙ্গলবার দিন ও রাতের বৃষ্টিতে পানি আরও বেড়েছে। একই সঙ্গে উজানের ঢলও থেমে নেই।

এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দারা আবার বন্যার আশঙ্কা করছেন। শহরের বাসিন্দারা নিজেদের বসতঘর ও দোকানপাটের জিনিসপত্র রক্ষায় তোড়জোড় শুরু করেছেন। অনেকেই নিজের ঘরের জিনিসপত্র কিছুটা উঁচু স্থানে রাখার ব্যবস্থা করছেন। ব্যবসায়ী রিপন শেখ বলেন, 'ভাই, কোনো ভরসা নাই। যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে যেকোনো সময় পানি আসতে পারে। দোকানে পানি ঢুকলে তো সব শেষ।'

তাহিরপুর উপজেলার জাদুকাটা নদী, সীমান্তের কলাগাঁও, বড়ছড়া ও লাকমাছড়া হয়ে ঢল নামছে। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার দু-একটি স্কুলে বিকেলে কিছু পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মফিজুর রহমানের নির্দেশে এসব পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান দেওয়ান তানভীর আল আশরাফী চৌধুরী জানান, উপজেলাটির সীমান্তবর্তী ইউনিয়নগুলোয় পানি বেশি বেড়েছে। অনেক সড়ক তলিয়ে যাচ্ছে। ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল নামা অব্যাহত থাকলে পরিস্থিতি আরও অবনতি হবে বলে আশঙ্কা তাঁর।

তবে বড় কোনো বন্যার আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন সুনামগঞ্জ পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মামুন হাওলাদার। তিনি বলেন, বৃষ্টি আরও হবে। এতে পানি আরও বাড়বে। সুনামগঞ্জ এবং এর উজানে ভারতের চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টি হওয়ার কারণেই মূলত পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে বড় কোনো বন্যা হবে না।

সুনামগঞ্জে গত ১৬ জুন থেকে বন্যা দেখা দেয়। একপর্যায়ে পুরো জেলা বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে। প্লাবিত হয় জেলার ১ হাজার ১৮টি গ্রাম। আট লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েন। অসংখ্য ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়। মানুষের বাড়িঘর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনে আশ্রয় নেয় ২৫ হাজার পরিবার। গত ২৩ জুনের পর থেকে নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করে। পরিস্থিতির উন্নতি হলে মানুষ বাড়িঘরে ফেরেন। আবার কেউ কেউ এখনো বাড়ি ফিরতে পারেননি। স্বস্তি ফেরার আগেই আবার বন্যা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সিলেট জেলা পরিষদের ২০২৪-২৫ সালের বাজেট অনুমোদন

সিলেট অফিস : সিলেট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট মো. নাসির উদ্দিন খান বলেছেন, জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের জন্যে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। এজন্যে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আমাদেরকে সবসময় নিবেদিত-নিষ্ঠাবান হতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখেই জেলা পরিষদ সিলেট-এর বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে 'শেখ হাসিনার মুলনীতি, গ্রাম-শহরের উন্নতি'।

জেলা পরিষদ সিলেট-এর ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদনসভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

রবিবার (৩০ জুন) জেলা পরিষদের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত সভায় জেলা পরিষদ সিলেট-এর আওতাভুক্ত গ্রাম ও শহরাঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে একশ কোটি দশ লক্ষ টাকার বাজেট অনুমোদন করা হয়।

বাজেট অনুমোদন সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন- জেলা পরিষদ সিলেট-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সন্দীপ কুমার সিংহ, সিলেট জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান-১ মোঃ মতিউর রহমান, প্যানেল চেয়ারম্যান-৩ আমাতুজ জাহুরা রওশন জেবীন, কানাইঘাট উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তাক আহমদ পলাশ, সিলেট জেলা পরিষদের সাধারণ সদস্য মোঃ মোছাদ্দিক আহমদ, নাহিদ হাসান চৌধুরী, মো. নাসির উদ্দিন, মোঃ আঃ হামিদ, ফয়জুল ইসলাম (ফয়সল), মোহাম্মদ খছরুল হক, সুবাস দাস, আপ্তাব আলী কালা মিয়া, ইফজাল আহমদ চৌধুরী, সিলেট জেলা পরিষদের সংরক্ষিত সদস্য সুষমা সুলতানা রুহি, হাছিনা বেগম, তামান্না আক্তার হেনা, মনিজা বেগম প্রমুখ।

Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA

কিয়ার ষ্টার্মার বিজয়ী হলেও কেন ইতিহাস তাঁকে ক্ষমা করবেনা

আমার এক বন্ধু বলছিলেন, এবারের নির্বাচনে কোনো সাসপেন্স নেই, কোনো হৃদকম্পন নেই, কারণ ফলাফল তো জানা-ই আছে - বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়ে লেবার দল জিতবে এবং ১০ নম্বরের নতুন বাসিন্দা হচ্ছেন কিয়ার ষ্টার্মার। আমি বলব আমার বন্ধুর মত যারা বিষয়টিকে দেখেন তারা বৃহৎ চিত্রটিই মিস করে ফেলেন। আমি মনে করি, শতাব্দীর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন ২০২৪ সালের এই নির্বাচন। আজ থেকে বেশ কয়েক দশক পরে ইতিহাসবিদরা এই নির্বাচন নিয়ে নানাভাবে পর্যালোচনা করবে; গবেষণা করবে; কারো পি এইচ ডি -র থিসিসও হতে পারে এই নির্বাচন, কারণ এই নির্বাচন বদলে দিতে শুরু করবে বৃটেনের রাজনীতির ল্যান্ডস্কেপ!

সর্বশেষ বিভিন্ন জরিপে বলা হচ্ছে, লেবার দল প্রায় ৪০০টির মত আসন পাবে। তা-ই যদি হয় তাহলে বলা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবার লেবার সবচাইতে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাবে। মেগাপোল অনুযায়ী কনজারভেটিভ যদি ৫০ থেকে ১৫০ টি আসন পায় তা হবে কনজারভেটিভের প্রতিষ্ঠা লগ্নের পর থেকে সব চাইতে খারাপ ফলাফল - কনজারভেটিভের ঐতিহাসিক পরাজয়! তাহলে কি ১০০ বছর আগে যেভাবে লিবারেল দলের অবলুপ্তি ঘটেছিল কনজারভেটিভও সে পথেই হাঁটছে অথবা কনজারভেটিভের কী মেটামরফোসিস হয়ে এমন এক নতুন রূপে আবির্ভূত হবে যার সঙ্গে আদি কনজারভেটিভের আদর্শের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না?

এ যুগের একজন তুখোড় লেখক ও দার্শনিক ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েল বলেছিলেন, 'রাজনীতিতে সাফল্যের প্রথম ফ্যাক্টর হচ্ছে, রাজনীতির cycle এর সঠিক বিন্দুতে সঠিক সময়ে অবস্থান করা'। কিয়ার ষ্টার্মারের আসন্ন বিজয় আমাকে সেই উক্তিটি মনে করিয়ে দিচ্ছে। কিয়ার ষ্টার্মারই হতে যাচ্ছেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তাতে আর দশজনার মত আমারও কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৯৭ সালে টনি ব্লেয়ার যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন তার চাইতেও বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিয়ার ষ্টার্মারের ভাগ্যে জুটে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে, এবারের নির্বাচনে জনগণের মূলমন্ত্র হচ্ছে, কাকে চাই তার চাইতে বড় কথা কাকে চাই না। কনজারভেটিভ খেদাও মন্ত্র নিয়ে বিভিন্ন মতাদর্শের ভোটাররা জড়ো হচ্ছেন ষ্টার্মার ক্যাম্পে। এদের সবাই কিন্তু লেবারকে ভোট দেবেননা, এন্টি কনজারভেটিভের পক্ষে ভোট দেবেন। বলা যায়, কিয়ার ষ্টার্মারের জন্যে কনজারভেটিভের পক্ষ থেকে এ এক প্রীতি উপহার। ১৯৯৭ সালে টনি ব্লেয়ারের তখনকার মতাদর্শ ও পরিকল্পনায় মুগ্ধ হয়ে এবং নেতা হিসেবে টনি ব্লেয়ারের ক্যারিসমা দেখে তাঁকে হিরো হিসেবে দেখে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, কিয়ার ষ্টার্মারকে ঘিরে জনগণের মনে সেই enthusiasm নেই। কাজেই ষ্টার্মার বিজয়ী হবেন কিন্তু হিরো হবেন না।

এবার কনজারভেটিভকে দ্বিতীয় স্থানে বা প্রধান বিরোধী দল হিসেবে টিকে থাকার জন্যে শেষ পর্যন্ত লিবডেমের সাথে যুদ্ধে রীতিমতো হিমশিম খেতে হবে, কারণ কনজারভেটিভকে বিদায় করবার জন্যে লেবার ও লিবডেমের অনেক সমর্থক ট্যাকটিকাল ভোটিং করবে এবং জরিপ বলছে, ইউকের নির্বাচনের ইতিহাসে এবারই সব চাইতে বেশী সংখ্যক ট্যাকটিকাল ভোটিং হবে। IPSOS এর জরিপে বলা হয়েছে প্রতি পাঁচজনে একজন বলেছে, তাঁরা এমন দলকে ভোট দিবে যাদেরকে তারা যে ঠিক সমর্থন করেন এমন নয় তবে ঐ আসনে কনজারভেটিভকে হারানোর সম্ভাবনা যে দলের সব চাইতে বেশী তাকেই তাঁরা ভোট দেবেন। শুধু তাই নয়, যেখানে লেবার প্রচারণা কমালে লিবডেমের জয়ের সম্ভাবনা বেড়ে যায় সেরকম ৮০ টি আসনে লেবার দল তেমন ক্যাম্পেইন করছেনা। সেজন্যেই দেখা যাবে লিবডেম দক্ষিণাঞ্চলে কনজারভেটিভের থেকে আসন ছিনিয়ে নেবে, ওদিকে উত্তরাঞ্চলের Red Wall আসনগুলো যেগুলো 'Get Brexit Done' শ্লোগান দিয়ে কনজারভেটিভ দখলে নিয়েছিল লেবার সেগুলো পুনরুদ্ধার করবে। এছাড়া ২০১৯ সালে অনেক আসনে চরম ডানপন্থী নাইজেল ফারাজের দল প্রার্থী দেয়নি, এবার তারা ঐসব এলাকায় প্রার্থী দিয়েছে। ফারাজের দল অবশ্য first past the post নিয়মের কারণে বেশী আসন পাবেনা ঠিকই কিন্তু কনজারভেটিভের ভোটের সংখ্যা কমিয়ে দেবে।

দু'দিন পরই হতে যাওয়া বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টিয়ার ষ্টার্মারের জঘন্যতম কাজটি দিয়ে লিখা শেষ করব, তবে তার আগে ষ্টার্মারের আরো একটি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের কথা বলতে চাই। কনজারভেটিভ যে ভুলটি করেছিল লেবার সেই একই ভুল করছে আরও মাত্রা বাড়িয়ে।

আমাদের মনে থাকার কথা, ২০১০ সাল থেকে ২০১৯ সালে কনজারভেটিভ তার ঝুলিতে যে ভোটারদের জড়ো করেছিল তারা কারা? একবার মধ্যবিত্ত পেশাজীবী; আবার লেবার ও ইউকিপ থেকে দলছুট কিছু ভোটার; তারপর বয়স্ক ও লীভ ভোটার - অর্থাৎ তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল ভিন্ন, অর্থনৈতিক ও মূল্যবোধও ছিল ভিন্ন। কাজেই এই কুড়িয়ে যোগাড় করা ভোটারদের কনজারভেটিভের গ্লু দিয়ে আটকে রাখা সম্ভব হয়নি। তাঁরা দ্রুত ছিটকে পড়ছে - এটাই স্বাভাবিক

ঘটনা। কনজারভেটিভ তো একেক নির্বাচনে একেক গোষ্ঠীকে ভোটার হিসেবে টেনে নিয়েছে। লেবার কিন্তু তার চাইতে এক ডিগ্রি বাড়িয়ে কিছু করেছে। লেবার এবার একই সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে টেনে নিয়েছে যা এক অর্থে বিপজ্জনক।

এবার যারা লেবারকে ভোট দেবেন তাঁরা ভিন্ন মতাদর্শের মানুষ, তারা এক ছাতার তলায় এসেছে শুধু টোরী খেদাও sentiment থেকে। তাদের চাওয়া পাওয়া ভিন্ন। একটি ঢেউ আসলে কালক্ষেপন না করে তাঁরা ভেসে যাবে অন্য কোথাও। যারা একই মতাদর্শে বিশ্বাসী না, সে ধরনের ভোটাররা খুবই volatile হয়। লেবার যে লিবডেমের সাথে অপ্রকাশিত কোয়ালিশন করেছে যা শুধু কনজারভেটিভকে নি:শেষ করার জন্যে করা হয়েছে, সেই লিবডেম যে লেবারের ম্যানিফেস্টো পূর্ণ করতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না - তা-ই বা কে বলতে পারে! যে নাইজেল ফারাজের সাথে অপ্রকাশিতভাবে প্যাক্ট করে অর্থাৎ ফারাজকে বহু আসনে প্রার্থী দেওয়া থেকে বিরত রেখে বিপুল ভোটে বরিস জনসন ২০১৯ সালে বিজয় পেল, সেই নাইজেল ফারাজই যে ক'বছরের মাথাতেই কনজারভেটিভকে ছিঁড়ে ফেলতে লেগে যাবে তা কী বরিস জনসন জানতেন? এবার কিয়ার ষ্টার্মার যে লিবডেমের সাথে অপ্রকাশিত প্যাক্ট করে কনজারভেটিভ কে ধূলিসাৎ করছে সেই লিবডেম যে বছর না ঘুরতেই লেবারের ম্যানিফোষ্টো বাস্তবায়ন করতে বাধা দেবে না - তার কি নিশ্চয়তা আছে? লিবডেম ও লেবারের ম্যানিফেষ্টোর পার্থক্যগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। লেবার যে নির্বাচনের আগে লিবডেমের সাথে মিলে sand castle তৈরীর করছে - তা ভেসে যাবে এক ঢেউয়ে। আমরা যেন এক sand castle রাজনীতির আবর্তে পড়ে গেলাম যেখানে একটা ঢেউয়ে sand castle ভেসে যায় খুব দ্রুত।

এবারের নির্বাচনে ঘৃণ্যতম একটি কাজ করেছে টিয়ার ষ্টার্মার। এটা তো আমাদের জানা আছে কীভাবে কনজারভেটিভ নাইজেল ফারাজকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে কেবল ডানে সরে যাচ্ছিল যার মাশুল তারা দিচ্ছে এই নির্বাচনে। কিন্তু বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে জেনেও পুরো প্রাক নির্বাচনী ও নির্বাচনী প্রচারণার সময় একবারও টিয়ার ষ্টার্মারের মুখে কী শোনা গেছে যে, ফারাজ যা করছে তা চরম রেসিজম? ষ্টার্মারের মুখে কখনো কী আমরা শুনেছি যে, বৃটেন একটি বহুজাতিক দেশ এবং নাইজেলের বক্তব্য অ-বৃটিশ; বৃটিশ মূল্যবোধের সাথে এটি যায় না; ফ্রান্সে যা ঘটছে, জার্মানিতে যা ঘটছে - আমাদের বৃটেনের মাটিতে তা ঘটতে দেওয়া যাবেনা? প্রতিদিন নাইজেল ফারাজের মুখে রেসিষ্ট মন্তব্য শুনেও কিয়ার ষ্টার্মারও এ ব্যাপারে টু শব্দটি করেননি বরং সুযোগ বুঝে সংখ্যালঘু বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্য করে অভিবাসন বিরোধীদের একটু সন্তুষ্ট করার চেষ্টার সুযোগ হাতছাড়া করেননি।

প্রশ্ন হচ্ছে, উগ্র ডানপন্থীর আবির্ভাব কী ইউকেতে এই প্রথম?

> "যেভাবে প্রত্যক্ষভাবে নাইজেল ফারাজের পার্লামেন্টে প্রবেশের পথ খোলাসা করে দিয়েছেন কিয়ার ষ্টার্মার ইতিহাস কী এজন্যে তাঁকে ক্ষমা করবে? ক্লাকটনে লেবার দল থেকে যে তরুণ সম্ভাবনাময় প্রার্থী ছিল, নাইজেল ফারাজ ঐ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিলে ফারাজের বিজয় নিশ্চিত করতে কিয়ার ষ্টার্মার নিজে আদেশ দিয়েছেন সেই লেবার প্রার্থী যেন ঐ এলাকা থেকে সরে দাঁড়ান।"

অতীতে কী কখনো বৃটেন এ ধরনের উগ্র ডানপন্থীকে মোকাবেলা করেনি? ১৯৬৮ সালে যখন কনজারভেটিভ দলের শ্যাডো ডিফেন্স সেক্রেটারি ইনক পাওয়েল তাঁর River of Blood বক্তৃতায় চরম racist বক্তব্য রাখেন তখন কাল বিলম্ব না করে এডওয়ার্থ হিথ পাওয়েলকে দলচ্যুত করেন। নাইজেল ফারাজকে ইনক পায়েলের প্রোটোটাইপ বলা যায়। নাইজেল ফারাজ প্রকাশ্যে ইনক পায়েলের প্রশংসা করেছেন। এই নির্বাচনে কৃতকর্মের ফল হিসেবে ঋষি সুনাকের বিদায় ঘন্টা বাজছে, তাই বলে এত মানুষের ম্যান্ডেট নিয়ে নিশ্চিত বিজয়ের অপেক্ষায় ষ্টার্মারের কী কোনোই দায় ছিল না? কোন্ ধরনের বৃটেন তিনি গড়তে চান? যেভাবে প্রত্যক্ষভাবে নাইজেল ফারাজের পার্লামেন্টে প্রবেশের পথ খোলাসা করে দিয়েছেন কিয়ার ষ্টার্মার ইতিহাস কী এজন্যে তাঁকে ক্ষমা করবে? ক্লাকটনে লেবার দল থেকে যে তরুণ সম্ভাবনাময় প্রার্থী ছিল, নাইজেল ফারাজ ঐ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিলে ফারাজের বিজয় নিশ্চিত করতে কিয়ার ষ্টার্মার নিজে আদেশ দিয়েছেন সেই লেবার প্রার্থী যেন ঐ এলাকা থেকে সরে দাঁড়ান। শুধু তা-ই নয়, ফারাজের নির্বাচনী এলাকায় যেন লেবারের কোনো ক্যাম্পেইন না হয়, কোনো লিফলেট বিলি না হয় এবং ঐ আসনের জন্যে লেবারের পক্ষে যেন সামাজিক মাধ্যমেও কোনো প্রচারণা না হয় সে ব্যাপারেও নির্দেশ দিয়েছেন। এক কথায় চরমপন্থীদের বৃটেনের রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যিনি সুযোগ করে দিয়ে বৃটেনের বহু দিনের রাজনীতির ল্যান্ডস্কেপটাই পাল্টে দিলেন তিনি এই কিয়ার ষ্টার্মার! ষ্টারমারের, এবারের নির্বাচনের শ্লোগান হচ্ছে, change এবং turn the page কিন্তু পাতা উল্টিয়ে এ কোন্ পৃষ্ঠায় আমরা পড়ছি এ প্রশ্ন আসবে এবং বার বার আসবে।

লেখক Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সিনিয়র সংবাদ পাঠক, বিশ্লেষক ও কলামিস্ট।

দুর্নীতির অভিযোগে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করুন : টিআইবি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দুর্নীতির অভিযোগে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বদলি, বরখাস্ত, বাধ্যতামূলক অবসরসহ কোনো বিভাগীয় ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয় বলে মনে করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। বরং এসব পদক্ষেপ ক্ষেত্রবিশেষে দুর্নীতিকে উৎসাহ প্রদান করে বলে মন্তব্য করেছে সংস্থাটি। অন্য সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনি প্রক্রিয়ায় প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদেরও বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি। গত সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়।

বিবৃতিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দুর্নীতির অভিযোগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও পুলিশের কোনো কোনো কর্মকর্তাকে বদলি বা বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছে। যা বিভাগীয় পদক্ষেপ হিসেবে আশাব্যঞ্জক প্রথম পদক্ষেপ। তবে প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেই তাকে বদলি করা, বরখাস্ত বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের মতো বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাকেই স্বাভাবিকতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দুর্নীতির জন্য কার্যকর জবাবদিহিতা ও প্রতিরোধের সম্ভাবনার মানদণ্ডে যা একেবারেই যথেষ্ট নয়। দুর্নীতির মতো অপরাধ বদলির মাধ্যমে বড়জোর স্থানান্তরিত ও আরো বেশি প্রসারিত এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনাও সৃষ্টি করে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী দুর্নীতি করলে দেশের প্রচলিত আইনে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয় না– এমন ধারণা প্রসারের মাধ্যমে তা দুর্নীতিকে অধিকতর উৎসাহ দেয়। বিভিন্ন সময়ে সংশোধনের মাধ্যমে বিদ্যমান সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা শিথিল করে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রকারন্তরে এক ধরনের সুরক্ষা কবচ দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে ড. জামান বলেন, দুর্নীতির দায়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দায় শেষ করা সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘনও বটে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের শাস্তি শুধুমাত্র বদলি, বরখাস্ত ও অবসর প্রদানে সীমাবদ্ধ রাখার মাধ্যমে অন্য সকল শ্রেণি-পেশার জনগণের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের পরিচায়ক ও সরকারি খাতের পাশাপাশি অন্যান্য খাতেও জোগসাজশের মাধ্যমে দুর্নীতির বিকাশের অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বেলায়ও অন্য সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দেশের প্রচলিত আইনি প্রক্রিয়ায় তদন্ত ও বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দুর্নীতির প্রকটতর উদাহরণসমূহের দায় রাজনৈতিকভাবে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই উল্লেখ করে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকতার বিষয়টি ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দের একাংশ স্বীকার করলেও, তাদের অনেকেই এই দুর্নীতির দায় ঢালাওভাবে শুধু সরকারি কর্মচারীদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু উচ্চপর্যায়ের এই দুর্নীতি অনেক ক্ষেত্রেই যে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও যোগসাজশ ছাড়া সম্ভব নয়, তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। অন্যদিকে, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ঘাটতির অন্যতম কারণ যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, তার দায়ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। মূলত বারবার সরকারের শীর্ষ অবস্থান থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতির কথা বলা হলেও, তা যে শুধুমাত্র ফাঁকা বুলি- জনমনে গেঁথে যাওয়া এমন ধারণা থেকে উত্তরণের দায় রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই নিতে হবে।

ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে নতুন নিয়ম

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : পরিবর্তন হতে যাচ্ছে ৪৪০ বছরের ভূমি উন্নয়ন কর আদায় পদ্ধতি। সোমবার থেকে ভূমি উন্নয়ন করের নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এত দিন ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের সময়কাল ছিল বাংলা সনের ১ বৈশাখ থেকে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত। এ পরিবর্তনের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন করে আদায় ব্যবস্থাপনা জাতীয় অর্থবছরের সঙ্গে সমন্বিত করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর আইন ২০২৩ অনুযায়ী, ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের সময়কাল হবে জাতীয় অর্থবছরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রতি বছরের ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত চালু করা হয়েছে। গত রোববার ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয় বলা হয়, মুঘল বাংলায় ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রথম বাংলা সন গণনা করা হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে খাজনা আদায়ে এই গণনা কার্যকর শুরু হয়েছিল ১৫৫৬ সাল থেকে (পূর্বের তারিখে দেখিয়ে)। কালক্রমে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশেও বাংলা সনের হিসাবেই জমির খাজনা তথা ভূমি কর নেওয়া হত। ১৫৮৪ প্রায়োগিক সাল ধরলে সময়ের প্রয়োজনে প্রায় ৪৪০ বছর পর ভূমি কর আদায়ের সময় পরিবর্তন হচ্ছে। ভূমি উন্নয়ন কর হালসনের হিসাব অনুযায়ী পরিশোধ করতে হয়। অর্থাৎ প্রতি বছরের ভূমি উন্নয়ন কর উক্ত বছরের ৩০ জুনের মধ্যে জরিমানা ব্যতীত আদায় করা যাবে। কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বা পরিবারভিত্তিক কৃষি জমির মোট পরিমাণ ৮ দশমিক ২৫ একর বা ২৫ বিঘা পর্যন্ত হলে ভূমি উন্নয়ন কর দিতে হবে না। তবে এই জমির পরিমাণ ২৫ বিঘার বেশি হলে সম্পূর্ণ কৃষি ভূমির ওপর ভূমি উন্নয়ন কর দিতে হবে। অকৃষি ভূমিকে ব্যবহারভিত্তিক বাণিজ্যিক, শিল্প এবং আবাসিক ও অন্যান্য শ্রেণিতে বিভাজন করে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অকৃষি ভূমির ভূমি উন্নয়ন কর হার নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ করে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকে। এছাড়া সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোনো ব্যক্তি বা যেকোনো শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ বা কোনো সংস্থাকে ওই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শ্রেণি ও পরিমাপের কৃষি বা অকৃষি ভূমির ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করতে পারবে। ভূমি মন্ত্রণালয় বলা হয়, জাতীয় অর্থবছরের সঙ্গে সমন্বয়ের ফলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ভূমি মালিকের ভূমি উন্নয়ন কর দেওয়া সম্পর্কিত হিসাব ব্যবস্থাপনা আরও সহজ ও গতিশীল হবে। এছাড়া জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমি উন্নয়ন করের

প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরামের ১২ দফা দাবিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারি প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সে সমৃদ্ধ হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাড়ছে রিজার্ভ। কিন্তু এসব রেমিটেন্স যোদ্ধারা নিজ মাতৃভূমিসহ বিভিন্ন দেশে নানা সমস্যায় জর্জরিত। প্রবাসীদের এসব সমস্যা সমাধানে ১২ দফা দাবি উত্থাপন করেছে প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরাম। ফোরামের দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি নিউইয়র্ক সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে তুলে ধরেন ফখরুল আলম।

ফোরামের নেতৃবৃন্দের স্মরকিলিপিটি গ্রহণকালে মন্ত্রী কামাল বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার প্রবাসীবান্ধব সরকার। তিনি বিশ্বাস করেন সরকার প্রবাসীদের সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। এসময় তিনি ফোরামের দাবিগুলো শেখ হাসিনা সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়ার আশ্বাস দেন বলে সংশ্লিষ্টরা

সফরকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের কাছে হস্তান্তর করা হয়। গত বৃহস্পতিবার রাতে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানস্থ মিলেনিয়াম হিলটন হোটেলে মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে ফোরামের নেতৃবৃন্দ তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকরিপিটি হস্তান্তর করেন। এসময় প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরামের আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম এবং ডা. নারগিস রহমান ও শামীম আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। এর আগেও কয়েকবার এই দাবিগুলো জানান।

প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরামের দাবির মধ্যে রয়েছে- নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু। নিউইয়র্কসহ সারা বিশ্বের বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও দূতাবাসের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র চালু করা, যা ব্রিটেনে চালু রয়েছে। বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করা। দেশের ভূমিদস্যুদের হাত থেকে প্রবাসীদের রক্ষা করা। বিশেষ করে চুক্তি মোতাবেক ক্রয় করা জমি, প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট সহজে সংশ্লিষ্ট প্রবাসীর কাছে বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা। ঢাকাস্থ শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ করা। দ্বৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা। বাংলাদেশের অফিস-আদালতে লাল ফিতার দৌরাত্ব বন্ধ করা, এছাড়া প্রবাসীদের জন্য ঢাকায় চালু করা 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' কার্যকর করা। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের অর্থে গড়ে ওঠা অর্থনীতির লক্ষ-কোটি টাকা বিদেশে পাচার বন্ধসহ পাচারকারীদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। জন্মভূমি সফরকালে প্রবাসীদের জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশে প্রবাসীদের ঘর-বাড়ি ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা। কনস্যুলেট সেবা বৃদ্ধি করে প্রবাসীদের পাসপোর্ট নবায়ন, জন্মসনদ, মৃত্যুসনদ, দেশের সম্পত্তি হস্তান্তরে পাওয়ার অব অ্যাটর্নী প্রদানের মতো কাজগুলো সহজ করা। এবং যেকোনো প্রবাসীর লাশ বিনা খরচে

প্রশাসক নিয়োগের বিধান রেখে ইউনিয়ন পরিষদ বিল পাস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগের বিধান রেখে সংসদে 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) বিল-২০২৪ পাস হয়েছে। সোমবার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বিলটি পাসের প্রস্তাব করলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। এর আগে স্পিকার বিলের উপর আনীত জনমত যাচাই, বাছাই কমিটিতে পাঠানো এবং সংশোধনী প্রস্তাবগুলো নিষ্পত্তি করেন। বিলে বলা হয়েছে, কোনো এলাকাকে ইউনিয়ন ঘোষণার পর বা পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করবে এবং নির্বাচিত পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। প্রশাসক নিয়োগ হবে কেবল এক মেয়াদে ১২০ দিনের জন্য। কোনো দৈবদুর্বিপাক, অতিমারি, মহামারি ইত্যাদি বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাচিত পরিষদ গঠন করা সম্ভব না হলে সরকার ওই মেয়াদ যৌক্তিক সময় পর্যন্ত বাড়াতে পারবে। বিলে বলা হয়েছে, কোনো চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো সদস্য বা প্রশাসক যদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা হবে। বিদ্যমান আইনে এটি ১০ হাজার টাকা। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের 'সচিব' পদটির নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ

'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' করা হয়েছে। বিলের আলোচনায় অংশ নিয়ে জাতীয় পার্টির হামিদুল হক খন্দকার বলেন, সম্মানিটা সম্মানজনক হওয়া উচিত। এখন সরকারি টাকা এবং ইউনিয়ন পরিষদের নিজের আয় থেকে চেয়ারম্যানের ভাতা ১০ হাজার টাকা ও সদস্যদের ভাতা ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। বর্তমান বাস্তবাতায় এটি দ্বিগুণ করা উচিত।

তিনি বলেন, প্রশাসক নিয়োগের বিধান আগে আইনে ছিল না। এটার সুবিধার পাশাপাশি স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কাও আছে। বেতন ভাতা বাড়ানোর দাবি জানিয়ে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, চেয়ারম্যান নির্বাচনে অনেক টাকা খরচ হয়। তারা এ টাকা কিভাবে তুলবে। তখন দুর্নীতি করে। টিআর কাবিখা বিক্রি করে দেয়। এজন্য দুর্নীতি কমাতে তাদের ভাতা বাড়ানো উচিত। স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পংকজ নাথ বলেন, এক জন ইউপি সদস্যকে একটি ওয়ার্ডে নির্বাচন করতে হয়, অথচ এক সংরক্ষিত মহিলা সদস্যকে তিন ওয়ার্ডে নির্বাচন করতে হয়। এতে তার অনেক বেশী খরচ ও পরিশ্রম হয়। কিন্তু তার সুযোগ সুবিধা একই। এই বৈষম্য দুর করা দরকার। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও চৌকিদার দফাদারদের সম্মানী বাড়ানোর দাবি জানান তিনি। স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য গোলাম সরোয়ার বলেন, ইউপি স্থানীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তারা প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করেন। তাঁদের সম্মানি খুবই অসম্মানজনক। এটা সম্মানজনক হওয়া উচিত।

আল-শিফা পরিচালকের মুখে ইসরায়েলি নির্যাতনের বর্ণনা

পোস্ট ডেস্ক : গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় হাসপাতালের প্রধান সাত মাসের বেশি সময় বন্দি থাকার পর সোমবার মুক্তি পেয়েছেন। বন্দিদশায় ইসরায়েলের 'নির্যাতনের' শিকার হওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। তার সঙ্গে এদিন ৫০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

একজন ইসরায়েলি মন্ত্রী এবং অবরুদ্ধ অঞ্চলের একটি চিকিৎসা সূত্র জানিয়েছে, আল-শিফা হাসপাতালের পরিচালক মোহাম্মদ আবু সালমিয়াসহ ৫০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

তারা চিকিৎসার জন্য গাজায় ফিরে গেছেন। এ ছাড়া খান ইউনিসে অবস্থিত গাজা ইউরোপীয় হাসপাতাল জানিয়েছে, তাদের অর্থোপেডিক ইউনিটের প্রধান বাসাম মিকদাদও এদিন মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন।

মুক্তি পেয়ে সালমিয়া বলেন, আটকের সময় তাকে 'কঠোর নির্যাতন' করা হয়েছে। তার একটি আঙুল ভেঙে গেছে।

বন্দিদের সব ধরনের নির্যাতন করা হয় জানিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'বেশ কিছু বন্দি জিজ্ঞাসাবাদকেন্দ্রে মারা গেছে এবং খাবার ও ওষুধ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।' সালমিয়া বলেন, 'দুই মাস ধরে কোনো বন্দি দিনে একটি রুটির বেশি খায়নি। আটকদের শারীরিক ও মানসিকভাবে অপমান করা হয়েছে।'

তবে হাসপাতাল প্রধান জানান, তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। ইসরায়েলি বাহিনী আল-শিফায় বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছিল। তার একটি অভিযানে সালমিয়াকে

আটক করা হয়েছিল। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর গাজায় আক্রমণ শুরু করে দেশটি। এর পর থেকে ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে হাসপাতালটির অনেকাংশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে।

দেইর আল-বালাহের আল-আকসা হাসপাতালের একটি মেডিক্যাল সূত্র জানিয়েছে, সালমিয়া ও অন্যান্য মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিরা ইসরায়েল থেকে গাজায় খান ইউনিসের পূর্বে ফিরে গেছেন।

পাঁচজন বন্দিকে আল-আকসা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং অন্যদের খান ইউনিসের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দেইর আল-বালার একজন এএফপি সংবাদদাতা কিছু বন্দিকে তাদের পরিবারের সঙ্গে আবেগপূর্ণ পুনর্মিলনে দেখেছেন।

মোহাম্মদ আবু সালমিয়াকে স্বজনরা স্বাগত জানাচ্ছেন। ছবি : এএফপি

এদিকে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা মুক্তির বিষয়টি 'যাচাই' করছে। তবে ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন গভির এক্সে এক পোস্টে সালমিয়াসহ অন্যদের সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর অভিযোগ, গাজা উপত্যকার হাসপাতালগুলোর আড়ালে থেকে হামাস সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। আল-শিফা ও অন্যান্য হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে তারা সুড়ঙ্গ ও অন্যান্য অবকাঠামো খুঁজে পাওয়ার দাবি করেছে। ২০০৭ সাল থেকে অঞ্চলটি পরিচালনা করা ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীটি ইসরায়েলি সেনাদের এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

এর আগে মে মাসে ফিলিস্তিনি অধিকার গোষ্ঠীগুলো বলেছিল, আল-শিফার একজন জ্যেষ্ঠ সার্জন আটক হওয়ার পর ইসরায়েলি কারাগারে মারা গেছেন। তবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এই মৃত্যুর বিষয়ে কিছু জানে না বলে জানিয়েছিল।

ইসরায়েলি পরিসংখ্যান অনুসারে, হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলায় এক হাজার ১৯৫ জন নিহত হয়েছিল। সেই হামলার পর গাজা উপত্যকারজুড়ে যুদ্ধ শুরু করে ইসরায়েল। হামাস পরিচালিত গাজায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতিশোধমূলক আক্রমণে কমপক্ষে প্রায় ৩৭ হাজার ৯০০ জন নিহত হয়েছে। দুই পক্ষের নিহতদের অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক।

রাহুল গান্ধির সংসদ সদস্য পদ বাতিলের আবেদন খারিজ

পোস্ট ডেস্ক : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে সংসদ সদস্য (এমপি) হিসাবে অযোগ্য ঘোষণা করার জন্য একটি জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) খারিজ করে দিয়েছে ভারতের এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ। জনস্বার্থ মামলার আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে কংগ্রেস নেতা রাহুল একজন বৃটিশ নাগরিক। কর্ণাটকের একজন বিজেপি কর্মী ভিগনেশ শিশিরের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় দাবি করা হয়েছে যে কংগ্রেস নেতা একজন বৃটিশ নাগরিক, ভারতীয় নন এবং তাই সংবিধানের ৮৪(এ) ধারার অধীনে সংসদ সদস্য হওয়ার অযোগ্য। ভিগনেশের আইনজীবী অশোক পান্ডে, ব্যাকআপ লিমিটেডের পরিচালক হিসাবে গান্ধির আয়কর রিটার্ন (আইটিআর) পেশ করেন, যা তাকে বৃটিশ নাগরিক হিসাবে তালিকাভুক্ত

করে। পান্ডে যুক্তি দিয়েছিলেন যে গান্ধিকে ১০২ ধারা এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮(৩) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা এবং দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত। সেইসঙ্গে তাঁকে সংসদ সদস্য হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত। মামলার শুনানির সময় আদালত ভিগনেশের কাছে জানতে চান, 'আপনি কীভাবে জানলেন যে রাহুল গান্ধি একজন বিদেশি নাগরিক, যেখানে নাগরিকত্বের বিষয়টি এর আগে দুবার খারিজ করা হয়েছিল?' ভিগনেশ উত্তরে জানান, তিনি এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন এবং জেলা নির্বাচন অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে গান্ধির বৃটিশ নাগরিকত্বের পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন।

ভিগনেশ আরো বলেন, এই প্রমাণের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাকে নোটিশ পাঠিয়েছে। এর আগে অনেকে আদালতের সামনে রাহুলকে বৃটিশ নাগরিক হিসাবে প্রমাণ করতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। সুপ্রিম কোর্ট আগের আবেদনটি স্থগিত করা সত্ত্বেও, তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে রাহুল সংসদ সদস্য হিসাবে পদে থাকার অযোগ্য। জনস্বার্থ মামলাকারী ভিগনেশ নিজেকে 'কর্নাটকের কৃষক এবং রাজনৈতিক কর্মী' হিসাবে দাবি করে রাহুলের বিরুদ্ধে 'কুয়ো ওয়ারান্টো' রিট জারির জন্য জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন।

এই ধরনের রিট জারি করা হয়, যখন কোনও ব্যক্তি (এ ক্ষেত্রে রাহুল) অবৈধ ভাবে সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হন। 'কুয়ো ওয়ারান্টো' রিট জারি হওয়ার পরে, আবেদনকারী ব্যক্তির অভিযোগের বৈধতা অনুসন্ধান করা হয়। ভিগণেশের দাবি, পাঁচ বারের সংসদ সদস্য তথা বর্তমান লোকসভার বিরোধী দলনেতা সংসদ সদস্য পদে থাকার যোগ্য নন!

মুহুর্মুহু রকেট হামলায় কাঁপছে ইসরাইল

পোস্ট ডেস্ক : গাজা থেকে ইসরাইলের বিভিন্ন এলাকায় মুহুর্মুহু রকেট হামলা চালিয়েছে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসলামিক জিহাদ। অনেক এলাকা থেকে পালিয়েছে বাসিন্দারা।

সোমবার গাজা উপত্যকা থেকে ইসরাইলে দফায় দফায় ওই রকেট হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরাইলি গণমাধ্যম টাইমস অব ইসরাইল।

ইসরাইলের সামরিক বাহিনীর জানিয়েছে, সোমবার গাজা থেকে ইসরাইলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে প্রায় ২০টি রকেট নিক্ষেপ করা হয়, যা গত সাত মাসের মধ্য গাজা থেকে চালানো সবচেয়ে বড় হামলা। তবে এ হামলায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে ইসলামিক জিহাদের সশস্ত্র শাখা বলেছে, ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী শত্রুর অপরাধের প্রতিক্রিয়ায় গাজা সীমান্ত লাগোয়া ইসরাইলি কয়েকটি সম্প্রদায়ের দিকে রকেট নিক্ষেপ করেছে তাদের যোদ্ধারা।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ইসরাইলি ফোন নম্বরগুলো থেকে তারা বাড়িঘর ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ সংক্রান্ত কিছু ক্ষুদেবার্তা পেয়েছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হতে পারে ইসরাইলি বাহিনী ওই এলাকায় ফিরে আসবে। যদিও কয়েক সপ্তাহ আগে এলাকাটি হামাসের হামলার শিকার হয়।

অন্যদিকে, সোমবার ইসরাইলি অধিকৃত পশ্চিম তীরেও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, সোমবার তুলকারম শহরে ইসরাইলি বাহিনীর অভিযানে এক নারী ও এক শিশু নিহত হয়েছেন। একই এলাকায় একদিন আগে ইসরাইলি হামলায় ইসলামিক জিহাদের এক সদস্য নিহত হন।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, গাজার কিছু এলাকা থেকে হামাস ও ইসলামিক জিহাদের সদস্যরা ইসরাইলি বাহিনীর ওপর হামলা অব্যাহত রেখেছে। দখলদার ইসরাইলি সেনাবাহিনী কয়েক মাস আগেই সেসব এলাকা ত্যাগ করেছে।

ফ্রান্সে নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে কট্টর ডানপন্থীদের জয়

পোস্ট ডেস্ক : ফ্রান্সে পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে ডানপন্থীরা বিশাল জয় পেয়েছেন। এতে করে দেশটির রাজনীতিতে ডানপন্থী রাজনীতির আধিপত্য বিস্তার লাভ করলো এবং তারা ক্ষমতার লড়াইয়ে অনেকটাই এগিয়ে গেলেন। মেরি লা পেনের অভিবাসন বিরোধী ন্যাশনাল র‍্যালি (আরএন) দলের সমর্থকরা উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন। রোববার দেশটির আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে নিজেদের জয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে গিয়ে পেন বলেছেন, ম্যাক্রনের ব্লক নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি।

এতে বলা হয়, পেনের দল আরএন ৩৩ দশমিক ২ শতাংশ বোরবার ভোটে জয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে ম্যাক্রনের জোট পেয়েছে মাত্র ২১ শতাংশ ভোট। এছাড়া দেশটির বামপন্থী জোটগুলোর প্রাপ্ত ভোট ২৮ দশমিক ১ শতাংশ।

মাত্র ২৮ বছর বয়সী আরএন পার্টির নেতা জর্ডান বারদেলা বলেছেন, আমি সকল ফরাসি জনগণের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশা রাখি, যদি তারা আমাকে তাদের ভোট দেয়।

ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনে এর আগে কখনোই চরম ডানপন্থীরা প্রথম রাউন্ডে জয়লাভ করতে পারেনি। প্রবীণ ভাষ্যকার অ্যালাইন ডুহামেল ডানপন্থীদের উত্থানকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিয়েছেন। যদিও এর আগে থেকেই বিভিন্ন জরিপে বলা হচ্ছিল যে এবারের নির্বাচনে কট্টর

ডানপন্থী দলগুলোর রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে এবং পার্লামেন্টে তারা জয় পেতে।

বিশেষজ্ঞদের আগাম বার্তাই এখন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। তারা বলেছেন যে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন আগাম নির্বাচনের যে কৌশল নিয়েছেন তা উল্টো বুমেরাং হতে পারে। এছাড়া তিনি ক্ষমতাও হারাতে পারেন বলে মন্তব্য করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। এর আগে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পার্লামেন্টে নির্বাচনে ব্যাপক জয় পায় কট্টর ডানপন্থীরা। তাতে পিছিয়ে পড়ে ম্যাক্রনের দল। তখন তিনি আকস্মিকভাবে পার্লামেন্টে নির্বাচন ঘোষণা করেন। তারপর থেকেই জনমত জরিপে এগিয়ে ছিল মেরি লা পেন এবং জর্ডান বারডেলার ন্যাশনাল র‍্যালি।

মেরি লা পেন ও জর্ডান বারডেলা ৫৭৭ আসনের মধ্যে জাতীয় পরিষদে ২৮৯টি আসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেই সরকার গঠন করতে পারবেন। আগামী রোববার দেশটিতে দ্বিতীয় রাউন্ডের ভোটের পর বুঝা যাবে তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠন করতে পারবে কী না। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া ফ্রান্সে সরকার গঠন করা কঠিন। এক্ষেত্রে আরএন এবার নির্বাচনী প্রচারণায় যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলোও বাস্তবায়নে তাদের কার্যকারীতা অনুমোদিত হবেনা। দলটি এবার অভিবাসন ইস্যু, কর হ্রাস এবং আইনশৃঙ্খলার জন্য তার পরিকল্পনাগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে কট্টর ডানপন্থীদের জয়ে কৌশল হিসেবে আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দেন ম্যাক্রন। সেসময় তিনি বলেছিলেন, আগাম নির্বাচনই কট্টর ডানপন্থীদের ঠেকানোর একমাত্র উপযোগী সমাধান। তবে মূল পর্বের প্রাথমিক গণনাতেও কট্টরপন্থীরা জয়ী হলেন। এখন ফ্রান্সে কারা সরকার গঠন করছেন এজন্য পরের রাউন্ড পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ভারত না চীন কোন দিকে ঝুঁকছে

রক্ষার চেষ্টাই প্রতিনিয়ত করে চলেছে ঢাকা। অর্থনীতিসহ নানা সংকটে জর্জরিত বাংলাদেশ পশ্চিমা দুনিয়ার মতামতকে অগ্রাহ্য করে জানুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন করে ফেলেছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশে উৎপাদিত হরেক ধরনের গুণগত উৎকৃষ্টমানের পণ্যসামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। অনুরূপ চাহিদা বাংলাদেশের অপর দুই নিকট প্রতিবেশী বন্দর-সুবিধা বিহীন ভূমিবেষ্টিত (ল্যান্ড লক্ড) নেপাল, ভুটানেও। উভয় দেশের সরকার এবং সাধারণ জনগণও চায় সুলভে ও সহজ যোগাযোগ সুবিধায় বাংলাদেশী পণ্য পেতে। কিন্তু ভারতের শুল্ক-অশুল্ক বাধা তো আছেই; সেই সাথে সুস্পষ্ট অসহযোগিতায় প্রতিবেশী দেশসমূহের পরস্পরিক যোগাযোগ, 'কানেকটিভিটি' কিংবা 'ট্রানজিটে'র পথ আটকে আছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, যোগোযোগ ও ট্রানজিট বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, ভারত আকার-আয়তনে 'বড়' দেশ হলেও তার চেয়ে আয়তনে 'ছোট' প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি কখনোই 'বড় মনে'র পরিচয় দিয়ে উদারতার প্রমাণ দেখাতে পারেনি। বরং নিজ স্বার্থ হাসিলে 'ভারত-নির্ভর' ও মুখাপেক্ষী করে রাখার একমুখী সংকীর্ণতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মূল সুর ভারতুষ্টির একমুখী বন্ধুত্ব। প্রতিবেশী ও বৈশ্বিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলগুলো গৌণ হয়ে পড়েছে।

৭ই জানুয়ারির নির্বাচনে যুদ্ধবন্ধু ভারত এবং উন্নয়নবন্ধু চীনের জোরালো সমর্থন ছিল। যা দেশ দু'টির প্রতি বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে দায়বদ্ধ করেছে বলে মনে করেন সমালোচকরা। আর সে কারণেই ১০ দিনের ব্যবধানের দু'দফা নয়াদিল্লি সফর এবং সেই সফরের এক মাসের মধ্যেই পূর্ব-নির্ধারিত তারিখ ৮ই জুলাই বেইজিং যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের বিদ্যমান নানা সংকট থেকে উত্তরণে দেশ দু'টির কাছে বড় সহযোগিতা পাওয়ার আশা সরকারের। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও চীনের মধ্যে কোন দেশের কাছ থেকে কি ধরনের সহায়তা নিচ্ছে বাংলাদেশ? তার সবটা খোলাসা না হওয়ায় রাজনীতিতে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা চলছে। যার অনেকটাই সত্য বা সত্যের কাছাকাছি এমন ধারণা দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট পেশাদাররা। তবে তারা এটা বলার চেষ্টা করেন যে, চাওয়া-পাওয়ার হিসেবে বাংলাদেশের ঘাটতি বা সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে কিন্তু পরস্পরবিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী চীন ও ভারতের কোনো খেলায় বাংলাদেশ কখনই পার্ট হয় না। উদাহরণ হিসবে তারা বলেন, লাদাখ সীমান্তে উত্তেজনা-প্রাণহানির ঘটনাকালেও উভয়ের বন্ধু বাংলাদেশ কারও পক্ষাবলম্বন না করে শান্তির বার্তা প্রচার করেছে।

বাংলাদেশ ব্যতীত প্রতিবেশী কোন দেশের সঙ্গেই ভারতের সম্পর্ক সুখকর নয়; বরং তিক্ততার। ভারত চায় তার স্বার্থপূরণে প্রত্যেকটি প্রতিবেশী দেশ থাকবে তার পক্ষপুটে। সম্পর্ক হবে একতরফা। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা-'সার্ক' অচল হয়ে পড়ার কারণ ভারতের অনীহা। 'সার্ক' গঠনের মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও হাসিল হয়নি। দীর্ঘদিন যাবত 'সার্ক' মৃতপ্রায়। এ অবস্থায় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মোট বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের মাত্র ৫ শতাংশ নিজেদের মধ্যে হয়। যেখানে ইউরোপীয় দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যের ৬৮ শতাংশই হচ্ছে নিজেদের মধ্যে। ভারতের একগুঁয়েমি পরিত্যাগ করে আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ সম্পর্কের উদারীকরণ হলেই বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ও 'বড়' প্রতিবেশী হিসেবে ভারতই এই অঞ্চলে নেতৃত্বের তকমা পেয়ে যেতো। তবে এহেন একমুখী, একতরফা তথা ভারতুষ্টির সম্পর্ক ওরা চুক্তি আখেরে যে টেকসই হয় না অতিসম্প্রতি মালদ্বীপ থেকে ভারতকে যে সরে আসতে হলো তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

ভারত মাত্র ২১ কিলোমিটার একটি করিডোরে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য নিকটতম প্রতিবেশীকে কোন ছাড় দিচ্ছে না। অথচ বাংলাদেশের দু'টি সমুদ্রবন্দর, নৌপথ ও সড়ক মহাসড়কে ৫শ' কিলোমিটার ট্রানজিট-করিডোর সুবিধা ভোগ করছে ভারত। শুধু তাই নয়, গেল ২২ জুন'২০২৪ইং নয়াদিল্লীতে নতুন চুক্তিতে গেদে-দর্শনা হয়ে চিলাহাটি-হলদিবাড়ী প্রায় চারশ' কি.মি. রেলপথে ট্রানজিট-করিডোর পেয়েছে। বাংলাদেশের নতজানু পররাষ্ট্র নীতির সুযোগে ভারত জবরদস্তি ও যথেচ্ছভাবে বহুমুখী এসব ট্রানজিট-করিডোর সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। বাংলাদেশের উপর দিয়ে যেসব ট্রানজিট-করিডোর রুট ব্যবহার করে উত্তর-পূর্ব ভারতে মালামাল আনা-নেয়া করছে এতে আগের তুলনায় ভারতের খরচ কমেছে ৭৬ শতাংশ। লাভ হচ্ছে চার গুণ। অন্যদিকে ভারতের ৯টি রাজ্য (সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের একাংশ এবং সেভেন সিস্টার্স) এবং নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ মিলিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোকে ভারত মুখাপেক্ষী করে রেখেছে। বহুপাক্ষিক যোগাযোগে দিয়েছে প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের সর্ব-উত্তর জনপদের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ার বাংলাবান্ধা হয়ে ভারতের ফুলবাড়ী-শিলিগুড়ি, নেপালের কাকরভিটা মিলিয়ে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান এবং চীনের অবস্থান খুবই কাছাকাছি। বাংলাবান্ধার ঠিক বিপরীতেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে অবস্থিত ফুলবাড়ী এবং এর মাত্র ৭ কি.মি. দূরে শিলিগুড়ি। ৩০ কি.মি. দূরত্বের মধ্যে নেপালের কাকরভিটা। প্রায় সমদূরত্বে ভুটান, এরপর নিকটেই চীনের সীমান্ত। অথচ পরস্পর স্বল্প দূরত্বের শিলিগুড়ি করিডোরটি ভারত প্রায় অচল ও ব্লক করে রেখেছে। আন্তঃদেশীয় মিলনমেলায় প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যকার সহযোগিতার দ্বার রুদ্ধ হয়ে আছে। বাংলাদেশের বাংলাবান্ধা থেকে ফুলবাড়ী-শিলিগুড়ি করিডোরের দূরত্ব মাত্র ২১ কিলোমিটার। এর প্রস্থ ২১ থেকে স্থানভেদে ৫২ কি.মি.। বাংলাবান্ধা হয়ে শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে পাঁচদেশীয় মিলনমেলাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগের সেতুবন্ধন এবং উজ্জ্বল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সংকীর্ণ স্বার্থে তা অকার্যকর করে রেখেছে ভারত।

আধুনিক বিশ্বে এসে নিকট প্রতিবেশীদের 'পর মুখাপেক্ষী' যোগাযোগ ব্যবস্থার জালে আটকে রেখে একমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা সাজাচ্ছে ভারত।

করিডোরটি কার্যকর করতে ১৯৯৮ সালে 'বাংলাদেশ-ভারত ফুলবাড়ী চুক্তি' সম্পাদিত হয়। চুক্তির সুবাদে ভারতের ক্ষুদ্র এই করিডোর রুটের মাধ্যমে বাংলাদেশ-নেপাল-ভারত-ভুটানের পণ্য পরিবহন ও বাণিজ্যিক চলাচলে প্রবেশাধিকার লাভ করে। অথচ ২৬ বছর অতিবাহিত হলেও ফুলবাড়ী চুক্তির বাস্তবায়ন ঝুলে আছে। ছোট্ট করিডোরটি অকেজো করে রাখায় ৪টি দেশের আমদানি-রফতানির বহুমুখী সম্ভাবনা আটকে আছে। নেপাল ও ভুটানের সাথে বাণিজ্য সচল রাখতে হলে কড়িডোরটি গুরুত্বপূর্ণ। নেপাল ১৯৭৬ ও ভুটান ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের সাথে ট্রানজিট চুক্তি করেছিল। নানা জটিলতা আর অনিশ্চয়তার চক্করে পড়ে নেপাল ও ভুটানের সাথে বাংলাদেশের ট্রানজিট বাণিজ্যের সম্ভাবনা থমকে আছে। ২০০২ সালে ভারত, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ এ অঞ্চলে একটি 'মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল' গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এ অঞ্চলে অবাধে চার দেশের বাণিজ্যিক লেনদেনের অঙ্গীকার করা হয়। ভারতের অসহযোগিতার মুখে তাও হয় রুদ্ধ। বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক কম দামে পণ্যসামগ্রী আমদানি-রফতানি করতে পারছে না। বাণিজ্যিক যোগাযোগে বঞ্চিত রয়েছে দেশগুলো। বরং উল্টো বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশগুলো ভারতের সঙ্গেই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে পাহাড়সম ঘাটতির বোঝা টানতে 'বাধ্য' হচ্ছে। নেপাল ও ভুটানে সরাসরি পণ্য পাঠাতে ভারতের মাত্র ২১ কি.মি. শিলিগুড়ি করিডোড় ব্যবহারের অনুমতি বাংলাদেশকে না দেয়ার পেছনে বিশ্লেষকগণ দু'টি কারণ দেখছেন। প্রথমত, নেপাল ও ভুটানে ভারতের একচেটিয়া বাজার হারানোর ভয় এবং দ্বিতীয়ত, ট্রানজিট নিয়ে বাংলাদেশের দরকষাকষির দুর্বলতা। নেপাল ও ভুটানের আমদানির ৯০ শতাংশের উৎস ভারত। বাদবাকি মাত্র ১০ ভাগ অন্য দেশ থেকে আমদানি হলেও এতে ব্যবহার করতে হয় কলকাতা বন্দর। যা ট্রান্সশিপমেন্টে নেপাল ও ভুটানে পৌঁছে দেয় ভারতীয় ট্রাক। এখন বাংলাদেশ যদি শিলিগুড়ি করিডোর হয়ে আগের চুক্তি মাফিক ট্রানজিট সুবিধা পায়, তাহলে বাংলাদেশ থেকেই কম মূল্যে সরাসরি পণ্য নিতে আগ্রহী হবে নেপাল ও ভুটান। তাছাড়া কলকাতা বন্দরের পরিবর্তে মোংলা বন্দর দিয়ে পদ্মা ও যমুনা সেতু দু'টি ব্যবহার করে পণ্যসামগ্রী পরিবহন আরো সহজ ও দ্রুত হবে নেপাল-ভুটানের জন্য। অনুরূপ সুবিধা হবে দুই দেশ থেকে বাংলাদেশে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও। সেই সুযোগই আটকে রেখেছে ভারত।

চীন না ভারত কার প্রতি বাংলাদেশ ঝুঁকছে? এমন প্রশ্ন উঠেছিল সরকারপ্রধানের সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনে। প্রধানমন্ত্রীর নয়াদিল্লি সফরের পর বেইজিং সফর প্রস্তুতির প্রসঙ্গে প্রশ্নটি এসেছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখার ঘোষণা দিয়েছেন। তারপরও এ নিয়ে কথাবার্তা বন্ধ হয়নি। অতি সম্প্রতি ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এক নিবন্ধে বাংলাদেশে চীনের প্রভাব বৃদ্ধি নিয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি খোলাসা করেই বলেন, এটি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। ভারতের সংবাদ মাধ্যম ইকোনমিক টাইমসে লেখা নিবন্ধে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের গভীরতার কথাও তুলে ধরেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর নয়াদিল্লি সফর এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে বেইজিং সফরের প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সদ্য সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন বলেন, বাংলাদেশ চীনের দিকে ঝুঁকছে না। এ নিয়ে কারও ভয়ের কোনো কারণ নেই। মোমেন মনে করেন- ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের মধ্যে কোনো খাদ নেই। এ বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন এবং অটুট। মোমেনের মতে, মালদ্বীপের পর বাংলাদেশে চীনের প্রভাব বাড়ছে মর্মে যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে তা অমূলক। তিনি দাবি করেন বাংলাদেশ চীনের প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে না। চীন কেবলমাত্র বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী। তারা শুধু এ দেশের কিছু প্রজেক্টে সহযোগিতা করছে। চীন থেকে বাংলাদেশ যা পেয়েছে তা জিডিপি'র ১ শতাংশের কম উল্লেখ করে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটা উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা নয়। তার মতে, বাংলাদেশ চীনের দিকে ঝুঁকছে- এটা একটা প্রোপাগান্ডা মাত্র।

ভারতকে বাংলাদেশের দুই সমুদ্রবন্দরে ও সড়ক-মহাসড়কে ট্রানজিট-করিডোর দেয়ার পর এবার রেল ট্রানজিট-করিডোর সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে প্রবীণ ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মু. সিকান্দার খান বলেন, এসব বিষয়ে চুক্তির আগে জনমত যাচাইয়ের প্রক্রিয়া থাকা উচিৎ। বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়া প্রয়োজন। একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কলামিস্ট, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম বলেন, ভারত ট্রানজিট-করিডোর সুবিধা পেতে বাংলাদেশের সীমানা ব্যবহার করবে। অথচ ভারতের একতরফা ও একগুঁয়েমীর জন্য বাংলাবান্ধা হয়ে ফুলবাড়ী-শিলিগুড়ি করিডোরটি ব্যবহার করতে দেবে না। এই করিডোর নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে দিলে তাদের চীনকে ভয়। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের অর্থনীতি ভারতের উপর নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসুক তা ভারত কখনোই চাইবে না।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিল্লি সফরে দুই দেশের মধ্যে দশটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর রাজনৈতিক অঙ্গনে ও সামাজিক মাধ্যমে রেল ট্রানজিটসহ কিছু বিষয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে সরকার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই এই বলে সমালোচনা করছেন যে, দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে পেরে উঠছে না বাংলাদেশ, অর্থাৎ বাংলাদেশের কূটনীতিক অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের সক্ষমতার ঘাটতিও এখানে বড় সংকট হিসেবে মনে হচ্ছে অনেকের কাছে। তবে বাংলাদেশ ও ভারতের ভালো সম্পর্কের ফলে উভয় দেশের কী অর্জন হয়েছে তা নিয়ে গবেষণার আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ড. একে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন আমাদের কিছু অর্জন নেই। আমাদের দেশ থেকে কয়েক লাখ লোক ভারতে সহজে যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য। সহজে যাচ্ছে বাজার-টাজার করার জন্য; এটাই তো বড় অর্জন! যদি সম্পর্ক খারাপ থাকতো, তাহলে কিন্তু খবর ছিল।

বাংলাদেশ যোগাযোগ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে মন্তব্য করে মোমেন বলেন, এই যোগাযোগের ফলে আমাদের অর্জন অনেক। আমি প্রায়ই শুনি কোনো কোনো লোক বলেন যে, ভারতের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক হয়েছে, সোনালি অধ্যায় হয়েছে, আমাদের অর্জন কী? আমি মনে করি, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম এই মর্মে কাজ করতে পারে। আমাদের এই সুসম্পর্ক হওয়ায় আমরা সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পেরেছি; কঠিন জিনিস! বিভিন্ন দেশে এটা নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি, আমরা একটা বুলেট খরচ করিনি। না করে আমরা আমাদের সীমানা নির্ধারণ করেছি, সেটা আওয়ামী লীগের নীতির কারণে। দ্বিতীয়ত, পানি বণ্টনের ভাগাভাগি আমরা করেছি। আমরা আমাদের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করেছি। এগুলো তো বড় অর্জন!

তিনি বলেন, ভারতেরও অনেক অর্জন। তাদের পূর্ব সীমান্ত নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। তাদের লাখ লাখ কোটি টাকা খরচ করতে হয় না। সুসম্পর্ক থাকার ফলে তাদের দেশের উন্নয়নটা টেকসই হচ্ছে। আমাদের দেশের উন্নয়নকে টেকসই করে রাখতে গেলে আমাদের অবশ্যই বৈশ্বিক সম্পর্ক বন্ধুপরায়ণ হবে। বন্ধু যদি না থাকে, বন্ধুপরায়ণ না হয়, তাহলে আমাদের এই উন্নয়নটা টেকসই হবে কিনা সন্দেহ আছে। এই জন্য আমি বলি যে, আমাদের দরকার অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা।

ক্ষমতায় লেবার পার্টি

কনজারভেটিভ পার্টির সেই সমাপ্তি নিকটেই মনে হচ্ছে। গত মাসে কনজারভেটিভ ঘেঁষা যুক্তরাজ্যের টেলিগ্রাফ পত্রিকা এক জরিপ চালায়। তাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, টোরি দলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। হাউস অব কমন্সে বর্তমানে যাদের ৩৬৫ আসন রয়েছে, সেখানে ক্ষমতাসীন দল হয়েও তারা এবার মাত্র ৫৩ আসন পাবে। পার্লামেন্টের ৬৫০ আসনের মধ্যে লেবার পার্টি পাবে ৫১৬ আসন। ঋষি সুনাক তাঁর নিজের আসনেও হেরে যেতে পারেন। তাঁরই মতো বর্তমান মন্ত্রিসভার দুই-তৃতীয়াংশ নেতা নিজ আসন হারাবেন। কিছু পূর্বাভাসে এ-ও বলা হয়, কনজারভেটিভ পার্টি বৃহত্তম দলের স্থানও হারাবে। মধ্যপন্থী লিবারেল ডেমোক্র্যাটসরা তাদের চেয়ে বেশি আসন পাবে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, টোরি দলের বিলুপ্তি অকারণে ঘটছে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ডেভিড ক্যামেরনের নেতৃত্বে ২০১০ সালে ক্ষমতায় আসে টোরিরা। এর মধ্যে যুক্তরাজ্য পাঁচ প্রধানমন্ত্রী দেখেছে। এ ছাড়া একাধিকবার অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মহামারি, ব্রেক্সিটের (ইউরোপ থেকে আলাদা হওয়া) পরবর্তী নানা সমস্যা ছিল।গতবারের চার এমপি রুশনারা আলী, টিউলিপ সিদ্দিক, রুপা হক ও আফসানা বেগমসহ এবার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রেকর্ড ৩৪ জন প্রার্থী নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় , যাদের প্রচার ঘিরে যুক্তরাজ্যে অভিবাসী ও প্রবাসী মিলে ১০ লাখের বেশি ব্রিটিশ-বাংলাদেশির মধ্যে দেখা গেছে উৎসবের আমেজ।

লেবার পার্টির যাত্রাপথও মসৃণ ছিল না। স্টারমার নিজেকে জেরেমি করবিনের চেয়ে আলাদা করে তুলেছিলেন। তিনি সরাসরি তাঁর বিরোধিতা করেন। এতে করবিন আলাদা হয়ে যান এবং স্বতন্ত্র নির্বাচন করছেন। নির্বাচনের আগে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস-এর এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এবার লেবার ও কনজারভেটিভ মিলে সবচেয়ে কম ভোট পাবে, যা হবে এ শতকের মধ্যে সর্বনিম্ন। এ ছাড়া নির্দিষ্ট জাতিসত্তার মধ্যেও এ দুটি দল ভোট কম পাবে। এর কারণ, স্টারমার গাজার পরিবর্তে ইসরায়েলকে সমর্থনের কথা বলেছেন।

টোরি দলের দুর্যোগের সুযোগে লেবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যাবে। নিউইয়র্কার-এ লেখা এক প্রবন্ধে স্যাম নাইট লিখেছেন, গত দেড় দশকে টোরি দলের দুটি মৌলিক সত্য বের হয়ে এসেছে। একটি হচ্ছে যুক্তরাজ্য মারাত্মকভাবে ভুগেছে। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। ২০০৮ সালের পর অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে বেরোতে পারেনি দেশটি। টোরি দল ক্ষমতায় থাকাকালে জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে। দেশটির স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বেড়েছে। আরেকটি মৌলিক সত্য হচ্ছে যুক্তরাজ্যে বৈষম্য বেড়েছে এবং উৎপাদনশীলতা কমেছে। প্রকৃত মজুরি স্থবির হয়ে পড়েছে। ২০১০ সালে যখন ক্যামেরনের নেতৃত্বাধীন জোট প্রথম ক্ষমতায় এসেছিল, তার চেয়ে প্রকৃত মজুরি আর বাড়েনি।

দলের ভগ্ন উত্তরাধিকার নিয়ে প্রচার চালানোর পরিবর্তে সুনাক নির্বাচনের শেষ দিনগুলোতে লেবার পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঠেকানো নিয়ে প্রচার চালিয়েছেন। বিপর্যস্ত সুনাক জনপ্রিয় নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, দলের অভ্যন্তরীণ ব্যালটের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন। তাঁর নেতৃত্বে টোরিরা এখন শুধু লেবার পার্টির বিরুদ্ধে হেরে যাওয়ার লড়াই লড়ছে না, একই সঙ্গে উদীয়মান রিফর্ম ইউকে পার্টি যে ক্ষতি করছে, তা ঠেকাতেও লড়ছে। এই দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছে নাইজেল ফারাজ, যিনি জাতীয়তাবাদী, ট্রাম্প-সমর্থক হিসেবে বেশি পরিচিত।

ডানপন্থী দলগুলো লাখ লাখ ভোটে জিতবে-এটা ভেবে টোরি দল বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এটা ভাবা ঠিক হবে না। তবে টোরি নেশন: দ্য ডার্ক লিগাসি অব দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট সাকসেসফুল পলিটিক্যাল পার্টি বইয়ের লেখক স্যামুয়েল আর্ল যুক্তি দেন, পার্টির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনায় ফারাজের গভীর ছাপ থাকতে পারে। ডানপন্থীদের ক্ষমতায় বাধা না হয়ে কনজারভেটিভ পার্টি তাদের জন্য দরজা খুলেছে। প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থকে ব্রিটেনের সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে ঢোকার সুযোগ করে দিয়েছে।

মমতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

করার চেষ্টা করেন, তবে তিনি যিনিই হোন, তাকে ভুগতে হবে।' রাজ্যপালকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমার সাংবিধানিক সাথী। আমি সেই হিসাবেই তাকে মর্যাদা দিই। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা নিয়ে মানহানির মামলা দায়ের হয়েছে। বাকিটা আদালত বিচার করবে।' সম্প্রতি নবান্নের একটি সরকারি বৈঠক থেকে রাজ্যপালকে আক্রমণ করেছিলেন মমতা। রাজ্যের দুই হবু বিধায়কের শপথগ্রহণ নিয়ে রাজভবনের সঙ্গে বিধানসভা ভবনের যে টানাপড়েন চলছে, সে ব্যাপারে মমতা বলেছিলেন, 'রাজভবনেই কেন যেতে হবে? কেন উনি বিধানসভায় আসবেন না? রাজভবনে যা কীর্তিকলাপ চলছে, সেখানে যেতে মেয়েরা ভয় পাচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেছে আমার কাছে।' এরপর রাজভবন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতার ওই মন্তব্যের জবাব আসে। রাজ্যপাল জানান, তিনি একজন প্রশাসনিক প্রধানের কাছ থেকে এমন বিভ্রান্তিকর এবং রাজভবনের মর্যাদাহানিকর মন্তব্য শুনবেন বলে আশা করেননি। এরপরই রাজভবন সূত্রে জানা যায়, রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার পথে হাঁটছেন। মামলাটি মঙ্গলবার হাইকোর্টে দায়ের করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যে দুই হবু বিধায়কের শপথগ্রহণ নিয়ে টানাপড়েন চলছে, তাদের মধ্যে একজন মহিলা। তিনি তৃণমূলের সাংসদ ও অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া

পর্যবেক্ষণে তাঁর নিয়মিত চিকিৎসা চলবে।

হাসপাতালে থেকে বিকেলে ছোট ভাইয়ের গাড়িতে বাসভবন ফিরোজায় ফেরেন খালেদা জিয়া। এ সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানী, যুবদলের সাবেক সহসভাপতি মামুন হাসান, এসএম জাহাঙ্গীর, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোনায়েম মুন্নাসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

গত ২২ জুন গভীর রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে অ্যাম্বুলেন্সে করে খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) ভর্তি করা হয়। রাতে মেডিকেল বোর্ড বৈঠক করে তাঁর হৃৎপিণ্ডে পেসমেকার বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সেদিন বিকেলেই এই যন্ত্র সফলভাবে স্থাপন করা হয়। ৭৯ বছর বয়সী সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী হৃদরোগ, ফুসফুস, লিভার, কিডনি, আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন।

নেপাল-ভুটানের সঙ্গে ট্রানজিট করেছি

যে রোড হচ্ছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন, কেন আমরা বিচ্ছিন্ন থাকবো। ভারত চাচ্ছিল ভুটান থেকে এই রাস্তাটা বাংলাদেশ হয়ে, ভারত হয়ে মিয়ানমার হয়ে থাইল্যান্ড যাবে। আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ সবকিছুতে কতো সুবিধা হতো। সেটাও খালেদা জিয়া নাকচ করে দিয়েছিল। আমি প্রথমবার সরকারে এসে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমরা যুক্ত হতে পারিনি।

ভারত থেকে পাইপ লাইনে তেল নিয়ে আসার কথা উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, আমরা আসামের রুমালিগড় থেকে পাইপলাইনে তেল নিয়ে এসেছি। পার্বতীপুর ডিপোতে সেই তেল আসছে। ক্ষতিটা কী হয়েছে; বরং আমরাই কিন্তু সস্তায় কিনতে পারছি। আমাদের দেশের জন্য, ওই অঞ্চলের মানুষের চাহিদা আমরা পূরণ করতে পারি। উত্তরাঞ্চলে কোনো শিল্পায়ন হয়নি, এখন শিল্পায়নে আমরা যেতে পারি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও আমরা নির্মাণ করেছি। আমরা নিজেদের দরজা তো বন্ধ করে রাখতে পারি না। এটাই তো কথা।

খালেদা জিয়া মিয়ানমার থেকে গ্যাস আনার সুযোগ নষ্ট করেছেন জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, কী সমস্যা দেশের জন্য করেছে দেখেন- মিয়ানমারে সেখানে গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস, ভারত, চীন, জাপান সকলে চাচ্ছে। এই গ্যাসকে বাংলাদেশের ভেতর থেকে ভারতে নিয়ে যাবে, এই নিয়ে যাওয়ার সময় এই গ্যাস থেকে আমরা একটা ভাগ নেবো। তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামসহ ওই এলাকায় আমাদের গ্যাসের কোনো অভাবই হতো না। খালেদা জিয়া সেটা নিতে দেয়নি। কেন দেয়নি? তিনি আরও বলেন, আজকে সেই গ্যাস নিচ্ছে চীন। আর কোনো দেশ তো নিতে পারছে না। আমরা সরকারে আসার পর কথা বলেছিলাম মিয়ানমারের সঙ্গে, আনতে পারি কিনা। কিন্তু সেটা সম্ভব না। তারা এটা অলরেডি দিয়ে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমরা কাজ করছি। সামাজিক নিরাপত্তা, আবাসন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছে আওয়ামী লীগ সরকার। গ্রাম ও শহরে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনসহ গ্রাম ও শহরে নতুন ১ লাখ গৃহনির্মাণ করা হচ্ছে। ঢাকায় বস্তিবাসীদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সমগ্র বাংলাদেশে আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করে বিনামূল্যে ঘর প্রদান এবং বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে আশ্রিতদের জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও জীবনযাপনের মান বৃদ্ধি পেয়েছে। স্যানিটেশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে।

সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর পাওয়া গৃহহীনদের অনুভূতির ভিডিও চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অসহায় মানুষের কথাগুলো যখন শুনি তখন খুবই ভালো লাগে। আমার বাবা এমন দেশই চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, আশ্রয়ণের পুনর্বাসিতদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। পুনর্বাসিতদের আয়, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, খাদ্য বাবদ ব্যয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ও সামাজিক অবস্থানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২২ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরপ্রাপ্তির পর পুনর্বাসিত পরিবারের আয় প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘরপ্রাপ্তির পূর্বে উপকারভোগীরা ২০১৭ সালে ২৪.৬৭ শতাংশ পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতো যা ২০২২ সালে ঘর প্রাপ্তির পর ৯৪.৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের খাদ্য বাবদ ব্যয় পূর্বের থেকে প্রায় ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, ঋণ প্রদানসহ তাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে এসকল মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটে চলেছে। তাদের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিলেটে এক মাসে ২৭ দুর্ঘটনায় নিহত

এছাড়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি উল্টে ২ জন, মুখোমুখি সংঘর্ষে ১১ জন নিহত হয়েছেন। গাছের ও বৈদ্যুতিক পিলার এর সাথে ধাক্কায় ৩ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া জুন মাসে নিহত ৩০ জনের মধ্যে ২১ জন পুরুষ, ৬ জন মহিলা ও ৩ জন শিশু রয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এর আগে (মে) মাসে সিলেট বিভাগে ২৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩১ জন নিহত ও ৮৭ জন আহত হন।

সাবেক আইজিপি বেনজির এখন

নিয়ে রেখেছেন তিনি। দেশে অবৈধ সম্পদের বিষয়ে অনুসন্ধান চলায় বেনজীর আহমেদের আর ফেরার সম্ভাবনা নেই। কারণ দেশে ফিরলে তাকে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। দেশ ছাড়ার পর এখন পর্যন্ত বেনজীর আহমেদকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। দেশ ছাড়ার আগে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা বিপুল অর্থও তুলে নিয়েছেন তিনি।

একটি সূত্র নিশ্চিত করেছেন, ড. বেনজীর আহমেদ আর দেশে ফিরবেন না। বিদেশেই তিনি পরিবার নিয়ে স্থায়ী হচ্ছেন। দেশের মতো বিদেশেও তার বিপুল সম্পদ রয়েছে। বিশেষ করে দুবাইতে তার সম্পত্তি থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। এখন তিনি বিদেশেই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন বলে জানা গেছে। সূত্র আরও জানায়, গত ৬ই জুন এক কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে প্রথমে দুবাই যান বেনজীর আহমেদ। পরে সেখানে ১০ দিন অবস্থান করে ১৭ই জুন তুরস্কে পাড়ি জমান। তুরস্কে বিনিয়োগের শর্তে নাগরিকত্ব পেয়েছে বেনজীর ও তার পরিবার। তবে ইউরোপের আরেক দেশ স্পেনেও বিনিয়োগের শর্তে নাগরিকত্ব পেয়েছেন বেনজীর। আগামী মাসেই তিনি স্পেনে যাবেন। বেনজীর আহমেদের এক সময়ের আইনজীবী এডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হকের চেম্বারের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, তাদের সঙ্গে বেনজীর আহমেদের এখন আর যোগাযোগ নেই। বেনজীরের একটি পারিবারিক সূত্র বলছে, তার কনিষ্ঠ কন্যা এখন যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টলে অবস্থান করছেন। সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করেন। বেনজীর আহমেদের বড় মেয়ের জামাতা দুবাইতে ব্যবসা করেন। সেই ব্যবসার বিনিয়োগ ও উৎস সব কিছুই বেনজীর করে দিয়েছেন বলে তথ্য এসেছে। গত মে মাসে দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে বেনজীর আহমেদের 'অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ' নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিপাকে পড়েন তিনি। এক ভিডিও বার্তায় প্রতিবেদনের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করলেও এতে খুব একটা সুবিধা হয়নি। বরং একের পর এক সম্পদের তথ্য সামনে আসায় তিনি আর জনসমক্ষে আসতে পারেননি। পরিস্থিতি ক্রমে প্রতিকূলে চলে যাওয়ায় গোপনে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন বেনজীর।

এদিকে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ ও তার স্ত্রী ও কন্যার বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের বাইরে সম্পদ অর্জনের প্রাথমিক তথ্য পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদক তাদের নামে ও বেনামে দেশে ও বিদেশে আরও স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের প্রমাণ পেয়েছে।

মঙ্গলবার (২ জুলাই) সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান দুদক সচিব খোরশেদা ইয়াসমিন।

তিনি বলেন, বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী জিশান মির্জা এবং তাদের দুই মেয়ে ফারহিন রিশতা বিনতে বেনজীর এবং তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীরের নামে জ্ঞাত উৎসের বাইরে অর্জিত সম্পদ সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে।

এগুলো ছাড়াও নামে-বেনামে তাদের দেশে ও বিদেশে আরও স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পদের তথ্যও পেয়েছে দুদক, বলেন তিনি।

গিনেস বুকে ঢাবি শিক্ষার্থী নাম

সার্টিফিকেট হাতে পেয়েছেন।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস গড়ার খবর পাওয়ার পর কথা হয় অংকনের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস গড়তে পারায় আমি খুব খুশি। অনেক আগে রেকর্ড গড়লেও সার্টিফিকেট হাতে পেয়েছি। রেকর্ড ভাঙার জন্য আমি দীর্ঘদিন অনুশীলন করেছি। দৃঢ় প্রচেষ্টা ও অনুশীলনে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়।'

অংকন ঢাবির কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগে স্নাতক চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের আবাসিক ছাত্র। নলছিটি প্রেস ক্লাব সভাপতি মো. এনায়েত করিম তার বাবা। অংকনকে নলছিটিবাসী ও তার সহপাঠীরা ফোনে ও সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনে নিহত

পশ্চিম তীরের নুর শামস শরণার্থী শিবিরে মঙ্গলবার গভীর রাতে ইসরায়েল বিমান হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছেন ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন চার ফিলিস্তিনি। শেষ ২৪ ঘণ্টায় ওই শরণার্থী শিবিরে নারী এবং শিশুসহ নিহত হয়েছেন মোট ৬ ফিলিস্তিনি। এতে গাজায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৭ হাজার ৯২৫ জনে। গত অক্টোবর থেকে চলা এই হামলায় গাজায় আহত হয়েছেন ৮৭ হাজার ১৪১ জন। এ ছাড়া হামাসের নেতৃত্বাধীন হামলায় ইসরায়েলে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১৩৯ জনে।

চট্টগ্রামে শত বছরের পুরনো বুদ্ধমূর্তি

চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত সোমবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, সোমবার গভীর রাতে ধলঘাট ইউনিয়নের মুকুট নাইট বৌদ্ধ বিহারের তালা ভেঙে চোরের দল বিহারে প্রবেশ করে একটি ৪৫-৫০ কেজি ওজনের অষ্টধাতুর দুই-তিন ফুট উচ্চতার সোনা, রুপা, পিতল, তামা, লোহা, সিসার তৈরি শত বছরের পুরনো বুদ্ধপ্রতিমা ও দানবাক্সে টাকা চুরি করে। মঙ্গলবার ভোরে বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত অনোমদর্শী মহাথের বিষয়টি লক্ষ করেন। এরপর পটিয়া থানা পুলিশকে অবহিত করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

পটিয়া থানার ওসি জসীম উদ্দীন বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। বিহারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মূর্তিটি উদ্ধার করতে পুলিশ এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

ইসরাইলকে কঠোর হুঁশিয়ারি রাশিয়ার

পাঠাক না কেন।

নিবিনজায়া আরও বলেছেন ইসরাইলের পক্ষ থেকে ইউক্রেনকে প্যাট্রিওট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সরবরাহের সম্ভাবনা ইসরাইলের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

পার্সটুডে'র এক প্রতিবেদনে আরও বলা হয়- গত সপ্তাহে ফিনান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইল তেলআবিব থেকে আটটি প্যাট্রিওট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা কিয়েভকে সরবরাহের ব্যাপারে আলোচনা করছে। ওই সাময়িকী জানিয়েছে, এই প্যাট্রিওটগুলো প্রথমে পাঠানো হবে তেলআবিব থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এবং এরপর সেগুলো ইউক্রেনকে দেয়া হবে।

পার্সটুডে জানায়- ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরাইল ইউক্রেনকে কেবল অনাক্রমণাত্মক রসদ সরবরাহ করে এসেছে।

ওদিকে, রাশিয়া ইউক্রেনকে বিদেশি অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে বার বার হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছে। মস্কো বলে আসছে যে কিয়েভকে বিদেশি অস্ত্র সরবরাহ যুদ্ধকে কেবলই দীর্ঘ করবে এবং চূড়ান্ত ফলাফলের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না।

সিলেটের ৩ জেলায় ফের বন্যা

পাউবো সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী দীপক রঞ্জন দাশ বলেন, ভারতের চেরাপুঞ্জিতে ভারী বৃষ্টিপাত সিলেটের জন্য শঙ্কার। চেরাপুঞ্জিতে সোমবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৪৮ ঘণ্টায় ৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের খবর পাওয়া গেছে। সেখানে আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বলে জানা গেছে। এছাড়া সিলেটেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

তিনি বলেন, বন্যা থেকে সিলেটকে উদ্ধার করতে হলে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন। রাতারাতিই পানি চলে আসে সিলেটে। ডুবে যায় সিলেট নগর।

সুনামগঞ্জে অবনতি :

উজানের পাহাড়ি ঢল এর কারণে সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, ছাতক ও দোয়ারাবাজার উপজেলায় অনেক রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়েছে। শহরের সুরমা নদীতীরবর্তী এলাকাগুলোতে বন্যার পানি ঢুকেছে। ভাটির এ জনপদে আবার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

সুনামগঞ্জ পৌর শহরের সুরমা নদীতীরবর্তী সড়ক, বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে পানি ঢুকেছে। শহরের লঞ্চঘাট, জলিলপুর, মল্লিকপুর, উত্তর আরপিননগর, তেঘরিয়া, নবীনগর, ওয়েজখালী, মল্লিকপুর ও বড়পাড়া এলাকা জলাবদ্ধ অবস্থায় আছে।

পৌরসভার মেয়র নাদের বখত বলেন, শহরে নদী ও হাওর-তীরবর্তী এলাকায় পানি প্রবেশ করেছে। এসব এলাকায় রাস্তাঘাট, দোকানপাট ও বাড়িঘরে পানি আছে। আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

ঢলের পানিতে তাহিরপুর-সুনামগঞ্জ সড়কের তিনটি এলাকা প্লাবিত হওয়ায় সড়কটি দিয়ে সরাসরি যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। ছাতক উপজেলার সীমান্তবর্তী ইসলামপুর, কালারুকা, নোয়ারাই ও চরমহল্লা ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। দোয়ারাবাজার উপজেলায় বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল নামা অব্যাহত থাকায় পানি বাড়ছে সুনামগঞ্জের যাদুকাটা, পাটনাই, রক্তি, বৌলাই, কুশিয়ারা, নলজুর, চেলা, চলতি, খাসিয়ামারাসহ সব নদীতে।

সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মামুন হাওলাদার বলেন, ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। সুনামগঞ্জ এবং এর উজানে ভারতের চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টি হওয়ার কারণেই মূলত পানি বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টি হলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে।

সুনামগঞ্জে গত ১৬ জুন থেকে বন্যা দেখা দেয়। একপর্যায়ে পুরো জেলা বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে। প্লাবিত হয় জেলার এক হাজার ১৮টি গ্রাম। এতে আট লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়ে। অসংখ্য ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়। মানুষের বাড়িঘর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনে আশ্রয় নেয় ২৫ হাজার পরিবার। ২৩ জুনের পর থেকে নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করে। পরিস্থিতির উন্নতি হলে মানুষ বাড়িঘরে ফেরেন। আবার কেউ কেউ এখনো বাড়িতে ফিরতে পারেননি। এর মধ্যেই আবার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ।

মৌলভীবাজারে প্রতিরক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে লোকালয় প্লাবিত:

ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে মৌলভীবাজারে মনু ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। মঙ্গলবার বিকেলে শহরের মনু সেতুর কাছে চাঁদনীঘাটে মনু নদের পানি বিপদসীমার ১০ সেন্টিমিটার এবং সদর উপজেলার শেরপুরে কুশিয়ারা নদীর পানি ৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

সকালে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার খলিলপুর ইউনিয়নের হামরকোনা এলাকায় কুশিয়ারার পানি উপচে প্রতিরক্ষা বাঁধ ভেঙে জনপদে প্রবেশ করেছে। এ এলাকায় কুশিয়ারার স্থায়ী প্রতিরক্ষা বাঁধ নেই। গ্রামীণ সড়কটিই প্রতিরক্ষা বাঁধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নতুন করে ভাঙনের ফলে আশপাশের গ্রামগুলো বন্যাকবলিত হয়ে পড়েছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাত থেকে মৌলভীবাজারে মনু, কুশিয়ারাসহ জেলার বিভিন্ন নদ-নদীতে পানি বাড়তে শুরু করে। মনু নদের পানি মৌলভীবাজার শহরের মনু সেতুর কাছে সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় বিপদসীমার ৯ দশমিক ৬৩ সেন্টিমিটার নিচে ছিল। একই জায়গায় মঙ্গলবার বিপদসীমার ১০ সেন্টিমিটার ওপরে প্রবাহিত হচ্ছিল।

অন্যদিকে সদর উপজেলার শেরপুরে সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় কুশিয়ারা নদীর পানি ছিল ৮ দশমিক ৪৯ সেন্টিমিটার বা বিপদসীমার নিচে। মঙ্গলবার সেখানে বিপদসীমার ১৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছিল।

কুশিয়ারা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় সদর উপজেলার খলিলপুর ইউনিয়নের শেরপুরের বিভিন্ন স্থানে বাঁধ উপচে পানি ঢুকছে। এর মধ্যে গতকাল সকালের দিকে হামরকোনা মসজিদের কাছে প্রতিরক্ষা বাঁধ ভেঙে গেছে। ফলে গ্রামের ভেতর পানি প্রবেশ করছে। জুড়ী নদীর পানি অনেক দিন ধরেই বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বুধবার বিকেলে জুড়ী নদীর পানি বিপদসীমার ১৭৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

পাউবো মৌলভীবাজারের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জাবেদ ইকবাল বলেন, কুশিয়ারার পানি বাড়াটা ভয়ের। কুশিয়ারায় পানি বাড়লে মনুর পানি কমবে না। কুশিয়ারা নদীর খলিলপুর এলাকায় পাউবোর স্থায়ী কোনো বেড়িবাঁধ নেই। হামরকোনায় এলজিইডির রাস্তা ভেঙে খলিলপুর ইউনিয়নে পানি ঢুকছে।

সিলেট জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, বুধবার দুপুর পর্যন্ত সিলেট মহানগর ছাড়া জেলার সব উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জেলার ১ হাজার ৮১টি গ্রামে এপর্যন্ত প্রায় ৭ লাখ ৫০০ জন মানুষ পানিবন্দী রয়েছেন। এসব উপজেলার আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার মানুষ রয়েছেন। বন্যার্ত মানুষের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসন ও প্রত্যেক উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়ে কন্ট্রোল স্থাপন করে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রতি ইউনিয়নে মেডিকেল টিম গঠন করে বন্যার্ত অসুস্থ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সিলেটে গত ২৭ মে আগাম বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দুই সপ্তাহ ব্যাপী স্থায়ী এ বন্যায় পানিবন্দী ছিলেন ১০ লাখেরও বেশি মানুষ। প্রথম বন্যার পানি পুরোপুরি নামার আগেই ১৫ জুন থেকে ফের বন্যা হয় সিলেটে। বিশেষ করে ঈদুল আযহার দিন ভোররাত থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার অতিভারী বর্ষণে মহানগরসহ সিলেটের সব উপজেলায় লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েন। পরবর্তী এক সপ্তাহ সিলেটে বন্যা পরিস্থিতি ছিলো ভয়াবহ। এরপর পানি নামতে শুরু করে। তবে সে গতি ছিলো খুব ধীর।

দ্বিতীয় দফা বন্যা শেষ হওয়ার আগেই সোমবার থেকে সিলেটে ধাক্কা দিয়েছে তৃতীয় দফা বন্যা। রবিবার (৩০ জুন) দিনভর সিলেটে থেমে থেমে ও উজানে ভারী বৃষ্টির ফলে নতুন করে বন্যা দেখা দিয়েছে। জেলার কোম্পানীগঞ্জ, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট ও গোয়াইনঘাট ও বিয়ানীবাজার উপজেলার নিম্নাঞ্চল পানিতে তুলিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে নতুন করে অনেক এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এদিকে লোভাছড়াসহ অন্যান্য নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করেনি। তবে যে কোন সময় বিপদ সীমা অতিক্রম করতে পারে।

দেশের প্রকৃত রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন

তথ্য জানিয়ে আসছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তখন গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার সাংবাদিকদের বলেছিলেন, নিট রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করবেন না।

নিট রিজার্ভ হচ্ছে, বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিত থেকে সকল প্রকার দায়-দেনা বাদ দেয়ার পর যা থাকে। আইএমএফ এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো নিট রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করে থাকে। শর্ত বাস্তবায়ন করতে আইমএফ'র তৃতীয় কিস্তি পাওয়ার পর প্রথমবার নিট রিজার্ভের তথ্য জানালো বাংলাদেশ ব্যাংক।

অশালীনতা ও অশ্লীলতা ছড়ানোর পরিণাম খুবই ভয়াবহ

মাওলানা ফজলুদ্দীন মিকদাদ

মন্দ ও অশালীন বিষয় প্রচার এবং তাতে সহযোগিতা করা কবীরা গুনাহ। যারা মন্দ ও অশ্লীল বিষয় প্রচার করে- এমন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেন : স্মরণ রেখ, যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীল বিষয়ের প্রসার হোক- এটা কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (সূরা নূর : ১৯)। আয়াতটি যদিও একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর বার্তা-বলয় অনেক ব্যাপক। সব ধরনের অন্যায় ও গর্হিত কথা ও কাজের প্রচার এ আয়াতের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। প্রযুক্তির উৎকর্ষ ও সহজ লভ্যতার এই যুগে কোনো কিছু প্রচার করা বা ছড়িয়ে দেয়া খুবই সহজ। চাইলে মুহূর্তেই একটা বিষয় পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয়া যায়। নিত্যদিনই নতুন নতুন বিষয় বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে মানুষের মাঝে ছড়িয়েও পড়ছে; এরমধ্যে ভালোর চেয়ে মন্দের পরিমাণই বেশি। চিত্তাকর্ষক পুঁতিগন্ধময় হাজারো বিষয়ের সয়লাব ঘটছে।

মুসলিম সমাজ ও পরিবারগুলোতেও এর মাত্রা বেড়ে চলেছে। অনেকে জেনেবুঝেই অনাচার ও পাপাচারের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং তা ছড়িয়ে দিচ্ছে; অনেকে আবার অসতর্কতা ও অসচেতনতায় এসবে জড়িয়ে পড়ছে। শয়তান গুনাহের কাজগুলোকে লোভনীয় রূপে মানুষের কাছে উপস্থাপন করে; এর মোহে পড়ে বহু মুসলমান নিজেদের দ্বীন-ঈমান ও আখেরাতকে বরবাদ করছে। আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে যারা মন্দ কথা ও কাজের প্রচার-প্রসার ঘটায় এবং তাতে ইন্ধন জোগায় তাদের ব্যাপারে বলেছেন, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

কুরআনের এ বার্তায় পাপ ও গুনাহ ছড়ানোর সবধরনের মাধ্যমই অন্তর্ভুক্ত। কথায়, লেখায় কিংবা ছবি বা ভিডিও বানিয়ে ইত্যাদি সকল প্রকারেই অশালীনতা ও অশ্লীলতা ছড়ানো নিষেধ। গালিগালাজ করা, মিথ্যা কথা বলা, কাউকে অপবাদ দেয়া বা কারো গীবত করা- এর সবগুলোই মুখের কথায় অশ্লীলতা ছড়ানোর প্রকার। আর সংবাদপত্র ও বই-পুস্তকে মন্দ বা অন্যায় কথা লেখা, চিঠি বা দেয়ালে লেখা কিংবা পোস্টার ও বিলবোর্ডে লেখা অথবা চিত্র আঁকা ইত্যাদির মাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়ানোর প্রকার। এসব কিছুই আয়াতের নিষেধাজ্ঞায় শামিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ইদানীং বাছবিচার ছাড়া সবকিছুই ছড়িয়ে দেয়ার অসুস্থ মানসিকতা ব্যাপক হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে প্রচলিত শব্দ হচ্ছে 'ভাইরাল করা'। এটা মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকে যা মনে চায় তাই বিভিন্ন যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মন্দ-ঘৃণিত-অশালীন কতো বিষয় কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় অবলীলায় প্রচার করছে। ইসলামে গুনাহের কাজ পরিহার করার নির্দেশনা তো আছেই, অন্যের দোষ-ত্রুটির ক্ষেত্রেও ইসলামের শিক্ষা হলো, অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যের দোষ গোপন রাখতে বলেছেন। কোন্ দোষ কতটুকু প্রকাশ করা হবে, সে ব্যাপারেও কুরআন-হাদিসে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামের এ মহান শিক্ষা ভুলে আমাদের অনেক যুবক ভাইয়েরা এখন 'ভাইরাল'-এর রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিতে একে অন্যের সহযোগী হচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের ক্ষেত্রে একে অন্যের সহযোগিতা করবে, গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন। (সূরা মায়েদা : ০২)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন : কিছু মানুষ এমন, যারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য এমন সব 'অবান্তর কথা' ক্রয় করে, যা আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন করে দেয় এবং তারা আল্লাহর পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। (সূরা লুকমান : ০৬)।

একে তো উক্ত আয়াতের ব্যাপকতা অনুযায়ী আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুতকারী কোনো কিছুই কেনা যাবে না। সেইসঙ্গে এ জাতীয় কিছু কেনার দ্বারা প্রথমোক্ত আয়াতে বর্ণিত মন্দ ও অশালীনতা প্রচারের নিষেধাজ্ঞাও লঙ্ঘন করা হয়। যার পরিণামে আয়াতে ভয়াবহ শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে।

আজকাল অনেকে প্রগতি-উৎকর্ষ-স্বাধীনতা-অধিকার-সৃজনশীলতা ইত্যাদি শব্দের ছাতা মেলে তার ছায়ায় যাচ্ছেতাই করার প্রয়াস পাচ্ছে। তারা প্রগতির নামে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ গল্প-উপন্যাস, চিত্রাঙ্কন ও ভিডিও এবং অশিষ্ট ভাষণ-বক্তব্য ও মতবাদ ইত্যাদিকে বিচার বিশ্লেষণ ও দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে বলতে চাচ্ছে। এ সকল মাধ্যমে মুসলিম সমাজের শিরা-উপশিরায়ও অনাচার-পাপাচার ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা জীবননাশী রোগের মতো জেঁকে বসছে।

এ সকল পাপাচারে লিপ্ত হওয়া এবং অন্যদের মধ্যে অশালীনতা ছড়িয়ে দেয়ার গুনাহের কারণে দুনিয়ার জীবন থেকেও আল্লাহর রহমত-বরকত চলে যায়; জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ যন্ত্রণাক্লিষ্ট। অথচ মুমিনের জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তার চলন-বলনের ধরন এবং যাপিত জীবনের আদর্শিক রূপরেখা আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) সহস্রাধিক হাদিসে সবিস্তারে বলে দিয়েছেন।

অসংখ্য হাদিসে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, যখন সর্বত্র গুনাহ ও অশালীনতা ছড়িয়ে পড়বে, তখন একের পর এক ফেতনা, বিপদ-দুর্যোগ, মহামারি দেখা দেবে এবং সমাজে অশান্তি-অরাজকতা বিরাজ করবে। কাজেই মুমিনদের এসব বিষয়ে খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন এবং মুসলিম সমাজে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া সব ধরনের অন্যায়-অশালীনতা রোধে চিন্তা-ভাবনা করা ও পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক।

মহানবির মহৎ গুণ আতিথেয়তা

হেলাল উদ্দীন হাবিবী

অতিথি পরায়ণতা ইসলামের সৌন্দর্য ও মহানবি (সা.)-এর সুমহান আদর্শ। অতিথির আগমনে সন্তুষ্ট থেকে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো, তার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা ও সাধ্যমতো আপ্যায়ন করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। মেহমানদারির দ্বারা মানুষের মাঝে পারস্পরিক বন্ধন ও সৌহার্দ সৃষ্টি হয়। সামাজিক এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। প্রায় সব নবি-রাসূল ছিলেন অতিথি পরায়ণ। বিশেষ করে বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর অতিথি পরায়ণতার বিষয়টি মানুষের মাঝে ছিল প্রসিদ্ধ ও

উপমাহীন। মেহমানদারির দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়, উপার্জনে বরকত আসে, রিজিক বৃদ্ধি পায় এবং বিপদ-আপদ দূর হয়। সংগত কারণেই ইসলামে মেহমানদারির গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, তারা তাদের (মেহমানদের) নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও। যাদের অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর, আয়াত : ০৯)।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ওপর এবং পরকালের ওপর ইমান আনে, সে যেন নিজ মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ওপর এবং আখেরাতের ওপর ইমান আনে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর এবং পরকালের ওপর ইমান আনে, সে যেন কল্যাণের কথা বলে অথবা চুপ থাকে। (সহিহ বুখারি)।

হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি করিম (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিজিক প্রশস্ত হোক এবং হায়াত দীর্ঘ হোক, সে যেন আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। (সহিহ বুখারি)।

প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.) মেহমানদের সামনে সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন এবং বিদায়ের সময় মেহমানদের বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করতেন। তিনি মেহমানদারির ক্ষেত্রে ধনী-গরিব, মুসলিম-অমুসলিমের তারতম্য করতেন না। তাই অনেক অমুসলিম ব্যক্তিবর্গও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নবি করিম (সা.) ইরশাদ করেন, যে অলিমায় কেবল ধনীদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং গরিবদের বাদ দেওয়া হয়, তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার। (সহিহ বুখারি)।

হজরত সালমান ফারসি (রা.) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এলাম। তখন তিনি একটি বালিশে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বালিশটি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন এবং বললেন, হে সালমান! যদি কেউ নিজ মুসলমান ভাইয়ের সম্মানে একটি বালিশও এগিয়ে দেয়, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। (হায়াতুস সাহাবা)।

মনে রাখতে হবে, মেহমান কখনো মেজবানের রিজিক ভক্ষণ করে না, বরং প্রত্যেক মেহমান তার জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত রিজিক ভক্ষণ করে। সুতরাং মেহমানের আগমনে অসন্তুষ্ট হওয়া বা অন্তরে সংকীর্ণতা রাখা অনুচিত ও নিন্দনীয়।

৭০ জন নবী নামাজ আদায় করেছিলেন যে মসজিদে

পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রসুল এসেছেন। সৌদি আরবের দক্ষিণ মিনার আল-দিবাআ পর্বতের পাদদেশে এমন একটি মসজিদ রয়েছে যেখানে মহানবী (সা.), মুসা (আ.)-সহ ৭০ জন নবী নামাজ আদায় করেছেন। এ জন্য একে নবীদের মসজিদ বলা হয়। মূলত এর নাম মসজিদুল খাইফ। যা ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মসজিদ।

মসজিদের সামনে স্থাপিত সাইনবোর্ডে বেশ ৭টি ভাষায় লেখা রয়েছে মসজিদের নাম। সেখানে বাংলাতেও লেখা আছে- আল খায়েফ মসজিদ।

মিনার দক্ষিণে ছোট জামরার কাছে এ প্রাচীন মসজিদটি অবস্থিত। রাসূল (সা.) মিনায় অবস্থানকালে এ মসজিদে নামাজ আদায় করতেন (তবারানি আওসাত: ৫৪০৭)।

বৃহদাকার মসজিদের উঁচু মিনারগুলো বেশ দূর থেকে পাহাড়ের চূড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নবীজি বিদায় হজে মসজিদে খায়েফে নামাজ পড়েছেন। এ মসজিদের অনেক ফজিলত হাদিস ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় এসেছে, এই মসজিদের দৈর্ঘ্য ছিল ১২০ মিটার এবং প্রস্ত ছিল ৫৫ মিটার। সে হিসাবে এটি ছিল ওই সময় আরব অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মসজিদ। এমনকি তখন মসজিদে হারামের চেয়েও বড় ছিল এই মসজিদের আয়তন।

৮৭৪ হিজরিতে মিসরের মামলুকি সুলতান কাইতবা এই মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন। মসজিদের ওই স্থাপনাটি কয়েক দশক আগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

এখন থেকে তিন দশক আগে ১৪০৭ হিজরিতে এই মসজিদ পরিবর্ধন ও পুনর্নির্মাণ এক বিশাল পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মসজিদের আয়তন আগের চেয়ে চারগুণ বাড়িয়ে প্রায় ২৫ হাজার বর্গমিটার করা হয়।

খায়েফ মসজিদে এখন ৩০ হাজার মুসল্লি একত্রে নামাজ আদায় করতে পারেন। মসজিদের চারকোণায় অবস্থিত চারটি সুউচ্চ মিনার মসজিদটিকে দান করেছে অপার সৌন্দর্য।

খায়েফ মসজিদ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের এক স্মৃতিচিহ্ন।

ইতিহাসে এসেছে, পঞ্চম হিজরিতে ইহুদিদের প্ররোচনায় মক্কার কাফেররা মদিনায় হামলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যে তারা কিছু আরব গোত্রের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করে। এই সন্ধি চুক্তি করার জন্য মক্কার কাফেররা যে স্থানটি বেছে নেয় পরে সেখানেই খায়েফ মসজিদ নির্মিত হয়।

মূলত মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফের গোত্রগুলোর ঐক্যের ব্যর্থতার নিদর্শন হিসেবে মসজিদটি দাঁড়িয়ে প্রতিনিয়ত ঘোষণা করছে, ইসলামের বিজয়গাঁথা ইতিহাসকে।

হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) খায়েফ মসজিদের যে জায়গায় দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেছিলেন ওসমানিয় শাসনামলে সেখানে একটি বড় গম্বুজ ও মেহরাব তৈরি করা হয়। এখন অবশ্য সেটি আর নেই।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
০৫.০৭.২৪ শুক্রবার	3:14	4:48	01:45	6:40	9:29	10:45
০৬.০৭.২৪ শনিবার	3:15	4:49	01:30	6:40	9:29	10:45
০৭.০৭.২৪ রবিবার	3:17	4:50	01:30	6:40	9:28	10:45
০৮.০৭.২৪ সোমবার	3:18	4:51	01:30	6:40	9:28	10:45
০৯.০৭.২৪ মঙ্গলবার	3:20	4:52	01:30	6:39	9:27	10:45
১০.০৭.২৪ বুধবার	3:21	4:53	01:30	6:39	9:26	10:45
১১.০৭.২৪ বৃহস্পতিবার	3:22	4:54	01:30	6:39	9:26	10:45

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে আইসিসি সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ

পোস্ট ডেস্ক : সম্প্রতি শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজন নিয়ে আইসিসি'র একাধিক বোর্ডের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে এ মাসে অনুষ্ঠেয় আইসিসির সভায় প্রশ্ন তোলা হবে বলেও জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে যৌথভাবে আয়োজিত বিশ্বকাপে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। যুক্তরাষ্ট্রে এবারই প্রথম আইসিসির কোনো বৈশ্বিক ট্রফি অনুষ্ঠিত হলো, যদিও গ্রুপ পর্বের পরে সেখানে কোনো ম্যাচ হয়নি। সুপার এইট, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল উপস্থিতি ভালো থাকলেও গ্যালারি পূর্ণ ছিল না। গায়ানায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে একাধিকবার। তবে সে ম্যাচের জন্য কোনো রিজার্ভ ডে ছিল না। ভারত আবার টুর্নামেন্ট শুরুর আগে থেকেই জানত, সেমিফাইনালে উঠলে তারা কোন মাঠে খেলবে। ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা সেমিফাইনালে ওঠা নিশ্চিত করলেও তারা কোন মাঠে খেলবে, সেটি নিশ্চিত ছিল না। এ নিয়মের সমালোচনাও করেছেন অনেকে। ভারতীয় উপমহাদেশের, বিশেষ করে ভারতের টেলিভিশন দর্শকদের কথা

হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিভিন্ন ভেন্যুতে। ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সদ্য সমাপ্ত এ টুর্নামেন্ট নিয়ে সামনের সভায় প্রশ্ন তুলবে আইসিসির একাধিক সদস্য। নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামসহ ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাধিক পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। টি-টোয়েন্টির আদর্শ বিজ্ঞাপন হতে পারে কি না এমন পিচ, বিশ্বকাপ চলার সময়ই এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। যদিও কঠিন পিচের কারণে ব্যাট-বলের লড়াইয়ে একটা ভারসাম্য ছিল, সেটিও অনেকে মনে করেন। তবে বিশ্বকাপজুড়েই লজিস্টিক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট সবাইকে।

যুক্তরাষ্ট্রসহ মোট সাতটি দেশে হয়েছে বিশ্বকাপ। ক্যারিবিয়াতে এক ঘণ্টার ফ্লাইটেও মাঝেমধ্যে ২০ ঘণ্টা লেগেছে।

গায়ানায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালের পর ফাইনালের ভেন্যু বার্বাডোসে যাওয়ার সরাসরি কোনো ফ্লাইট ছিল না। ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলেছিল ইংল্যান্ড, তবে গায়ানায় ব্রিটিশ প্রিন্ট মিডিয়ার মাত্র একজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আইসিসি তাদের চার্টার ফ্লাইটে সাংবাদিকদের গায়ানা থেকে বার্বাডোসে আনে। তবে সমর্থকদের স্বাভাবিকভাবেই সে সৌভাগ্য হয়নি। ফাইনালে দর্শক মাথায় রেখে একটি সেমিফাইনাল, ফাইনালসহ অনেক ম্যাচই শুরু হয়েছিল স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। সাধারণত টি-টোয়েন্টি ফ্লাডলাইটের নিচেই বেশি জমে বলে মনে করেন অনেকে। ভারতের টেলিভিশন দর্শকদের কথা মাথায় রেখে করা এ সূচির ছাপ ছিল ফাঁকা গ্যালারিতেও। অবশ্য এবারই প্রথম ২০টি দল নিয়ে হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, টুর্নামেন্টটির ইতিহাসে যা সর্বোচ্চ। সামনে দলের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে কি না, সে আলোচনাও উঠেছে। ২৪টি দল নিয়ে বিশ্বকাপ হলে ছয়টি দলের চারটি গ্রুপ হবে। এর মানে ভারতের মতো দলের ম্যাচও একটি বাড়বে। ফলে ব্রডকাস্টারদের কাছে সেটি আকর্ষণীয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে আইসিসির কর্মকর্তারা ক্রিকবাজকে বলেছেন, দলের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা এখনই তাদের নেই। ২০২৬ সালে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, সেখানেও খেলবে ২০টি দলই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের তার পরের দুটি আসর ২০২৮ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এবং ২০৩০ সালে যুক্তরাজ্য, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হবে। ওই দুটি আসরে দলের সংখ্যা বাড়ানোর সম্ভাবনা অবশ্য এখনই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

কোপা-ইউরোয় যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো মেসি-রোনালদোর

পোস্ট ডেস্ক : কোপা আমেরিকায় লিওনেল মেসি আর ইউরোয় ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর এবার অন্যরকম অভিজ্ঞতা হলো। নিজ নিজ দেশের সর্বোচ্চ গোলদাতা তারা দুজন, রোনালদো তো আন্তর্জাতিক ফুটবল ইতিহাসেই সর্বোচ্চ গোলের মালিক। অথচ এবার নিজ নিজ মহাদেশের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় খেলতে নেমে গ্রুপ পর্বে কোনো গোলই পেলেন না তারা!

রোনালদোর ক্যারিয়ারে এমন অভিজ্ঞতা এবারই প্রথম। পর্তুগালের হয়ে গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচে মাঠে নেমে একবারও লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি। যদিও তিন ম্যাচেই ভুরি ভুরি গোলের সুযোগ তৈরি করেছিলেন।

মেসির অবশ্য এমন অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। নিজের প্রথম দুই কোপা আমেরিকায় গ্রুপ পর্বে তার পায়ে কোনো গোল আসেনি। ২০০৭ এবং ২০১১ কোপার পর অবশ্য চার কোপাতেই গ্রুপ পর্বে গোল করেন তিনি।

ইউরোর মঞ্চে প্রথমবার রোনালদো হাজির হন ২০০৪ সালে। সেই যে শুরু এরপর একে একে ছয় ইউরোতে খেললেন তিনি। কিন্তু আগের পাঁচবারই গ্রুপ পর্ব শেষে তার নামের পাশে গোল থাকলেও এবার গোলের খাতা শুন্য।

মেসি নিজের খেলা তৃতীয় কোপায় এসে প্রথমবার গ্রুপ পর্বে জাল খুঁজে পান। ২০১৫ কোপায় প্রথম ম্যাচেই গোল পেয়ে যান। পরেরবার তো গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে হ্যাটট্রিকও করেছিলেন। ২০১৯ এবং ২০২১ কোপা আমেরিকার গ্রুপ পর্বেও তার গোলের ধারা অব্যাহত থাকে।

এবারের গ্রুপ পর্বে অবশ্য তিন ম্যাচের মধ্যে দুটিতে মাঠে নামা হয়েছে মেসির। শেষ ম্যাচে পেরুর বিপক্ষে চোটের কারণে মাঠে নামা হয়নি তার। সে চোট কাটিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ফিরবেন মেসি, এমনটাই প্রত্যাশা টিম ম্যানেজমেন্টের।

ইংল্যান্ড দলের সঙ্গেই থাকবেন অ্যান্ডারসন

পোস্ট ডেস্ক : চলতি মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। ঘরের মাঠে ক্যারিবীয়ানদের বিপক্ষে তিন টেস্টের এই সিরিজের প্রথম ম্যাচ দিয়েই বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন কিংবদন্তি ইংলিশ পেসার জেমস অ্যান্ডারসন।

তবে অবসরের পরও সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে ইংল্যান্ড দলের সঙ্গেই থাকবেন তিনি। লর্ডস টেস্ট দিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করার পর অ্যান্ডারসন ইংল্যান্ড দলের কাজ করবেন ফাস্ট বোলিং মেন্টর হিসেবে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি।

অ্যান্ডারসনের নতুন ভূমিকার কথা জানিয়ে এই ইসিবি কর্তা বলেন, লর্ডস টেস্ট শেষে জিমি আমাদের দলের সঙ্গে থাকবে এবং মেন্টর হিসেবে কিছুটা সহায়তা করবে। ইংলিশ ক্রিকেটকে তার অনেক কিছু দেওয়ার আছে। আমরা তা হারাতে চাই না। আমরা যখন প্রস্তাব দিলাম, তখন সে আগ্রহী ছিল। সামনে তার অনেক সুযোগ থাকবে। যদি সে ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, তাতে ইংলিশ ক্রিকেট খুবই ভাগ্যবান হবে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায়ের ঘোষণা দিলেও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট নিয়ে এখনো কিছু জানাননি অ্যান্ডারসন। বর্তমানে কাউন্টি ক্লাব ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে খেলছেন তিনি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টেস্টের জন্য ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড।

কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ড

পোস্ট ডেস্ক : ম্যাচের শুরুতেই গোল হজম করলো ইংল্যান্ড। এরপর গোল শোধ করা দূরের কথা ছন্দই যেন খুজে পাচ্ছিল না তারা। দ্বিতীয়ার্ধেও একাধিক গোলের সুযোগ পেলেও হাতছাড়া হয়ে যায়। শেষ মুহূর্তে দুর্দান্ত এক গোলে দলকে ম্যাচে ফেরান জুড বেলিংহ্যাম। আর অতিরিক্ত সময়ের শুরুতে জালের দেখা পেলেন হ্যারি কেইন।

রোববার জার্মানির পশ্চিমের শহর গেলসেনকিরশেনে চলতি ইউরো চ্যাম্পিনশিপের শেষ ষোলোর ম্যাচে স্লোভেনিয়াকে ২-১ গোলে হারায় ইংলিশরা। এই জয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল গতবারের ফাইনালিস্টরা।

প্রথমার্ধে ইভান শারাঞ্জ স্লোভাকিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার পর ৯৫তম মিনিটে সমতা টানেন বেলিংহ্যাম। অতিরিক্ত সময়ে ব্যবধান গড়ে দেন কেইন।

আনুশকার সঙ্গে যেভাবে ফ্লার্ট করতেন কোহলি

পোস্ট ডেস্ক : তখনও বিরাট কোহলি এবং আনুশকা শর্মার সম্পর্কের খবর জানাজানি হয়নি। কেবল একটু-আধটু গুঞ্জন ছড়াচ্ছে। সে সময় একটা ম্যাগাজিনের জন্য সাক্ষাৎকার নিতে আনুশকা শর্মার বাড়িতে গিয়েছিলেন ইনস্টাগ্রামে ফেডি বার্ডি হিসেবে পরিচিত এক সংবাদকর্মী। ঘটনাচক্রে কোহলির সঙ্গে আনুশকার ফোনালাপের কিছু অংশ শুনে ফেলেন তিনি।

সম্প্রতি ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর কোহলি-আনুশকার প্রেমের হাওয়ায় নিজের সে স্মৃতির চিরকুট উড়িয়ে দিলেন ফেডি। ওই সাক্ষাৎকারে কোহলির সঙ্গে তার প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে প্রশ্ন করলেও আনুশকা তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এমন ভাব করেন, যেন এই বিষয়ে কিছুই জানেন না তিনি। তবে এর মিনিট দুয়েক পরেই হঠাৎ আনুশকার ফোন বেজে ওঠে।

ফেডির ভাষায়, 'রুমে তখন সুনসান নীরবতা বিরাজমান, তাই ফোনের ওপাশের কথাবার্তা সব শুনছিলাম আমি। কোহলি তখন আনুশকার সঙ্গে খুব ভদ্রভাবে ফ্লার্ট করছিল,ডিনারের প্ল্যান করছিল।' টিম ইন্ডিয়ার কান্না দেখে যে আবেগঘন প্রশ্ন করল আনুশকা-কোহলির মেয়ে

ফেডি বার্ডির পোস্টের নিচে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আনুশকা শর্মাও। ভালোবাসা এবং আলিঙ্গনের বেশকিছু ইমোজি দিয়ে তিনিও সে স্মৃতি রোমন্থন করেন।

প্রসঙ্গত, ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর কোহলির বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে এক ছবি পোস্ট করে আনুশকা ইনস্টাগ্রামে লিখেছিলেন, 'এবংএই মানুষটাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আপন বলতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।'

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ফাইনালে কোহলির ৫৯ বলে খেলা ৭৬ রানের ইনিংসেই চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ে ভারত। সে ইনিংসের সুবাদে ৭ রানে

বাংলা পোস্ট

বিএনপি কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে?

এ কে এম শাহনাওয়াজ

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও এদেশে দ্বিধাবিভক্তি দেখতে হচ্ছে। এ বিভক্তি ১৯৭৫-এর পর থেকেই স্পষ্ট হচ্ছিল। মুক্তিযুদ্ধস্নাত একটি দেশের জন্য যা ছিল একেবারে অভাবিত। যেখানে বাংলাদেশের মতো মুক্তিযুদ্ধের পথ পেরিয়ে জন্ম নেওয়া দেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা নিশ্চিহ্ন হয় বা নির্বাসিত হয়, সেখানে পরম আদরে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হলো জামায়াতে ইসলামী। এখন অনেকটা ডালপালা ছড়িয়েছে। অবশ্য এ দেশের সাধারণ মানুষের অন্তরে দৃঢ়মূল প্রথিত করতে পারেনি। স্বর্ণলতার মতো বন্ধুপ্রতিম গাছের ডাল জড়িয়ে বেড়ে উঠেছিল। আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতা গাছের রস শুষে নিজ দেহ খোলতাই করেছে আর বন্ধুকে করে তুলেছে কৃশকায়।

জামায়াতে ইসলামী দলটি শুধু মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেনি, জঘন্য অপরাধের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ে। মওদুদিবাদের বিতর্কিত আদর্শ ধারণ করে ধর্মের নাম ভাঙিয়ে হানাদার পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর স্থানীয় দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা এ দেশের অসংখ্য মানুষ বলতে পারবেন, একাত্তরে জামায়াতে ইসলামী কতটা আতঙ্ক আর ঘৃণার নাম ছিল। এ দলের নেতাকর্মীরা ধর্মের নাম ভাঙিয়ে-পবিত্র ইসলাম ধর্মকে কলুষিত করে হেন অপকর্ম নেই যে, একাত্তরে করেনি। দুর্ভাগ্য এই, আজকে সুবিধাবাদী নেতাদের মিথ্যা ব্যাখ্যায় আচ্ছন্ন ইতিহাসবিচ্ছিন্ন তরুণ জামায়াত-শিবির কর্মীরা এই অতীত না জেনে অপরাধীদের রক্ষায় ধর্মের সঙ্গে, মানবতার সঙ্গে শত্রুতা করছে। গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগকারী হানাদারদের সহযোগী এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ না করে, তাদের রক্ষার জন্য এখনো দেশ ও জাতির বক্ষ বিদীর্ণ করছে। একইভাবে এদের রক্ষা করার পাপ কাঁধে তুলে নিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের কাতারে নিজেদের যুক্ত করছে বিএনপির মতো একটি জনপ্রিয় দল। কিছু সংখ্যক নেতানেত্রীর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত লোভের আগুনে পুড়ছে দলের প্রতি অসংখ্য নেতাকর্মীর ভালোবাসা।

অনেকে বলবেন, রাজনীতির মাঠে জামায়াত এখন অনেকটা নিষ্ক্রিয়। এটি তো সময়ের ফের। বর্তমান আওয়ামী লীগ শাসনের ধারাবাহিকতার শুরুতে মূল তরু বিএনপি কোণঠাসা হয়ে পড়ার সময় স্বর্ণলতা জামায়াত রসাস্বাদন করতে না পেরে নির্জীব তো হবেই। কিন্তু বসে নেই-রক্তবীজ তৈরি করছে নিজের ভেতর থেকে। এ দেশে সুবিধাবাদী রাজনীতি যতদিন সক্রিয় থাকবে, অন্ধকারের জীবদের প্রাণভোমরা ততদিন প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল থাকবেই। নানা জাতের রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে এরা প্রশ্রয় পাবেই।

বিএনপির যেহেতু বড় ময়দানে একা হাঁটার সামর্থ্য কম, তাই জামায়াতকে সে ছাড়তে পারবে না। তা সে জামায়াতের নিবন্ধন থাক বা না থাক। বিএনপির দলীয় আদর্শে পাকিস্তানপন্থা তো জিয়াউর রহমান দলটির জন্মলগ্ন থেকেই নিশ্চিত করেছেন। জামায়াতকে পাশে নিয়েই তো রাজনীতির মাঠে হাঁটছিলেন তারেক রহমান। অনেককাল থেকেই রাজনীতির মাঠে বিপন্ন-বিধ্বস্ত এদেশের বাম দলগুলো মৌলিক আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে পায়ের নিচে মাটি ফিরে পেতে জামায়াত-বিএনপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। কোনো কোনো বাম ধারার আওয়ামী লীগে থাকা নেতা যথাযোগ্য সম্মান ও পদ-পদবি না পেয়ে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে আসন পেতে বসেছেন। জামায়াতের মতো স্বর্ণলতারা দ্রুতই এদের বন্ধু বানাতে পারবে।

১৯৭৫ সালের পর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী জামায়াতে ইসলামী মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের আশ্রয়ে এদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয়। সেদিন চমকে উঠেছিল বাংলাদেশের সুস্থ ধারার মানুষ। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যা-উত্তর সামরিক বাহিনীর ভেতর অভ্যুত্থান-পালটা অভ্যুত্থানের বাস্তবতায় যে গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, সে কারণে তেমনভাবে প্রতিবাদের শব্দ উচ্চারিত হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান তার রণাঙ্গনের পরিচয় পালটে ফেললেন। নিজের গড়া নতুন দলের শক্তি খুঁজতে চাইলেন মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের কাছ থেকে।

জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত ক্যারিশমায় এবং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতার সুবিধায় বিএনপি নামের দলটি বেশ গুছিয়ে উঠিয়েছিল। কিন্তু সংকট তৈরি হয় জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর। খালেদা জিয়াকে নেতৃত্বে এনে আপাত সামাল দিলেও হীনম্মন্যতা থেকে বেরোতে পারেনি বিএনপি নেতৃত্ব।

আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া দল। অন্যান্য দলও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। ঠিক অমন একটি প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের পরে জন্ম নেওয়া বিএনপি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সম্ভবত হীনম্মন্যতায় ভুগছিল। তাই অনেক বেশি সক্রিয় হতে চেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের গৌরব নিজেদের গায়ে মেখে, একদিকে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করতে; অন্যদিকে জামায়াতের ইচ্ছায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভুলিয়ে দিতে চাইল নতুন প্রজন্মের মন থেকে। মানতে হবে এসব উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মিথ্যার বেসাতির ডালা খোলা হয়েছিল জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা যে কাজ করেননি, তা অবলীলায় করলেন পরবর্তী বিএনপি নেতৃত্ব। অপ্রয়োজনে শুধু আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজ দলকে সংশ্লিষ্ট করার উদগ্র বাসনায় জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বানানো হলো। এ কাণ্ডে জিয়াউর রহমানের বিদেহী আত্মা নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিল। এমন আচরণ বিএনপি নেতৃত্বের হীনম্মন্যতারই বহিঃপ্রকাশ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য বিএনপি পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চিত্র ও বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ইত্যাদি বিকৃত করার ক্ষেত্রে নানা ভূমিকা রাখল।

আমরা জানি ঐতিহ্যহীন ভুঁইফোঁড় রাজনীতির কুশীলবরা প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দিয়ে সময়ের নানা বাঁকে বাস্তবতাকে গ্রহণ-বর্জনের ঔদার্যে দল পুনর্গঠন করে। আদর্শের রূপান্তর ঘটানোর স্থিতিস্থাপকতা থাকে। কিন্তু বারো রকমের নেতানেত্রীর দল বিএনপি কূটকৌশলী হতেও যেন ব্যর্থ হচ্ছে। রাষ্ট্রক্ষমতা মুখ্য হলেও সিংহাসনে অধিষ্ঠান নিষ্কণ্টক করার জন্য যে কখনো দম নিতে হয়, মোক্ষম সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, বর্তমানের নেতৃত্ব সে অপেক্ষা করতে নারাজ। তাই স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করতে না পেরে, নিজ দলকে জটিল সংকটে ফেলে দিচ্ছে।

কর্মী-সমর্থকের বিচারে বিএনপি এ দেশের অন্যতম বড় দল। এমন জনসমর্থনও বিএনপির স্বার্থবাদী দুর্বল নেতৃত্বকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পারেনি। জনগণকে নিয়ে ইতিবাচক রাজনীতি করার মতো সাহসী হতে পারেনি। তরুণ প্রজন্মের ভোটারকে আকৃষ্ট করতে চায়নি নিজ দলের দিকে। তাই মসনদে পৌঁছার জন্য বারবার জামায়াতে ইসলামীর ভোট গুনেছে। কিন্তু সে ভোটের অন্তর্জালাকে অনুভব করতে চায়নি।

আরও এক দশক আগের কথা বলছি। তখন থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের বেসুরো হাঁটা, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নানা ব্যর্থতা, ছাত্রলীগ সন্ত্রাসের বাড়বাড়ন্ত ইত্যাদি আওয়ামী লীগকে অনেকটা ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিল। এ অবস্থাকে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে ধারণ করতে পারেননি বিএনপি নেতৃত্ব। বুঝতে পারেননি জনদাবি। মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করে এবং অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করে ঘুরে দাঁড়ানোর পথ তৈরি করে ফেলেছিল আওয়ামী লীগ। এ বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে জাতির সামনে নিজের স্বচ্ছ অবস্থান উপস্থাপনের একটি মহাসুযোগ এসেছিল বিএনপির সামনে। জামায়াতের সঙ্গে বন্ধুত্ব থেকে সরে আসার এ সুযোগ বিএনপির নিতে পারা ছিল একটি সাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয়। কিন্তু তেমন প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পারেননি বিএনপির নীতিনির্ধারকরা। সময়ের বাস্তবতায় আওয়ামী লীগের আর জামায়াতের দিকে মুখ ফেরানোর মতো ভুল করার সুযোগ ছিল না।

বিএনপি নেতৃত্বের বিশ্বাসের জায়গা দৃঢ় হয়েছিল যে, জামায়াতের সমর্থন ছাড়া আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনের মাঠে হাঁটা কঠিন। তাই ছাড়তে পারেনি জামায়াতকে। এখন তো প্রেক্ষাপট পালটেছে। নিবন্ধন হারানো জামায়াত নির্বাচনের মাঠে কাজে লাগছে না। খুচরা বাম দলগুলোকে দলে ভিড়িয়েও স্বস্তি নেই। শুধু কণ্ঠশীলন ছাড়া ভোট পাওয়ার সামর্থ্য তেমন নেই এ দলগুলোর। আর তাই হতাশ বিএনপি নির্বাচন এলেই নানা ছুতোনাতায় নির্বাচন বর্জন করে যাচ্ছে।

এমন বাস্তবতায় নানা প্রেক্ষাপট তৈরিতে সক্রিয় থাকবেই বিএনপি। আওয়ামী লীগের বড় দুর্বলতাটি তো বিএনপির জানাই আছে। সুস্থ ও স্বচ্ছভাবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধারায় নির্বাচন করছে না। সাধারণ ভোটারকে অনেকটা নির্বাচনবিমুখ করে তুলেছে। তাই গণতন্ত্রহীন দুর্বল রাজনৈতিক পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরকার পতন ঘটানো ছাড়া বিএনপির হাতে তেমন বিকল্প নেই। না হলে পাঁচ বছর পর নির্বাচনি খেলায় আওয়ামী লীগ নিজেকে আরও শক্ত করে ফেলবে। তখন বিএনপি কী করবে! নির্বাচনে না গিয়ে নিবন্ধন হারাবে, নাকি নির্বাচনে গিয়ে ধরাশায়ী হবে!

ধরাশায়ী হওয়ার আশঙ্কা কেন করছি, আমরা অনেক আগে থেকেই লিখে আসছি, যৌক্তিক ও নিয়মতান্ত্রিক পথে হেঁটে দলকে পুনর্বিন্যাস করতে পারলে-তৃণমূল পর্যন্ত দলীয় তৎপরতা বাড়াতে পারলে এবং নেতৃত্বের জায়গাটি স্পষ্ট করতে পারলে, রাজনীতির অঙ্গনে বিএনপির শক্ত অবস্থানে দাঁড়ানো এখনো হয়তো সম্ভব। আওয়ামী লীগ যেভাবে দাম্ভিক হয়ে উঠেছে, কঠিন দলীয়করণে সাধারণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তুলছে, রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলছে সমাজকে-এসব নেতিবাচক দিকগুলো কাজে লাগিয়ে, সুস্থ ধারার রাজনৈতিক দলের পক্ষে রাজনৈতিক মঞ্চের সামনের সারিতে এসে দাঁড়ানো কঠিন নয়। কিন্তু বিএনপির অতীত তেমন আত্মবিশ্বাস গড়ায় বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অতীত পাপের জন্য ক্ষমা কি চাইতে পারবে জনগণের কাছে?

ফ্রান্সে শঙ্কায় মুসলিমরা

বেশি মানুষ এমন একটি দলের জন্য ভোট দিয়েছে যারা জনসমক্ষে পর্দা নিষিদ্ধ করার প্রচারণা চালাচ্ছে, এটি জানতে পারা বেদনাদায়ক।

ফাতিমাতা হিজাব পরে করেন এবং মৌরিতানীয় ও সেনেগালীয় অভিবাসী বাবা-মায়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। লে পেনের দল ফ্রান্সের অভিবাসী সম্প্রদায়কে প্রায় সময় আক্রমণ করে বক্তব্য দিয়ে আসছে। তিনি প্যারিসের উপকণ্ঠের দরিদ্র অঞ্চলগুলোতে বড় হয়েছেন। অঞ্চলটিতে অভিবাসী ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস।

লে পেন জনসমক্ষে হিজাব নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লে পেনের উত্তরসূরি জর্ডান বারডেলা এগিয়ে রয়েছেন। তিনি বলেছেন, পর্দা একটি বৈষম্যের হাতিয়ার। প্যারিসের উত্তরাঞ্চলের জনবহুল ব্যানলিউকের 'ইসলামিকরণ'-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এবং তার দল ক্ষমতা পেলে দ্বৈত নাগরিকদের কিছু 'কৌশলগত' রাষ্ট্রীয় কাজে নিষিদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বারডেলা বলেন, আমি নিজের দেশেই বিদেশি হয়ে ওঠার অনুভূতি পেয়েছি। আমি আমার প্রতিবেশে ইসলামিকরণ অনুভব করেছি।

সাইন-সেন্ট-ডেনিস থেকে আসা ফাতিমাতা বলেন, আমি ১৩ বছর বয়সে ফরাসি নাগরিকত্ব পেয়েছিলাম। আমি ভাবতে পারি না যে, আমার মতো ১৩ বছরের একটি মেয়ে হয়ত অনেক কিছু অর্জন করতে পারবে না আরএনের জয়ী হওয়ার কারণে।

প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সম্প্রতি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে কট্টর ডানপন্থিদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর আগাম নির্বাচন ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তার ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ বুমেরাং হয়ে গেছে। রবিবার আরএন ভোটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্জন করেছে। বামপন্থি জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল। ২৭ বছর বয়সী এক মার্কেটিং কর্মী ইলিয়াস বলেন, অনেক মুসলিম ভাবছে যদি আরএন শাসন করতে শুরু করে তবে তাদের ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বিবেচনা করতে হবে। অনেক পেশাজীবী ইতোমধ্যে এমন বিবেচনা শুরু করেছেন।

চলতি বছরের শুরুর দিকে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ইসলামবিদ্বেষের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে ফরাসি মুসলমানরা বিদেশে চাকরির সন্ধানে দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন।

ইলিয়াস বলেন, যদি আমরা সবাই চলে যাই, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রতিরোধ করবে কে? আমি মনে করি থাকাটা জরুরি, অন্তত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। আমি আমার ছোট ভাইয়ের জন্য ভীত। তার বয়স ১৫ বছর এবং ১৩ বছর বয়সেই তার প্রথম পুলিশ চেক হয়েছে।

১৮ বছর বয়সী আলজেরিয়ান বংশোদ্ভূত ছাত্রী তিজিরি মেসাউদেন বলেন, দ্বৈত নাগরিকত্বের ওপর বারডেলার অবস্থান তাকে সবচেয়ে বেশি ভীত করে তুলেছে। ন্যাশনাল র‍্যালি বলছে যে দ্বৈত নাগরিকত্বধারীদের কিছু 'কৌশলগত অবস্থানে' কাজ করতে দেওয়া হবে না। এটি আমার ভবিষ্যৎকে হুমকির মুখে ফেলছে।

মেসাউদেন আরও বলেন, ম্যাক্রোঁর অধীনে আমরা একটি নাজুক ইসলামবিদ্বেষীয় এবং বর্ণবাদী পরিবেশে বসবাস করেছি। মুসলমানরা এবং বিদেশি বংশোদ্ভূত মানুষরা লক্ষ্যবস্তু ছিলেন।

ফরাসি আইনি বিশেষজ্ঞ রিম-সারাহ আলোয়ান বলেছেন, নিয়মতান্ত্রিকভাবে ন্যাশনাল র‍্যালির কিছু লক্ষ্য অর্জন করা 'তাত্ত্বিকভাবে অসম্ভব' হবে।

সংবাদমাধ্যমে কট্টর ডানপন্থি বক্তব্য নিয়ে গবেষণা করা বেনিয়মিন টেইন্টুরিয়ার বলেছেন, যদি শাসক গোষ্ঠী এমন ধারণা প্রচার করে যে মানুষদের তাদের উৎপত্তি অনুযায়ী বৈষম্য করা গ্রহণযোগ্য, তবে এটি পুলিশি সহিংসতাকে বৈধতা দিতে পারে ও তা বাড়াতে পারে।

এদিকে কট্টর ডানপন্থি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে দেশ শাসনের ঝুঁকিতে থাকা ম্যাক্রোঁ ভোটারদের নিজেদের পক্ষে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। কট্টর ডান বা বামপন্থার বিজয়ের ক্ষেত্রে 'গৃহযুদ্ধ'-এর আশঙ্কা সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন।

জাতিসংঘের বৈঠকে যোগ দিলো তালেবান

পোস্ট ডেস্ক : এই প্রথম কাতারের দোহায় জাতিসংঘ আয়োজিত আফগানিস্তান বিষয়ক বৈঠকে যোগ দিল তালিবান। কাবুল থেকে আফগানিস্তান উড়ে গেলেন তালিবান মুখপাত্র, সংবাদমাধ্যমের সামনে পরিচিত মুখ জাবিউল্লাহ মুজাহিদ। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে বিশ্বজুড়ে নারী অধিকার কর্মীরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। এই বৈঠকে ভারতের প্রবীণ কূটনীতিক জেপি সিং-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং ইরান বিভাগের প্রধান জেপি সিং বৈঠকের আগে তালেবান প্রতিনিধিদের সাথে দেখাও করেছেন। এ প্রসঙ্গে তালেবান সরকারের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "দুই দেশের সম্পর্কের উন্নয়নের বিষয়ে মতামত বিনিময় হয়েছে।" ভারত দোহা বৈঠকে তালেবানের অবস্থানকে সমর্থন করেছে, বিপরীতে আফগানিস্তানে ভারতের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে তালেবান সরকার। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত আফগনিস্তানের অর্থনীতি এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার প্রভাব জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন বৈঠকে একাধিকবার গুরুত্ব পেয়েছে, আলোচনায় মাদক এবং দেশের অন্যান্য বিষয়গুলিতেও আলোকপাত করা হয়েছে।

এবারেও বৈঠকের আগে শর্ত দিয়েছিল তালিবান। বলা হয়েছিল, বৈঠকে কোনও নারীকে রাখা যাবে না। এমনিতেই রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্তারা আগে বহুবার বলেছিলেন, নারীদের অধিকার না দিলে তালিবান-শাসিত আফগান সরকারের স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু তাও নারীদের শেষ অবধি বাদ দিয়েই বৈঠক আয়োজন করা হয়েছিল। যা নিয়ে তোপ দেগেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের আফগান বিষয়ক সর্বোচ্চ কর্তা, কিরগিজস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও কূটনীতিবিদ রোজা ওতুনবায়েভা। যদিও তালিবানি মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছেন, পশ্চিমী দুনিয়ার উচিত, নারীদের নিয়ে তালিবান কী করল সেসব না দেখে বিদেশনীতিকে মজবুত করার চেষ্টা করা। তালিবানের নিজস্ব কিছু 'ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস' রয়েছে। সেসবকে মান্যতা না দিলে কোনও সদর্থক আলোচনা সম্ভব নয়।

জাতিসংঘের বৈঠকের আগে, তালেবানরা উজবেকিস্তান, রাশিয়া এবং সৌদি আরবের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেছে। তালেবানের একটি বিবৃতি অনুসারে, রিয়াদ কাবুলে "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব" তার দূতাবাস পুনরায় চালু করতে চায়। তালেবানরা জাতিসংঘ এবং পশ্চিমা দেশগুলির অধীনে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আফগানিস্তানের সমস্ত বৈদেশিক রিজার্ভ হিমায়িত রয়েছে।

কাজাখস্তানের মতো প্রতিবেশী কিছু দেশ তাদের নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর তালিকা থেকে তালেবানকে সরিয়ে দিয়েছে। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও বিষয়টি বিবেচনা করছে বলে জানা গেছে। এদিকে, চীন এই ফেব্রুয়ারিতে তালেবান শাসন দ্বারা নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম দেশ হয়ে উঠেছে।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Husband who put body in suitcase guilty of murder

Post Desk : A man who strangled his wife for having an online affair and dumped her body in a river has been found guilty of murder.

Aminan Rahman, 46, from east London, attacked 24-year-old Suma Begum during a video call with her boyfriend last April, the Old Bailey heard.

The jury was told how Rahman put her into a suitcase after choking her, at which point she might still have been alive.

Rahman is due to be sentenced on 31 July.The court heard that Rahman had "most likely" killed Ms Begum "there and then" at their flat in Tower Hamlets on the night of 29 April 2023, but had at the very least "incapacitated" her before placing her body in the suitcase and dumping it in the River Lea.

"If not already dead by then, she would have inevitably have drowned," said prosecutor Jocelyn Ledward.

The suitcase was found 10 days later by a member of the public washed up on the riverbank downstream, still containing the body of Ms Begum.

CCTV footage released by the Metropolitan Police shows Rahman leaving the block of flats, holding a child in one arm and pulling a suitcase with the other. A second clip shows him next to the river with the suitcase before throwing it in.Ms Begum had undergone an Islamic marriage over the telephone in 2019 when Rahman was in London and she was in Bangladesh, the court heard.

They had first lived in Somerset as husband and wife, where Rahman worked as a chef, before moving to east London in April 2023 where they stayed at a flat in the Docklands with their two children.

Ms Begum had started an "intimate" online relationship with a man her own age, Shahin Miah, who was living in the United Arab Emirates, and they "hoped in due course to be together", said Ms Ledward

Now you get ready'

On the night of Ms Begum's murder, her neighbours heard children screaming and a loud bang against the wall.

That same night, the jury heard, Mr Miah received a WhatsApp video call from Rahman.

When he gave evidence during the one-month trial, Mr Miah sobbed as he told jurors how Rahman had threatened to kill Ms Begum, who was in the background of the call.

"She wanted to run away and then he grabbed her by the throat," he said.

The court heard how Mr Miah received another call later that night in which Rahman told him: "Look, I have killed [her] and now you get ready."

Mr Miah told the Old Bailey: "I saw that frothing was coming out of Suma's mouth and he showed me on the video and he was swearing at me."

'Panicked'

The jury was shown CCTV of Rahman leaving the flat he shared with his wife shortly afterwards, carrying one of their children and pulling a large black suitcase.

Further footage was played of Rahman lifting the suitcase on to a metal barrier and pushing it into the River Lea.

"There is no dispute that Suma Begum was in that suitcase - placed there by the defendant," said Ms Ledward.

Giving evidence in his defence, Rahman claimed that his wife had demanded money from him to help her boyfriend join her in England.

He alleged that she had threatened to hit their elder child unless he gave her £10,000.

Rahman also claimed he had then grabbed his wife around the neck with both hands in order to defend the child, when Ms Begum collapsed to the floor.

He then "panicked" and put her body into a suitcase, the court heard.

Rahman pleaded guilty before his trial to a charge of preventing the lawful and decent burial of her body.

'Jealous rage'

Following the trial, the Metropolitan Police said the video call made by Rahman was "vital" to securing his conviction.

Det Ch Insp Kelly Allen, the lead investigator in the case, said: "Once Aminan Rahman was swiftly identified as the prime suspect, my team of homicide detectives analysed hundreds of hours of CCTV to trace his movements before and after the murder.

"We also managed to retrieve and download the full video call that Rahman made to Suma's believed boyfriend. This further proved he killed her in a jealous rage."

It had been a "challenging case" and the victim's loved ones "have had to endure a trial in which they heard graphic details of how her body was hidden by her husband", she added.

A second clip shows him next to the river with the suitcase before throwing it in.Ms Begum had undergone an Islamic marriage over the telephone in 2019 when Rahman was in London and she was in Bangladesh, the court heard.

Chess star, 9, to become youngest England player

Post Desk : A nine-year-old chess prodigy is set to make history as the youngest person ever to represent England internationally in any sport.

Bodhana Sivanandan, from Harrow, north-west London, will join the England Women's Team at the Chess Olympiad in Hungary later this year.

She is almost 15 years younger than the next-youngest teammate, 23-year-old Lan Yao.

"I found out yesterday after I came back from school, when my dad told me," Bodhana told the BBC. "I was happy. I hope I'll do well, and I'll get another title."

Malcolm Pein, manager of the England chess team, says the schoolgirl is the most remarkable prodigy British Chess has ever seen.

"It's exciting - she's on course to be one of the best British players ever," he said.

However the nine-year-old's father, Siva, says he is mystified as to where his daughter got her talent from.

"I'm an engineering graduate, as is my wife, but I'm not good at chess," he told the BBC. "I tried a couple of league games, but I was very poor."

Bodhana first picked up a pawn during the pandemic.

"When one of my dad's friends was going back to India, he gave us a few bags [of possessions]," Bodhana said. "There was a chess board, and I was interested in the pieces so I started playing."

She says chess makes her feel "good" and helps her with "lots of other things like maths, how to calculate".

Two years ago, Bodhana won all three chess world championships for the under eight age group - in the classical game, where a match lasts several hours, the rapid game, which lasts up to an hour, and the blitz game, which can be as short as three minutes.

As for preparation for Hungary, Bodhana is taking it very seriously

"On school days I practice for around one hour every day," she said. "On the weekends, I usually play tournaments, but when I don't I practice for more than an hour."

While some of her teammates are old enough to be her grandparents, Bodhana is not the only upcoming young talent.

The game is seeing a surge of interest among young people, according to Mr Pein, which he attributes to two factors - the legacy of the lockdowns and the impact of smash-hit Netflix drama The Queen's Gambit, which is about a gifted female chess player.

Mr Pein says he feels "very confident" that his prodigy will achieve her ultimate goal and become a grandmaster, the highest title in international chess.

Abhimanyu Mishra, from the US, holds the record for the youngest person to reach grandmaster in 2021, when he was just 12. But Bodhana says she intends to clinch the title at the tender age of 10. One year, she is keen to point out, before she finishes primary school.

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

University threatens court action over Gaza protests

Post Desk : Oxford University has said it will go to court to force pro-Palestine protesters to leave its land.

In an open letter addressed to the Oxford Action for Palestine (OA4P), the university said an encampment around the Radcliffe Camera should be disbanded by 7 July.

A camp outside the Museum of Natural History has already been dismantled.

Protesters have called for the university to cut financial ties with Israel and to overhaul its investment policy.

The letter said the university "recognises the importance of peaceful protest and the deeply felt concerns" about the situation in Gaza and Israel.

It said the forced entry of Wellington Square and the occupation of the Examinations Schools were "totally unacceptable".

"The university now gives notice that it intends to close the encampment around the Radcliffe Camera. You are instructed to disband the camps and vacate the land in accordance with the enclosed notice.

"If the camps are not disbanded by midnight, Sunday, July 7, the university will apply to the court for a possession order."

It added there would be no disciplinary action taken against students in respect of their presence on the camps up to that date.

Israel launched a military campaign in Gaza to destroy Hamas in response to the group's cross-border attack on southern Israel on 7 October, during which about 1,200 people were killed and 252 others were taken hostage.

More than 37,765 people have been killed in Gaza since then, according to the Hamas-run health ministry.On 6 May, protest camps were set up outside the Museum of Natural History in Oxford as well as in Cambridge.

OA4P have been demanding that the university disclose and divest any financial interests in Israel, as well as calling on it to rebuild educational institutions in Gaza that have been affected by the current conflict.

The university fenced off the area outside the Museum of Natural History on Sunday morning "in preparation for returning it to public use" and to "avoid further damage to the lawn".

An OA4P representative accused the university of a "series of repressive acts".

"In the midst of this fencing-in, members of OA4P were threatened with disciplinary action and had limited access to bathroom facilities. Now, the university turns its attention towards our Liberated Zone at the Radcliffe Camera."

GCSE Success For LEA Adult Students

Muhammad Talha: Adult students in Tower Hamlets who have been engaged through learning have been hailed for their participation.

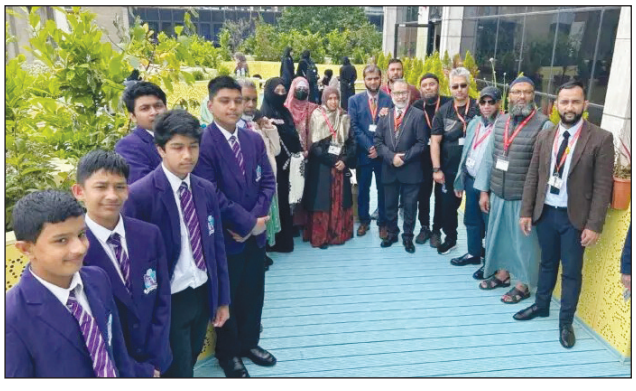

The education scheme launched by the London Enterprise Acaddmy recently celebrated a group of students completing GCSE Bangla.

The school ethos is to use this particular GCSE to raise aspirations in general and encourage adults to pursue studies and vocational training to develop and further equip themselves for life.

Speaking after the graduation celebration at the school Headteacher Ashid Ali explained the benefits of the programme, "Learning never stops and these are hopefully the first steps in these mature students pursuing further training and learning, be it for personal satisfaction and development or even a chosen career path. There are many here today who are also parents of current students at LEA and today will serve to inspire them as well as helping strengthen ties between adults, children and families.

"Through our enriching programmes our society will benefit and this will lead to these students playing an active and productive part in British life by using this experience as a springboard for positive contributions.

"Well done to everyone for this great achievement and we look forward to providing more opportunities to help support the local community."

Twenty one adults graduated with GCSE Bangla as part of the community engagement strategy at the London Enterprise Academy and it is planned that the scheme will be the first stepping stone to promoting learning and development amongst adults as well as helping to strengthen bonds between parents and their children.

Chief guest during the celebration was the cohort teacher Mesbah Ahmed. He said, "This is a deeply satisfying day. I'm pleased to have played a small part in this process and I thank Headteacher Ashid Ali for such pioneering work in making education accessible and appealing to all."

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE
UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 21 ◆ Issue: 1018 ◆ Friday 05 July - Thursday 11 July 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডা: জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

নেপাল-ভুটানের সঙ্গে ট্রানজিট করেছি ভারতে : শেখ হাসিনা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ভারতের সঙ্গে ট্রানজিটের সুবিধার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিশ্বায়নের যুগে আমরা নিজেদের দরজা বন্ধ করে রাখতে পারি না। আজকে পৃথিবীটা গোবাল ভিলেজ, একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ বন্ধ রাখার সুযোগ নেই।

বুধবার জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে সমাপনী ভাষণে এসব কথা বলেন তিনি। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশনে তিনি আরও বলেন, আমাদের ট্রান্স-এশিয়া হাইওয়ে ও ট্রান্স-এশিয়া রেলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। আজকে ভারতকে আমরা ট্রানজিট দিলাম কেন? এটা নিয়ে নানা

প্রতিক্রিয়া। আমাদের ট্রানজিট তো আছেই। ত্রিপুরা থেকে বাস চলে আসে ঢাকায়, ঢাকা হয়ে কলকাতা পর্যন্ত তো যাচ্ছে। এতে ক্ষতিটা কী হচ্ছে; বরং আমরা রাস্তার ভাড়া পাচ্ছি। সুবিধা পাচ্ছে দেশের মানুষ। অনেকে অর্থ উপার্জনও করছে। টানা চারবারের প্রধানমন্ত্রী বলেন, নেপাল, ভুটান, ভারত, বাংলাদেশ এই চারটি দেশ নিয়ে প্রত্যেকটি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে।

আমরা নেপাল-ভুটানের সঙ্গে ট্রানজিট করেছি ভারতে। এটা তো কোনো একটা দেশ না, আঞ্চলিক ট্রানজিট সুবিধা এবং যোগাযোগ সুবিধার জন্য করা হয়েছে। তিনি বলেন, নেপাল থেকে আমরা জলবিদ্যুৎ কেনা শুরু করতে যাচ্ছি, সেখানে গ্রিড লাইন করা, আমরা সেই চুক্তি করেছি, সেটা আমরা শুরু করছি, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর যে সকল রেলপথ, নৌপথ যোগাযোগ বন্ধ ছিল সেগুলো আমরা উন্মুক্ত করে দিচ্ছি।

শেখ হাসিনা বলেন, ভুটান থেকে একটি রাস্তা যাচ্ছে মিয়ানমার হয়ে থাইল্যান্ড পর্যন্ত। অথচ সেই রাস্তাটা যাচ্ছে বাংলাদেশকে বাইপাস করে। বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে --১৭ পৃষ্ঠায়

সিলেটে এক মাসে ২৭ দুর্ঘটনায় নিহত ৩০

সিলেট অফিস : সিলেটে সম্প্রতি আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে সড়ক দুর্ঘটনা। গাড়ির বেপরোয়া গতি, চালকদের অজ্ঞতা ও আইন না মানা এবং ট্রাফিক আইনের বাস্তবায়ন না হওয়াই এসব দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ বলে মন্তব্য সংশ্লিষ্টদের।

নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) সিলেট বিভাগীয় কমিটি এক প্রতিবেদনে বলছে- সদ্য বিদায়ী জুন মাসের শুরুতে সিলেট বিভাগে সড়ক দুর্ঘটনার হার কিছুটা কম থাকলে ও মাসের শেষের দিকে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। তবে গত ঈদযাত্রায় সিলেট বিভাগে সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়নি। সংগঠনটি জানায়, জুন মাসে সিলেট বিভাগে ২৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩০ জন নিহত ও ৪৫ জন আহত হয়েছেন। এ মাসে গড়ে প্রতিদিন একটি করে সড়কে ঝরেছে তাজা প্রাণ।

প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়, জুন মাসে সিলেট বিভাগে ২৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩০ জন নিহত ও ৪৫ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সিলেট ও হবিগঞ্জ জেলায়।

সিলেট জেলায় ১৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত ও ২৬ জন আহত হয়েছেন। সুনামগঞ্জ জেলায় ৪টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ জন নিহত ও ৪ জন আহত হয়েছেন।

মৌলভীবাজার জেলায় ৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ জন নিহত ও ৪ জন আহত হয়েছেন এবং হবিগঞ্জ জেলায় ৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ জন নিহত ও ৯ জন আহত হয়েছেন। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, জুন মাসে সিলেট বিভাগে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের মধ্যে ৬ জন মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী ও ১৩ জন সিএনজি ও লেগুনা চালক ও যাত্রী ও ৯ জন পথচারী রয়েছেন। --১৭ পৃষ্ঠায়

ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনে নিহত ৩৮০০০

পোস্ট ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় আরও ১২ জন নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার এ ঘটনায় নিহতদের মধ্যে একই পরিবারের ৯ জন রয়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন ঘটনার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে খান ইউনিস ছেড়ে পালিয়েছিলেন বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, সম্প্রতি ইসরায়েলের হামলায় কমপক্ষে ২ লাখ ৫০ হাজার ফিলিস্তিনি খান ইউনিসের শরণার্থী শিবির এবং তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। এতে গাজায় বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৯ লাখ। বলা যায়, গাজার প্রায় সব বাসিন্দাই কোনো না কোনোভাবে

বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

খান ইউনিসের ইউরোপিয়ান হাসপাতাল থেকে শত শত অসুস্থ ও আহত মানুষকেও পালাতে বাধ্য করেছে ইসরায়েলি সেনারা। ইসরায়েলের স্থল আক্রমণ থেকে ওই অঞ্চলের হাসপাতালগুলোকে রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি রিক পিপারকর্ন।

এদিকে অধিকৃত --১৭ পৃষ্ঠায়

সাবেক আইজিপি বেনজির এখন তুরস্কে!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে অর্জন করেছেন বিপুল অবৈধ সম্পদ। দেশের নানা প্রান্তে জমি, ফ্ল্যাট, প্লট, বাড়ি, গাড়ি, হোটেল, রিসোর্ট গড়ে আলোচনায় আসা বেনজীর ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চালাচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন। কমিশন ইতিমধ্যে বেনজীর ও তার পরিবারের সদস্যদের বিপুল অবৈধ সম্পদের তথ্য পেয়েছে। এই সম্পদের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে দুই দফা হাজির হওয়ার নোটিশ দিলেও বেনজীর ও তার পরিবারের সদস্যরা এতে সাড়া দেননি। সর্বশেষ তাদের সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ দিয়েছে দুদক। অবৈধ সম্পদ নিয়ে অনুসন্ধান চলার আগে দেশ ছেড়ে চলে যান সাবেক এই আইজিপি। সঙ্গে স্ত্রী-সন্তানও। তিনি কোথায় আছেন তা নিয়ে আছে ধোঁয়াশা।

তবে নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে, নাগরিকত্ব নিয়ে তুরস্কে অবস্থান করছেন বেনজীর আহমেদ। এ ছাড়া স্পেনেও নাগরিকত্ব --১৭ পৃষ্ঠায়

গিনেস বুকে ঢাবি শিক্ষার্থী নাম

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : এক মিনিটে সর্বোচ্চ ২২০ বার ফুটবলে ট্যাপ করে এবার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখালেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থী রাগীব শাহরিয়ার অংকন। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড 'দি মোষ্ট ফুটবল (সকার) টো ট্যাপস ইন ওয়ান মিনিট' শাখায় রেকর্ডটি ছিল চট্টগ্রামের আয়মান মোহম্মদের। এবার সে রেকর্ড নিজের করে নিলেন অংকন। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তাদের ওয়েব সাইটে ইতিমধ্যে অংকনের তথ্য হালনাগাদ করেছে। গত সোমবার দুপুরে অংকন অফিসিয়ালি --১৭ পৃষ্ঠায়

ইসরাইলকে কঠোর হুঁশিয়ারি রাশিয়ার

পোস্ট ডেস্ক : জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ভাজিলি নিবিনজায়া ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি বিমান-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরবরাহের কিছু সুনির্দিষ্ট পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ইউক্রেনে যে কোনো ধরনের সমরাস্ত্র পাঠানো হলে শেষ পর্যন্ত সেসব ধ্বংস করা হবে, সেসব অস্ত্র যারাই --১৭ পৃষ্ঠায়

দেশে পর্যটন খাতে ২ কোটি ১৯ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান বলেছেন, পর্যটন খাতে পরিকল্পিত উন্নয়নে পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এতে সমগ্র বাংলাদেশকে ৮টি অঞ্চল ও ৫৩টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ১ হাজার ৪৯৮টি পর্যটন সম্পদ চিহ্নিত করা হয়েছে। পর্যটন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০৪১ সালের মধ্যে এই খাতে ২ কোটি ১৯ লাখ ৪০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। মঙ্গলবার (২ জুলাই) জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এ তথ্য জানান।

সরকারি দলের সংসদ সদস্য আলী আজমের লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো জানান, একইসঙ্গে ২০৪১ সালে দেশে ৫৫ লাখ ৭০ হাজার বিদেশি পর্যটক আগমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, দেশের মধ্যে নতুন নতুন পর্যটন আকর্ষণীয় স্পট চিহ্নিতকরণ ও এর উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে রাজধানী ঢাকাসহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া, মেহেরপুরের মুজিবনগর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, সিলেট, কক্সবাজার, পটুয়াখালির কুয়াকাটা, পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবনসহ সারাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মাধ্যমে মোট ৫৩টি পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (হোটেল,মোটেল, রিসোর্ট, রেস্তোরাঁ, এমিউজম্যান্ট পার্ক, বার, পিকনিক স্পট ও ডিউটি ফ্রিশপ) স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো সাফল্যের সাথে পরিচালনা করছে যা দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে।

চট্টগ্রামে শত বছরের পুরনো বুদ্ধমূর্তি চুরি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট ইউনিয়নের মুকুট নাইট ধাতু চৈত বৌদ্ধ বিহারে শত বছরের পুরনো একটি বুদ্ধপ্রতিমা ও দানবাক্সে টাকা --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk